সরযূ

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত

১৩২৪

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক

শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য।

অন্নদা বুক-ষ্টল,

৭৮।২ নং হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা।

নিউ সরস্বতী প্রেস,

২৫।[illegible]এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

উপহার

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে—

বন্ধুবরেষু।

ভাই সুরু,

তোমারই অনুরোধে ও পুনঃ পুনঃ তাগাদায় আমি এই "সবযূ" ও অন্যান্য অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলাম, এবং প্রধানতঃ তোমার আগ্রহেই সেগুলি তোমাদের "দর্শক" পত্রে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। সেই প্রীতি-স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমার নামের সহিত সংযুক্ত রাখিলাম।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

ভূমিকা

১৩২১ সালের "দর্শক" পত্রে "সরযূ" প্রথমে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনর্মুদ্রিত হইল।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

উপহার-পৃষ্ঠা

এই গ্রন্থখানি

আমার

প্রদত্ত হইল

স্বাক্ষর·

তারিখ·· ···

সন·· ·······

সরযূ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত সদরওয়ালা সিতিকণ্ঠ বসু, তাঁহার প্রথমা কন্যা যমুনার, ত্রিশবিঘার জমিদার-পুত্র রাজীবলোচনের সহিত দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিয়া 'পস্তাইয়া' ছিলেন। জামাতার বিষয় সম্পত্তির আয়, খরচ খরচা বাদে, সালিয়ানা পঞ্চাশ হাজারের উপর; কিন্তু বিবাহের পর প্রকাশ পাইল, বড়লোকের ছেলেদের যে রোগের বদনাম আছে সেটী শ্রীমানের ছিল---কিছু অতিরিক্ত মাত্রায়; মাসের মধ্যে ২৯ দিন শ্রীমান বাগান বাড়ীতেই কাটাইতেন। সেইজন্য সিতিকণ্ঠ বাবু 'ঠেকে' শিখিয়া, এবার তিন বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানের পর, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সরযুকে বয়স্থা করিয়া, মধ্যবিত্ত ঘরে, সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন। পাত্র শশী 'বি-এ' পড়ে, পিতা হুগলির গোকুল মিত্র, গবর্ণমেণ্ট আপিসে চার শ' টাকা মাহিনা পান; পাত্রের জ্যেষ্ঠ তারকচন্দ্র ডাক্তারী করে এবং 'বড় ঘরে' বিবাহ করিয়াছে।

শ্বাশুড়ীর জ্বালা-যন্ত্রণার ভয় নাই—গোকুল বাবু বিপত্নীক ; জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সবিতাই গৃহিণী। ঘটক বলিয়াছিল—'সোণার সংসার' ; সেই হেতু গোকুলচন্দ্রের পাঁচ হাজার টাকার দাবী পূরণ করিয়াও সিতিকণ্ঠ বাবু ভাবিয়াছিলেন, এবার তিনি জিতিলেন—কন্যা যথার্থই ভাল 'ঘরে বরে' পড়িল।

ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া কিন্তু সিতিকণ্ঠ বাবুর উক্ত ধারণা একটা বিষম 'ধাক্কা' খাইল। গৃহিণীর তাড়নায় বাধ্য হইয়া সিতি-কণ্ঠ তাঁহার, 'সাত ঘাটের জল এক করিয়া' ও আদা-জল খাইয়া সঞ্চিত মোটা তহবিল হইতে, গোকুল বাবুর দাবীর অতিরিক্ত, সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া দেড়শত লোক দিয়া ফুলশয্যা পাঠাইয়া-ছিলেন। কিন্তু গোকুল মিত্রজা মহাশয় তাঁহার আপিসের চাকুরীর উমেদার পারিষদবর্গের সহিত সেই তত্ত্বের দ্রব্য-সামগ্রী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 'তেলে বেগুনে' জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "কি-ই-ই, নমস্কারী কাপড় কম দিয়েছে—এতে আমার অপমান করা হয়েছে।" গোকুলবাবুর বাটীতে তাঁহার পুত্রবধূ ও এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নী ভিন্ন নমস্কারী বস্ত্র পাইবার আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না—কিন্তু ফরাসডাঙ্গার চৌধুরীদের গৃহিণীকে গ্রামসম্পর্কে বরের পিসি, কৈলাস ডেপুটীর পরিবারকে 'সই'-সম্পর্কে বরের মাসী প্রভৃতি আত্মীয়াদের ধরিয়া গোকুলবাবু সাদাধুতিতে ও সাটীতে (১৫ খানি মাত্র গরদ সমেত) 'একুনে ৯৭ খানা' নমস্কারী কাপড় চাহিয়াছিলেন। সিতিকণ্ঠবাবু ৮৫ খানা নমস্কারী বস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন—তাহার মধ্যে ৫ খানি মাত্র গরদ ছিল।

বরের কাপড় জামা ইত্যাদি দেখিয়া গোকুলবাবু আরও চটিয়া গেলেন—বলিলেন,—"আমার ছেলেকে কি না এই সব বাজারে জামা জুতো দিয়েছে? কোথায় মন্টিথের বাড়ীর জুতো, রাংকেনের বাড়ীর ফরমাসী স্যুট দেবে—না এই সব খেলো জিনিস!"

মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"অ্যাঁ! বলেন কি? ইংরিজি স্যুট দেয়নি—তা হলে বাবাজীবন যখন আজ বাদে কাল হাকিম হবেন তখন পরবেন কি?"

গোকুল বাবু বলিলেন,—"না না সে কথা নয়—মুখুয্যে মশায়—আমি কি রকম, আর কত রকম, কাপড় জামা টামা ফরমাস দিয়ে ক'নের জন্যে তৈরী করে দিয়েছিলুম তা দেখেছিলেন ত?"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"কিসে আর কিসে! আরে ছ্যাঃ, এ কি ফুলশয্যে—ছিঃ!"

অগ্নিতে ঘৃত পড়িল—গোকুলচন্দ্র হাঁকিলেন—'উঠাও তত্ত্ব!' প্রকৃতপক্ষে সিতিকণ্ঠবাবুকে ব্যয়কুণ্ঠ জানিয়া গোকুলচন্দ্র ৫০ জন মাত্র লোকের লুচি তরকারী প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন—এক্ষণে লোকের সংখ্যা দ্বিগুণের অধিক অথচ তদনুরূপ মিষ্টান্নাদি না দেখিয়া তিনি উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। শেষে পারিষদবর্গের উত্তেজনায় তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"রাম সিং—এই রাম সিং—সব নিকাল দেও।"

রাম সিং গ্রীষ্মকালে গোকুলবাবুর আপিসে পাখা টানে এবং শীতকালে বাটীতে ‘পেটভাতায়’ গরুর সেবা করে ; এই বিবাহ উপলক্ষে সে মেজেণ্টা রং এ ছোপান চাদর মস্তকে জড়াইয়া দ্বারবান সাজিয়া বসিয়াছিল। রাম সিং অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সিতিকণ্ঠ বাবুর বাটীর পুরাতন দাসী ক্ষেমঙ্করী, ওরফে ক্ষেমী, বলিয়া উঠিল, “আয় রে সব চলে আয়—আর নিকাল দিয়ে কাজ নেই—আমরা আপনারাই বিদেয় হচ্ছি। আমি তখনি বাবুকে বলেছিনু—ওগো আধানিকের ঘরে কাজ কোরো নি—কলম পিষে খায় কেরাণী—সে আবার মানীর মান জানবে কি ?”

গোকুল বাবুর কর্ণে বৃদ্ধা দাসীর সেই কথা প্রবেশ করিতেই—তিনি সপ্তমে চড়িয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—“নিকালো—আবি নিকালো” এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ফুলপুকুরে চটীর আঘাতে চণ্ডীমণ্ডপের উপর হইতে চন্দ্রপুলির থালা সশব্দে উঠানে সজ্জিত ক্ষীরের হাঁড়ি-শ্রেণীর উপর বিক্ষিপ্ত হইল। গোময়-লিপ্ত উঠানে ক্ষীরের নদী বহিয়া গেল। ত্রস্ত হইয়া, হৈ হৈ শব্দ করিয়া, সিতিকণ্ঠ বাবুর দাস দাসীরা রিক্ত হস্তে গোকুল বাবুর বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং পথে আসিয়া তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্দেশে অখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া গেল।

নববধূ সরযূ বাটীর ভিতরে দ্বিতলের একটী কক্ষে বসিয়া খড়খড়ির ভিতর দিয়া তাহার শ্বশুর মহাশয়ের কাণ্ড দেখিয়া

স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রহরেক পরে যখন তাহার বড় যা' সবিতা ও নিমন্ত্রিতা আত্মীয়াকন্যাগণ ফুলশয্যার পূর্ব্বে বরের সহিত একত্রে ভোজন করাইবার জন্য তাহাকে লইয়া যাইতে আসিল— সে 'শক্ত' হইয়া বসিয়া রহিল। সকলে বলিল, "ওমা! কি ঢ্যাঁটা মেয়ে গো! কথা শোনে না!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফুলশয্যার পরের রবিবার গোকুলচন্দ্র বউভাত উপলক্ষে নারদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একে মাতৃহীন কনিষ্ঠপুত্র, তাহাতে আবার বৈবাহিকের যক্ষের ধনের পাঁচ হাজার মুদ্রা ভাঙ্গিয়া আনিয়াছেন, সুতরাং সমারোহ না করিলে ভাল দেখায় না। গোকুলচন্দ্র ভূরিভোজনের আয়োজনটা কিছু গুরুতর রকমই করিয়াছিলেন। ব্যয়কুণ্ঠ সিতিকণ্ঠকে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ঘটা দেখাইয়া আক্কেল দিয়া দিবেন—এই উদ্দেশ্য। সেই হেতু সিতিকণ্ঠের নিকটাত্মীয়দিগকেও গোকুলচন্দ্র নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া গোকুল যে কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহাতে সিতিকণ্ঠের আত্মীয় ও পরিবার-বর্গের কোনও বয়স্ক ব্যক্তিই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল না। কন্যা-স্নেহের দায়ে পড়িয়া সিতিকণ্ঠ ও তাঁহার স্ত্রী নূতন বৈবাহিকের ইতর ব্যবহারটা হজম করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিল—সে ছোট লোকের বাড়ীতে তাহারা কেহই পদার্পণ করিবে না। অগত্যা বাটীর সরকারের সঙ্গে সিতিকণ্ঠ তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় একটী পৌত্রকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইলেন।

গোকুলচন্দ্র মনে মনে লঙ্কা-ভাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া যাহা করিয়া বসিয়াছেন, তাহা ফিরিবার আর উপায় নাই, কিন্তু নূতন বৈবাহিকের বাটী হইতে যাহারা নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিবে, তাহাদের রীতিমত খাতির যত্ন করিতে হইবে। কারণ বৃদ্ধের টাকা আছে, তাহাকে হাতে রাখিলে ভবিষ্যতে বধূমাতার দ্বারা কিছু কিছু আদায় হইতে পারিবে। পাকস্পর্শের দিন কিন্তু তাঁহার সে লঙ্কাভাগ বৃথা হইয়া গেল। সিতিকণ্ঠ তাঁহার শিশুপৌত্রকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছেন দেখিয়া গোকুলচন্দ্র অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তৎকালে গোকুলচন্দ্রের পারিষদবর্গ সকলেই উপস্থিত ছিল। গোকুল তাহাদের একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখলে মুখুর্য্যে, বেয়াইয়ের আক্কেলটা দেখ্‌লে? একটা ক্ষুদে ছেলেকে কিনা নতুন কুটুম বাড়ী নেমন্তন্ন রাখ্‌তে পাঠিয়েছে!"

মুখুর্য্যে মহাশয় উত্তর দিলেন,—"আরে সেটা নেহাত ছোট লোক—তা ভদ্দোরানার আদব কায়দা জানবে কি? কি বল হে দত্তজা!"

সম্বোধিত বীরেশ্বর দত্ত নিকটেই বসিয়া তাম্রকূটের ধূমের ব্যূহরচনা করিতেছিল। বীরেশ্বর স্পষ্টবক্তা—মোসাহেবীর ধার ধারে না; তদুপরি সিতিকণ্ঠের সহিত তাহার একটা কুটুম্বিতাও ছিল। প্রতিবেশী গোকুলচন্দ্রের পুত্রের সহিত সিতিকণ্ঠের কন্যার বিবাহ সংঘটিত করিতে পারিলে, সেই কুটুম্বিতা ঘনিষ্টতায় পরিণত হইবে, তদুদ্দেশ্যে বীরেশ্বরই প্রথমে সেই বিবাহের

প্রস্তাব করে। এক্ষণে গোকুলের দুর্ব্ব্যবহারে সেই কুটুম্বিতার মধুর রসটুকু কটু-কষায়ে রূপান্তরিত হওয়াতে বীরেশ্বরের মেজাজ কিছু রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। বীরেশ্বর শ্লেষোক্তি করিল,—"হ্যাঁ! তা বটেই ত! সিতিকণ্ঠবাবু আদব কায়দা জানবেন কি করে? তাঁর যত বনেদি ঘরোয়ানার সঙ্গে কার কারবার—হাকিমি পেশা, তিনি আদব কায়দা জানবেন কি করে? তোমাদের মত হেরোমুদীর দোকানে বসে গুড়ুক্ ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে রাজাউজীব না মার্‌লে কি আদব কায়দা শেখা যায়?"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বীরেশ্বরের ধাতু বুঝিত। সে বীরেশ্বরকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য কহিল,—"না হে ভায়া, বোসজার আদব কায়দা টায়দা বিলক্ষণ জানা আছে; তবে কি না বউভাতের নেমন্তন্ন রাখা ত আর শুধু হাতে হয় না—একটা মোহর কি গিনিটিনি কিছু দিতে হত ত? সেই বাজে খরচটা বাঁচিয়ে ফেল্লেন—এই আর কি।"

বীরেশ্বর পুনরায় ব্যঙ্গোক্তি করিল,—"ওঃ—ঠিক ধরেছ! যে ৫।৬ হাজার টাকা জলের মতন এই বিয়েতে ঢেলে দিলে সে একখানা গিনি যতুক দিতে পেছিয়ে যাবে বৈকি।"

বাঁড়ুয্যে কহিল,—"না হে ভায়া, তুমি মুন্সেফ্ সদরওয়ালা বাবুদের চেনো না। ওঁদের মধ্যে এমন সব মহাত্মা আছেন যাঁদের নাম কর্‌লে হওয়া-ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়। ঘটিরাম ডেপুটীর বিয়ের কথা দীনবন্ধু নাটকে লিখে গেছেন—এই সব

হাঁড়ি-ফাটা মুন্সেফ সবজজ্‌দের কথাটা যে কেতাবে উঠেনি—এই আশ্চর্য্য।"

মুখুয্যে মহাশয় টিপ্‌পনি কাটিল,—"উঠেছে বৈকি হে, বঙ্গবাসী না কি একখানা কাগজে এক মুন্সেফের গল্প পড়েছিলুম—তাঁর দুই মেয়ে এক খোকা, নিজে আর পরিবার; তাঁর মোট একপোয়া দুধ বরাদ্দ ছিল। নিজে, তাঁর পরিবার আর দুটো মেয়ে সেই দুধে ভাত ছেঁকে খেয়ে সেই ভাত-ছেঁকা দুধ টুকু খোকাকে খেতে দিতেন। মরবার সময় তিনি পঞ্চাশ হাজার রেখে গিয়েছিলেন।"

বীরেশ্বর বলিল,—"আরে ও সব গাঁজাখুরী কথা রেখে দাও—হাতের পাঁচ আঙ্গুল কি সমান হয়? মুন্সেফ সবজজ্‌ কি আর দাতা খরচে নেই? কত আছে।"

মুখুয্যে উত্তর দিল,—"তা থাকুক, তবে কি না ওঁদের দলে হাঁড়ি-ফাটা মহাজন টাই কিছু বেশী।

বীরেশ্বর কহিল,—"আরে বাপু যার টাকা আছে সে টাকার দরদ বুঝবে না ত কি হাঁড়ি-ঠন্‌ঠনে কেরাণী বুঝবে, না ছুতোর সেক্‌রা কম্পোজিটার বুঝবে? বাবুরা আট আনা রোজ পেলেন ত ছ' আনা ধেনোতে আর চাটে ফুঁকে দিয়ে তার পরদিন অন্নভক্ষ্যধনুগু'ণঃ।"

বীরেশ্বরের কথা শেষ হইতে না হইতে এক প্রকাণ্ড ওয়েলারের জুড়ির জমকালো ল্যাণ্ডো গাড়ি (আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি তখনও মোটরের আমদানী হয় নাই,

আসিয়া গোকুলচন্দ্রের সদর দ্বারে উপস্থিত হইল—কোচ্‌বাক্সে রূপার আসাশোটা হাতে, চাপরাস আঁটা, জরির শাম্‌লা মাথায় দ্বারবান। সিতিকণ্ঠের জ্যেষ্ঠ জামাতা রাজীবলোচন বাবু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। শালীর বিবাহের দিন তিনি শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই; সেদিন বৈকালে বাগান-বাড়ীতে তাঁহার আমোদের মাত্রা চড়িয়া যাওয়াতে তিনি শালীর বিবাহের কথাটা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে যখন তিনি 'ধা'তে আসেন' তখন আর সে বিবাহে হাজির হইবার উপায় ছিল না। তাই আজ তিনি নূতন শালীপতির বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বিয়ের দিন গর-হাজিরের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে আসিয়াছেন। গোকুলবাবু সপারিষদে তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসাইলেন। বাবুর বিপুল বপুর গুরুভারে প্রাচীন চেয়ার খানি জখম হইবার সাড়া দেওয়ায় রাজীবলোচন নিজেই উচ্চাসন হইতে নামিয়া 'ফরাস বিছানায়' বসিল। তারকচন্দ্র ও শশী আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া গেল। বাবুর-অধিষ্ঠানে, সেই ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা অন্যকক্ষে আশ্রয় লইল। গোকুলের পারিষদবর্গ ই তাঁহার মন-যোগান কথা বলিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আপ্যায়িত করিয়া যাইতে লাগিল।

সিতিকণ্ঠের প্রেরিত ফুলশয্যার তত্ত্ব-সামগ্রীর সহিত

গোকুলচন্দ্র তাঁহার ফুলপুকুরে চটির দ্বারা যে ফুটবল খেলিয়াছিলেন, সে সংবাদ রাজীবলোচনের কর্ণগোচর হয় নাই। রাজীবলোচন শ্বশুরবাড়ীর কোনও লোককে উপস্থিত না দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্নভাবে গড়্গড়ার নল মুখে লাগাইয়া মৃদু মৃদু ধূমোদ্গার করিতেছিল; এমন সময় সিতিকণ্ঠের সরকারকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিকটে ডাকিল, এবং তাহার মুখে, শ্বশুর বাড়ীর একটী শিশু ব্যতীত অপর কাহারো না আসিবার কারণ বিস্তারিত ভাবে অবগত হইল। সকল কথা শুনিয়া রাজীবলোচনের মদিরলোচনযুগল রোষে ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। সে জনান্তিকে সরকারকে কহিল, "বেটা কলম-পেষার এত বড় তেজ! ছেলের বিয়ে দিয়ে ধিঙ্গিপদ পেয়েছে নাকি? দাঁড়াও দেখাচ্চি মজা।" রাজীবলোচন নিজে শ্বশুরকে গ্রাহ্য করিত না—কিন্তু অপর একজন সামান্য লোক যে তাহার শ্বশুরকে অপমান করিয়াছে তাহা রাজীবলোচনের নিতান্তই অসহ্য বলিয়া বোধ হইল! তাহার শ্বশুরের সেই অবমাননাকারীর বাটীতে সে আজ আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, একথা ভাবিয়া সে নিরতিশয় লজ্জিত এবং আপনার উপর রুষ্ট হইল। এক্ষণে শ্বশুরের সেই অপমানের যথাসাধ্য প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সে সিতিকণ্ঠের সরকারকে কহিল,—"আমার গাড়িতে রেমো খানসামাটা বসে আছে—তাকে ডেকে নিয়ে এস ত?"

রামকান্ত রাজীবলোচনের ছায়া বলিলেই হয়। বাবু যেখানে যায়, রামকান্তও বডিগার্ড স্বরূপ তাহার অনুগমন করে এবং

বাবুর সময় অসময়ের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য তাহার হস্তে মদ্যের বোতল ও গ্লাস সততই একটী কিট্ ব্যাগের মধ্যে লোক-লোচনের অজ্ঞাতবাস করে। রামকান্ত হার্‌ন্যাকের বাড়ীর ছিটের পালিস করা প্লেট্ কামিজ, বাবুর পরিত্যক্ত ফরাসডাঙ্গার মিহিস্‌তার কালাপাড় ধুতি, গিলে-চুনোট্ করা উড়ানি এবং বার্ণিস পম্প্ সু পরিহিত সজ্জার বাহারে অনেক জামাই বাবুকে লজ্জা দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজীবলোচন তাহাকে জনান্তিকে আদেশ দিলেন,"বাইরের চৌকিতে বসে থাক্, কায়েতদের পাতা হলেই তুই গিয়ে বসিস্।" রামকান্ত—"যে আজ্ঞে হুজুর" বলিয়া বাহিরে গিয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই "কায়স্থ মশায়রা গা তুলুন" বলিয়া ডাক হইতেই রামকান্ত অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত গিয়া পংক্তির পাতার একখানি দখল করিয়া বসিল; ছাদের উপর একত্রে দুইশত লোকের পাতা সাজান হইয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গোকুলচন্দ্র, সপারিষদে আসিয়া রাজীব লোচনকে কহিলেন, "কই, আপনি গেলেন না? আসুন, আসুন।"

রাজীবলোচন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল,—"আমাদের জন্যে ব্যস্ত হচ্চেন কেন?—ঘরের কথা।"

বীরেশ্বর গোকুলচন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া কহিল,—"আরে ওঁরা কি পুক্তিতে যার তার সঙ্গে বসে খেতে পারেন? আলাদা পাতা করে দিও।"

গোকুল সেই কথাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়া বাটীর ভিতরে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে যাইলে গোকুলচন্দ্রের কয়েকজন পারিষদ আসিয়া রাজীবলোচনের মনস্তুষ্টির জন্য বচনবিন্যাস করিতে লাগিল। ঘটিকাকাল পরে যখন বাটীর ভিতর হইতে কোলাহল শুনিয়া রাজীবলোচন বুঝিতে পারিল যাহারা ভূরিভোজনে বসিয়াছিল তাহাদের আহার শেষ হইয়াছে, তখন রাজীবলোচন গোকুলের একজন অন্তরঙ্গকে কহিল,—"আমার খানসামা রাম-কান্তকে একবার ডেকে দিতে পারেন ?—এইখানেই কোথায় আছে।" তৎক্ষণাৎ তিন চারিজন ব্যক্তি এদিকে ওদিকে রামকান্তের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। পরক্ষণেই অপরাপর ভোক্তাগণের সহিত রামকান্ত ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজীবলোচন বলিলেন,—"এই যে রেমো এসেছে। রেমো, এদিকে আয়।"

রামকান্ত মনিবের সম্মুখে ত্রস্তভাবে আসিয়া কহিল,—"কি বলছেন—হুজুর।"

রাজীবলোচন কহিল,—"তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি ?" রামকান্ত বিস্মিত হইয়া কহিল,—"আজ্ঞে, খেতে গিয়েছিলাম।" এতক্ষণ সকলে অবাক হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। রামকান্তের উত্তর শুনিয়া মুখুর্য্যে মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"বলেন কি ! এ কি আপনার খানসামা নাকি ? এ যে কায়েতদের সঙ্গে খেতে বসে গিয়েছিল !

রাজীবলোচন অবিচলিতভাবে কহিল, "তাতে আর হয়েছি কি? ও যে মেদিনীপুরের কায়েত; ওর বাপ একজন দিগ্‌গজ কেরানী ছিল; মনিবের পেয়ারের পয়জার খেয়ে খেয়ে মাথার টাক পড়িয়ে ফেলেছিল।" সহাস্যবদনে এই কথা বলিতে বলিতে গাত্রোৎপাটন করিয়া রাজীবলোচন কুঞ্জর-গমনে ধীরে ধীরে গিয়া তাহার গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

গোকুলের নর্ম্মসচিবগণ অনেকেই রাজীবলোচনের অনুগমন করিয়াছিল। রাজীবলোচন যে গাড়িতে উঠিয়া বসিবে তাহা এতক্ষণ কেহই বুঝিতে পারে নাই। গাড়িতে উঠিয়াই রাজীবলোচন রামকান্তকে কোচবাক্সয় উঠিতে ইঙ্গিত করিয়া হুকুম দিল "চালাও"। রাজীবলোচন গাড়িতে উঠিতেছেন শুনিয়া গোকুলচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধু যাহারা বাহিরে ছিল তাহারা সকলেই গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিত বীরেশ্বর ছুটিয়া গাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল,—"ও কি করছেন মশায়? না খেয়ে যাচ্ছেন কি? তা কি হয়!"

রাজীবলোচন কহিল—"দত্তজা মশায় বলেন কি? এ বাড়ীতে খাওয়া কি আমাদের ধাতে সয়? শ্বশুর মশায় মেয়ে দিয়েছেন, তাঁরই ছেলে পুলেদের পেটে সইবে না বলে এলোনা! এ বাড়ীতে খাবার যোগ্য লোক ঐ রেমো বেটা—জুতো খেয়ে জুতো হজম করা ঐ চাকর বেটারাই পারে—ও বেটাই আজ জাত ভাইয়ের বাড়ীতে খেয়ে গেল। আমি জানতুম না, তাই ভুলে এসে পড়েছিলুম। নমস্কার—গাড়ি বাড়াও।"

রাজীবলোচনের জুড়ি মুহূর্ত্তে নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হইল। গোকুলচন্দ্রের প্রতিবেশী ও বন্ধুগণ যখন নিস্ফল আস্ফালন করিতে করিতে বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় গোকুলচন্দ্র রাজীবলোচনের জন্য স্বতন্ত্র পাতা করাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, রাজীবলোচন নিমন্ত্রণ রক্ষা, এক রকম চাকরকে দিয়া, সারিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং যাইবার সময় কতকগুলা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া গিয়াছে।

গোকুলচন্দ্র নববধূকে 'আটক' করিলেন এবং সিতিকণ্ঠ বাবুর ছয়মাসব্যাপী উপরোধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। সরযূ আপনাকে বিনা অপরাধে বন্দিনী জ্ঞান করিল এবং প্রথম হইতেই সে শ্বশুরের উপর বীতশ্রদ্ধ হইল ও অসুখী হইয়া পতি-গৃহে বাস করিতে লাগিল।

বৎসর না ফিরিতে ফিরিতে কিন্তু বিধিচক্রে বৈবাহিকদ্বয়ের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেল। বৃদ্ধ সিতিকণ্ঠ বাবু সরযূর বিবাহের ৭ মাস পরেই দেহত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় মাতাকে 'ভীমরথী'র দলভুক্ত করিয়া, পিতার বিষয় সম্পত্তির বিভাগের জন্য মকর্দ্দমায় মত্ত হইল। সুতরাং সরযূকে পিতৃ-গৃহে লইয়া যাইবার জন্য তখন আর কাহারও কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। গোকুলবাবু যখন দেখিলেন যে বধূমাতাকে আটক করিয়া আর কপর্দ্দকও আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি নিজেই উপযাচক হইয়া সরযূকে তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সরযূর মাতা পতিশোকে সত্যই

কেমন 'জবুস্থবু' হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তৎকালে সরযূকে মাতার নিকট অধিকদিন রাখিবার জন্য তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের কেহই ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। পরন্তু বৃদ্ধ পিতার অপমানের ও মৃত্যুকালে মনঃক্লেশের কারণ স্বরূপ জানিয়া সরযূকে তাহারা কেহই আর পূর্ব্ববৎ স্নেহের চক্ষে দেখিল না। পিতৃ-গৃহে কিছুদিন থাকিয়া সে শ্বশুরালয়ে আসিল। সরযূ পিতৃ-গৃহেও আর আদর পাইল না এবং পতি-গৃহেও তাহার মন বসিল না। বৎসরদ্বয় পরে গোকুল বাবুও হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া বৈবাহিকের অনুগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর, সরযূ বিবাহিত জীবনের যে সুখের স্বপ্ন গড়িয়াছিল তাহা একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। শ্বশুর যাহা রোজগার করিতেন সমস্তই ব্যয় করিতেন, কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া যান নাই। উপরন্তু তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্যয়বাহুল্য করিয়া শ্রাদ্ধ করাতে জ্যেষ্ঠপুত্র তারকচন্দ্র ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তারক ক্যাম্বেল স্কুলে পাশকরা ডাক্তার সামান্য আয়, তাহার উপর পিতার মাহিনা ৪০০৲ টাকা বন্ধ হইল—সুতরাং সংসার নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অগত্যা শশীকে কলেজে এম-এ ও আইন পড়া ত্যাগ করিয়া পিতার আপিসে ৩৫৲ টাকা মাত্র মাহিনায় কেরাণীগিরিতে প্রবেশ করিতে হইল। তারকচন্দ্র পাচিকা ও চাকর ছাড়াইয়া দিলেন—কেবল ক্ষেন্তদাসী রহিল। বাড়ীতে যে পিশি ছিলেন, তিনি এবং বড় বৌ সবিতা রন্ধনের ভার লইলেন। সরযূর স্কন্ধেও কতকগুলি সাংসারিক কার্য্যের ভার পড়িল।

বৎসরেক পরে সরযূ যখন একটী কন্যারত্ন লাভ করিল এবং তাহার লালন-পালনের সমস্ত ভারই তাহার নিজের উপর পড়িল তখন সরযূ ভাবিল এইবার বুঝি তাহার সুখের মাত্রা চরমে গিয়া পঁহুছিল। কোথায় সে ভাবিয়াছিল, তাহার দিদি যমুনার মত

নরেকরকম হাল্‌ফ্যাশনের বডি-জ্যাকেট-সায়া-সেমিজ আঁটিয়া, বকমারি পাড়ের ঢাকাই শান্তিপুরে মিহি শাটী অষ্টপ্রহর পরিয়া, দাস দাসীব সেবায় কালাতিপাত করিবে। কোথায় দিবসে নভেল নাটক পড়িয়া, তাস খেলিয়া কাটাইবে ও জ্যোৎস্নারাত্রে বরের সঙ্গে ছাদের উপর পাইচারী করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছড়াইবে। কোথায় সার্কাস থিয়েটার (তখনও বায়স্কোপ উঠে নাই) দেখিয়া বেড়াইয়া নারী জীবনটাকে নিত্য নবোৎসবে সার্থক করিয়া তুলিবে, এখন সেই সমস্ত সুখের কল্পনা—নারী জন্মের সাধ—বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এখন দাঁড়াইয়াছিল—জীবনটাকে দাসীবৃত্তিতে পরিণত করা—দিবারাত্রি কেবল কায আর কায—তাও কি ছাই ভাল কায—উল্ বোনা, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা? সে সব নয়—তাহার পিতৃ-গৃহে দাস-দাসীরা যে কায করিত সেই সব কায। কর্ম্মে যে সে অপটু বা অক্ষম তাহা নহে, কিন্তু সেই সকল দাসীদের কায করিতে তাহার আত্ম-মর্য্যাদায় আঘাত লাগিত—তাহার মনে হইত সে যেন আপনাকে 'খাটো' করিতেছে। দিনের পর দিন এইরূপ চিন্তায়, দৈন্যে অভ্যস্ত না হইয়া, দৈন্যের উপর তাহার একটা ঘৃণা আসিল এবং আপনার অদৃষ্টের উপর সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

এক একবার কিন্তু তাহার "বড় মা" সবিতার আচরণ দেখিয়া সরযূর মনে একটা কঠিন সমস্যার উদয় হইত। সবিতার সাংসারিক কার্য্যের বিরাম নাই, অথচ সে সর্ব্বদাই হাস্যময়ী।

সবিতাকে একবেলা রন্ধন অবধি করিতে হয়—তাহার উপর আবার তাহার ৪টী অপোগণ্ড পুত্র কন্যা। সে যে কি করিয়া অত কাজের মধ্যে ফিটফাট্ থাকে, যে আসে তাহার সঙ্গে গল্প-গুজব করে, আবার স্বামীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিবার অবসর পায়, তাহা সরযূ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। সরযূ ভাবিত এই দাসীবৃত্তির উপর আবার 'ভাবন'—হাসি তামাসা! ভালও লাগে? ছি!

বেচারী শশী তাহার স্ত্রীকে আদর যত্ন করিতে ক্রটি করিত না। নব-বসন্ত-সমাগমে তাহার মানস-মালঞ্চে প্রেমের কুসুম শতবর্ণে আকুল সৌরভে থরে থরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সেই অমবন্থ-কুসুমরাজি তাহার প্রেমদেবতা সরযূর পূজায় ঢালিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সে পূজা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—দেবতা বিষম রুষ্ট, কিছুতেই তুষ্ট হইবার নহে।

শশী কলিকাতায় বাসায় থাকিয়া চাকুরী করিত এবং প্রতি শনিবারে বাটী আসিত। প্রথম প্রথম শনিবার আসিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত—সেই আনন্দের প্রতীক্ষায় সে সোমবার হইতে দিন গণিতে থাকিত। কিন্তু সে বাটী আসিয়া দেখিত সরযূ মলিন বেশে, কোন দিন বা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া, গৃহকর্ম্মে এতই ব্যস্ত যে তাহার সহিত কথা কহিবার অবকাশ নাই—মুখ সর্ব্বদাই যেন মেঘভারাক্রান্ত। শশী ধীর প্রকৃতির লোক—অল্পভাষী। কিন্তু সরযূর ব্যবহারে তাহারও

ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে একদিন সরযূকে বলিল,—"তুমি কি এই ময়লা, ছেঁড়া কাপড় গুলো শনিবারে পরবার জন্যে তুলে রেখে দাও না কি? তোমার কি আর কাপড় নেই?"

সরযূ উত্তর দিল,—"কেন? জরীপেড়ে কাপড় পরে বাসন মাজতে হবে না কি?"

শশী ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল,—"দিন রাত্রিই কি বাসন মাজতে হয়? সন্ধ্যের পরেও ত ভাল কাপড় পরতে পার?"

সরযূ কঠিন দৃষ্টিতে শশীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ভাল লাগে না তাই পরি নি—শুনলে?"

শশী আর সে কথার কোনও উত্তর দিল না।

আর একদিন শশী বড় সাধ করিয়া সরযূর জন্য ২৫৲ টাকায় দুইটী কাণের ফুল কিনিয়া আনিয়াছিল। ঐ টাকা কয়টি তাহার 'উপরি পাওনা'। সে একজন মাড়োয়ারীর ছেলেকে সকালে পড়াইত। ছেলেটী স্কুলের পরীক্ষায় 'ফার্ষ্ট' হওয়াতে মাড়োয়ারী শশীকে ২৫৲ টাকা বকসিস্ দিয়াছিল। ছয় মাস পূর্ব্বে শশী একদিন তাহাদের পার্শ্বের বাটীর হেমনলিনীর কানের দুইটী ফুল দেখিয়া সরযূকে সুখ্যাতি করিতে শুনিয়াছিল। সেই অবধি শশীর বড় সাধ ছিল সরযূকে সেই রকম দুইটী ফুল কিনিয়া দিবে। এতদিন সে সাধ পূর্ণ হইবার কোন আশা ছিল না। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে ঐ টাকাটী পাইয়া সে অনেক অনুসন্ধানে ঠিক সেই রকম চুণী ও মুক্তা বসান দুইটী ফুল কিনিয়া লইয়া গিয়াছিল। মনে করিয়াছিল সরযূর চিরবিমর্ষ মুখে হয়ত একটু হাসি দেখিয়া

সে কৃতার্থ হইবে। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে সরযূ তাহার মাতার সহিত দেখা করিতে গিয়া সেখানে তাহার দিদি যমুনার কর্ণে দুইটী নূতন ফুল দেখিয়া, হেমনলিনীর ফুলের কথা উত্থাপন করে এবং বলে যে, সে ফুল দুইটী যমুনার ফুলের চেয়ে দেখিতে সুশ্রী। কিন্তু হেমনলিনীর ফুলের দাম ২৫।৩০ টাকা মাত্র শুনিয়া যমুনা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে, "ছি ছি! ২৫।৩০ টাকায় আবার ফুল—সে ফুল আবার মানুষে পরে? আমার এ ফুল জোড়ার দাম ৫০০৲ টাকা—আদত কমলহীরে! আবার বাবু সেদিন আর একজোড়া ফুল কাকে দেবেন বলে, দেখাতে এনেছিলেন—তার দাম ৭০০৲ টাকা। তুই যেমন আদেখ্‌লে—২৫৲ টাকার ফুল দেখে টট্‌কে পড়েছিস্‌।" যমুনার সেই কথা শুনিয়া সরযূ অপ্রতিভ হইয়া মরমে মরিয়া গিয়াছিল। সে দিন শশী যখন সেই প্লাশ্‌ কাপড়ের কেশটী খুলিয়া ফুল দুইটী তাহাকে দেখাইল, তখন সরযূ সেই অপ্রত্যাশিত উপহারে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পলকের জন্য যথার্থই আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু যেমন তাহার যমুনার নিকট অপদস্থ হইবার কথা স্মরণ হইল, অমনি সে নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার ও ফুল চাই না।"

শশী বিস্মিত হইয়া বলিল,—"সে কি! এই যে সে দিন তুমি হেমনলিনীর ফুল দেখে কত সুখ্যাতি কর্‌ছিলে—এ ত ঠিক সেই রকম ফুল।"

সরযূ অবজ্ঞার স্বরে কহিল,—"তা হো'কগে, আমার ও ফুল চাই না।"

শশী অপ্রসন্নভাবে বলিল,—"তা হ'লে এ নিয়ে কি করবো? কিনে এনে কি ফেলে দেবো?"

সরযূ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"ফেলে দেবে কি, কি করবে তার আমি কি জানি? আমি ও ফুল পরবো না—পরবো না—হ'ল!" শশী অন্তরে আঘাত পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বস্তুতঃ শশীর দারিদ্র্যদোষ সরযূ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। শশী যখন শনিবার সন্ধ্যাকালে ষ্টেশন হইতে ক্রোশাধিক পথ হাঁটিয়া শ্রান্তদেহে, ধূলিধূসরিত জুতা পায়ে, ব্যাগ হস্তে বাটীতে আসিত, তখন সরযূর স্মৃতিপটে তাহার ভগ্নীপতি রাজীবলোচনের সৌখীন মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত। সে ভাবিত তাহার ভাগ্যে কেন এমন হইল? তাহার পিসতুত ভগ্নী শ্যামা গরিবের ঘরে, সামান্য খরচে, একটা পাশ করা বিনোদের হাতে পড়িয়া ছিল, সেও আজ উকিলের গৃহিণী; আর পদস্থ শ্বশুরের পুত্র, বি-এ ক্লাশের ছাত্র, শশীর হাতে পড়িয়া, সে আজ ৪০৲ টাকা মাহিনার কেরাণীর স্ত্রী হইল কেন! ভাগ্য-বিধাতার এই নিষ্ঠুর পক্ষপাতিতার কথা দিবারাত্র ভাবিয়া ভাবিয়া সরযূ নিজের উপর, জগৎ-সংসারের উপর, সর্ব্বোপরি তাহার সকল মনঃকষ্টের মূল শশীর উপর, বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিত, 'দু'দিন বাদে জামাই বাবুর বয়সের দোষ কেটে গেলেই দিদি সুখী হবে। আর আমার এ দুঃখ কি আর কখনো ঘুচবে? কেরাণীর ঘরে চিরকালই কষ্ট হা অদৃষ্ট!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্রমে শশীরও স্বভাবে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল। তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির অভাব সকলেই লক্ষ্য করিল। পূর্ব্বে পাড়ায় যাত্রা থিয়েটার হইলে শশী অগ্রগামী হইয়া আসর সাজাইতে যাইত, পূজা-পার্ব্বণের আমোদে আহ্লাদে শশী উৎসাহের সহিত যোগ দিত। এখন আর সে সকল বিষয়ে শশীর কোনরূপ আগ্রহ দেখা যায় না। আগে বাড়ী সাজাইবার উপর শশীর একটা সখ ছিল--ছবি, পুতুল, ব্রাকেট প্রভৃতি ছোটখাটো জিনিস সুবিধামত পাইলেই সে কিনিয়া আনিত—নূতন নূতন ফুলের গাছের কলম বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী হইতে আনিয়া বাড়ীর সম্মুখের ক্ষুদ্র উদ্যানটীতে সে স্বহস্তে রোপণ করিত। এখন সে সব বিষয়ে সে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন সে প্রতি শনিবারে বাটীতেও আসে না—বলে যেখানে ছেলে পড়ায়, রবিবারে কামাই করিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। শশীর স্বভাবের সেই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার স্নেহময়ী বৌ-দিদি সবিতার বুঝিতে বাকি রহিল না যে সরযূর অসন্তোষের উষ্ণশ্বাসেই শশীর হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। শশীকে একবার ক্রমান্বয়ে দুই সপ্তাহ বাটীতে আসিতে না দেখিয়া সবিতা মর্ম্মের কষ্ট চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে

সরযূকে বলিল,—"হ্যাঁ রে ছোট বৌ, ভাল কাপড় চোপড় প্‌রা ত ছেড়ে দিয়েছিস্—ব'লে ব'লে হার মেনে গেলুম। ঠাকুরপো এলে কি তার সঙ্গে তুটো হেসে কথাও কইতে নেই?"

সরযূ বিরক্তভাবে কহিল,—"হাসি আসে না তা জোর করে হাসব না কি? এই খাটুনির পর আর কি কিছু ভাল লাগে? তোমাদের অভ্যাস আছে—তোমরা পার।"

সবিতা সস্মিত-বদনে উত্তর দিল,—"অভ্যেস কি আর ছিল রে ভাই? ঘাড়ে পড়লেই করতে হয়।"

সরযূ কথাটা বলিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। সে জানিত সবিতা তাহার মায়ের আদরের কন্যা—এখনো ২৫৲ টাকা করিয়া মাসহারা পায়। কথাটা ফিরাইয়া লইয়া সে বলিল, "এই দাসীবৃত্তি করে যে আবার কাষ্ঠহাসী হেসে বাবুদের মন যোগাব, তেমন মেয়ে আমায় পাওনি দিদি—তা ভালই বল আর মন্দই বল।"

সবিতা ধীরভাবে কহিল,—"ছোট বৌ, উল্টো বুঝিস্ নি। নিজের ঘরের কাজ করা কি দাসীবৃত্তি? আর পুরুষ মানুষ বিদেশে পড়ে থাকে—ডুদিনের জন্যে বাড়ী এসে যদি সোয়াস্তি না পায় ত মন ভেঙ্গে যাবে না?"

সরযূ শ্লেষোক্তি করিল,—"ওঃ! মন ভেঙ্গে গেল ত—যত রাজরাণী করত না হয় নাই করবে।"

সবিতা অনুযোগের স্বরে কহিল,—"ও কথা বলিস্ নি ছোট

—তোর কপাল ভাল তাই ঠাকুরপোর মতন সোণার চাঁদ বর পেয়েছিস্!"

সরযূ ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিল,—"হ্যাঁ, তা আর বল্‌তে! সোণার চাঁদের হাতে পড়ে সুখ ধর্‌ছে না! আর বোক না দিদি!" এই কথা বলিয়া সরযূ মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেবার প্রায় একমাস পরে শশী বাটী আসিল—হস্তে দুইটী ইলিস মাছ। তাহাকে দেখিয়া সবিতা হাস্য-বিকশিত মুখে নিকটে গিয়া বলিল,—"কি গো ঠাকুরপো—পথ ভুলে না কি? তোমার মতিকটা কি বল ত?"

শশীর মলিন মুখে হাসি আসিল, সে বলিল,—"আপিসে একটা শক্ত কাজ পড়েছিল বৌদি'—সেটা করে দিতে সাহেব খুসী হয়ে কুড়ি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন—আর একটা প্রামোশনও শীগ্‌গির দেবেন বলেছেন। এখন মাছ দুটো ধর।"

সে কথা শুনিয়া সাবিতার যথার্থই আনন্দ হইল—সে বলিল,—"বেশ ভাই বেশ—৫০ টাকা মাইনে হ'ল, এইবার আর একটা ঝি রেখে দাও—নইলে ছোট বৌএর বড় কষ্ট হচ্ছে।"

শশী কহিল,—"কষ্ট কি ওদের একলা বৌদি'—তোমারও কি নয়? কিন্তু এখন আর ঝি রাখতে পারছি না বৌদি'—দেনাটা শোধ হয়ে যাক। এতদিন দাদা একলা দেনা শোধ দিচ্ছিলেন, এইবার আমিও টাকা ১৫ করে মাসে মাসে দেবো—তা' হ'লেই বছর দেড়েকে দেনাটা শোধ হয়ে যাবে। এতদিন কষ্ট সইছ—আর কিছুদিন সয়ে থাক বৌদি'।"

সবিতা কহিল,—“আমার আর কি কষ্ট ভাই? সয়ে গেছে। তবে কি না ছোট বৌ মেয়ে নিয়ে সামলে উঠতে পারছে না—তাই বলছিলুম। তা তোমরা যা' ভাল বোঝ তাই কোরো ভাই এতে আর আমাদের কথা কি?”

শশী বাটীতে প্রবেশ করিতেই তারকচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণ—“কাকা এসেছে, কাকা এসেছে” বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল—সেই শব্দে শশীর কন্যা মেনুও “বাবা এসেছে, বাবা এসেছে” বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছিল। তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সরযূও সেখানে আসিয়া, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শশীর সহিত সবিতার কথোপকথন শুনিতেছিল। এক্ষণে সাবিতাকে রন্ধন-গৃহের দিকে যাইতে দেখিয়া সরযূও চলিয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া শশী বলিল, “যাও কেন? ক্ষেন্তকে দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ভুটো কুঠিয়ে দাও না—শেষে পিত্তি গেলে ফেল্‌বে?”

সরযূ বলিল,—“ক্ষেন্ত এখন মেনুকে একটু নেবে, সে মাছ কুট্‌তে পার্‌বে না। সাতটা দাসদাসী আছে কি না, এমন সময় মাছ আনা কেন?”

শশী বলিল,—“তা হ'লে তুমিই না হয় কুটে দাও না—বৌদি' ত রাঁধতে গেল।”

সরযূ উত্তর দিল,—“হ্যাঁ, তা, বল্‌বে বই কি, পরের গতরটা খুব দেখেছ কি না?”

এই বলিয়া দারুণ বিরক্তির সহিত সরযূ মাছ কুটিতে চলিল।

মধ্যে সরযূ একদিন তাহার মাতার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল—সেদিন তাহার দিদি যমুনাও সেখানে আসিয়াছিল। যমুনা মধ্যে মধ্যে তাহার হেমকান্তি স্থূলাঙ্গ সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিয়া মাতার সহিত দেখা করিতে আসিত। বাপের বাড়ীতে তাহার রাত্রিবাসের হুকুম নাই—যদিও বাবু বাটীতে থাকেন না। সরযূকে দেখিয়া যমুনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"কি রে সরি! রোগা হয়ে গিয়েছিস্ কেন? তোর হাতের তাগা কি হ'ল?"

সরযূ উত্তর দিয়াছিল,—"ভেঙ্গে গেছে!"

যমুনা অনুকম্পার সুরে কহিয়াছিল,—"তা, সারিয়ে দেবারও কি শশীর ক্ষেমতা নেই? আহা! কি কপাল করেই তুই এসেছিলি? আমি তখনি বাবাকে বলেছিলুম—ওসব পাশ টাসের দিকে যাবেন না, বড় ঘরে মেয়ে দিন যে, আমাদের মত এক দিনের তরেও মেয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না।"

এই কথায় সরযূর মুখে কোন সহানুভূতির চিহ্ন না দেখিয়া যমুনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"হ্যাঁ রে, শশী ক'টাকা মাইনে পায়?"

সরযূ কহিয়াছিল,—"কি জানি বাপু—তিরিশ টাকায় ত ঢুকে ছিল।"

যমুনা বিস্মিতভাবে কহিয়াছিল,—"ওমা! কি ঘেন্না—আমাদের গোমস্তারা যে ওর চেয়ে বেশী পায় রে—ম্যানেজারকে তিন শ' টাকা মাইনে দিতে হয়! শশীর যে বিষ নেই কিন্তু কুলোপানা চক্কোর—যদি বাবুর সঙ্গে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা শুনো

করে—তা হ'লে উনিই চাইকি আপনারজন ভেবে জমিদারীতে একটা বেশী মাইনের চাকরী দিতে পারেন।"

সেই কথা শুনিয়া সরযূ লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছিল। সে কোনও কথা না বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া একটা ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অভিমানে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পরদিন সে, মাতার আর দুই একদিন থাকিবার জন্য অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু যমুনার সেই অনুকম্পার কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না—তাহার বক্ষে উহা যেন শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। সে আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া শশীর উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—শশীর দারিদ্র্যের জন্যই ত তাহার এই অপমান!

আজ শশীকে নিকটে পাইয়া শশীর উপর সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সরযূর অন্তরাত্মা অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিল। রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া শশী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, —"সরযূ শুনেছ, আমার মাইনে বেড়েছে?"

সরযূ নিরুত্তর; নিজের মনে মেনুকে দুধ খাওয়াইতেই ব্যস্ত।

শশী পুনরায় বলিল,—"পঞ্চাশ টাকা হয়েছে।"

সরযূ মুখ না তুলিয়াই কহিল,—"শুনেছি, কি করতে হবে, নাচতে হবে?"

শশী ক্ষুব্ধভাবে কহিল,—"বেজার হও কেন? শুনেছ কি না তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।"

সরযূ তীব্রভাবে প্রত্যুত্তর দিল,—"পঞ্চাশ টাকা হয়েছে ত বাজা হলে আর কি! সব দুঃখু ঘুচে গেল! মুখ্যু সুখ্যু মানুষে অমন কত পঞ্চাশ টাকা রোজগার করছে—আর বি-এ পাশ করে—৩ বছর ধরে দাসবৃত্তি করে ৫০৲ টাকা মাইনে হয়েছে, তা আবার বলে বেড়াচ্ছ—লজ্জাও করে না! জামাই বাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় অমন ৫০৲ টাকা মাইনের কত মুহুরী আছে—যাও না তোমাকেও চাই কি কিছু বেশী দিয়ে রাখবেন এখন।" সরযূ আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু শশীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়াতে তাহা আর বলা হইল না। চিরসহিষ্ণু শশীর মুখ যেন একটা কি অদৃষ্টপূর্ব্ব উত্তেজনায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

পরদিন ভোরের গাড়িতেই শশী কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় ফিরিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পর সপ্তাহের শনিবারে শশী বাটী আসিল না। সরযূ বুঝিতে পারিল শশীর অভিমান হইয়াছে—সরযূর ব্যবহারে শশী তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছে। তাহাতে সরযূর মন নরম না হইয়া বরং গরম হইয়া উঠিল। পরের শনিবারে শশী বাটীতে আসিলে সরযূ তাহার সহিত কথাও কহিল না। সরযূর ভাব-গতিক দেখিয়া রবিবার দিন আহারাদির পর শশী তাহার বাল্য-বন্ধু নীরদবরণের বাগানে মাছ ধরিতে গেল। নীরদবরণ সৌখীন ব্যক্তি—গাহিতে বাজাইতে পারে—বাপের পয়সা আছে, বাড়িতেই থাকে। শশীর সঙ্গে বাল্যবয়সে নীরদের বিশেষ প্রণয় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দুশ্চিন্তায় ও চাকুরীর-ঝঞ্ঝাটে শশী নীরদের সহিত বালককালের সেই ঘনিষ্টতা বজায় রাখিতে পারে নাই; শশীর ধারণা হইয়াছিল নীরদের সহিত মিশিয়া গান বাজনা করিয়া সময় কাটাইবার বয়স আর তাহার নাই, সংসারের চাপে সে এখন প্রবীণ হইয়া পড়িয়াছে। পথে ঘাটে দেখা হইলে নীরদবরণ শশীকে তাহার পূর্ব্ব-স্ফূর্ত্তির অভাবের জন্য অনুযোগ করিত—রহস্য করিত। মধ্যে একদিন হুগলি ষ্টেশনে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়াতে নীরদবরণ তাহাকে বলিয়াছিল, "ভায়া

একেবারে গরিবকে ত্যাগ কবলে! সন্ধ্যের পর যেন তুমি এখন ডুমুরের ফুল—অন্দর ছাড়বার হুকুম নেই—কিন্তু দুপুর বেলাটাও কি ভুলে একদিন দেখা করবার যো নেই? চলনা একদিন আমাদের বাগানের পুকুরে মাছ ধরতে? মাছগুলো খুব বড় হয়েছে—হুইল টুইল সব মজুত আছে কেবল তুমি গেলেই হ'ল।" শশী বাল্যসখার সেই সাদর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বলিয়াছিল,—"আচ্ছা ভাই এইবার একটা রবিবারে চেষ্টা দেখবো। কি জান নানান ঝঞ্ঝাট তাই—"

নীরদবরণ বাধা দিয়া কহিয়াছিল,—"আরে ভায়া ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দাও। ওসব কথা শুনতে চাই না;—বলি আমাদেরই কি ঘরে বৌ নেই—না ছেলেপিলে নেই? একদিন যাওয়া চাই-ই।"

"আচ্ছা ভাই একটা রবিবারে যাবো" এইকথা বলিয়া সেদিন শশী নীরদবরণকে তুষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু বহুদিন শশী সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। সেদিন হঠাৎ সেই কথা মনে হওয়াতে শশী, বাড়ীতে বসিয়া সরযূর অপ্রসন্নতা বৃদ্ধি করা অপেক্ষা নীরদবরণের বাগানে গিয়া তাহাকে সুখী করা, সময় কাটাইবার উৎকৃষ্টতর উপায় বলিয়া স্থির করিল।

নীরদবরণের বাটীতে যাইতে শশীকে পাইয়া নীরদবরণ যথার্থই আনন্দিত হইল। তাড়াতাড়ি আহার করিয়া সে শশীকে তাহাদের বাগানে লইয়া যাইল। পথে উভয়েরই বাল্যবন্ধু সুধাংশুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে নীরদবরণ তাহাকেও সঙ্গে লইল। শশীই

সেই বাগানের পুষ্করিণীর সানবাধান ঘাটের উপর চাঁপাগাছের ছায়ায় বসিয়া হুইল-বাঁধা ছিপ হস্তে মাছ ধরিতে লাগিল এবং অদূরেই একটী ঘন-পত্রসমাচ্ছন্ন আমগাছের তলায় একখানি ঢালাই লোহার বেঞ্চে বসিয়া নীরদবরণ ও সুধাংশু গল্প করিতে লাগিল। নীরদবরণের মুক্ত-হৃদয়ের রহস্যালাপের বিমলানন্দে শশীর অপ্রফুল্ল বদনেও কল-হাস্যের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। মৃদুমন্দ বায়ুস্পর্শে চাঁপাগাছের পুষ্পিত শাখা সমূহ হইতে মধ্যে মধ্যে বৃন্তচ্যুত ফুলের পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়িয়া চম্পকের উগ্র-মধুর গন্ধ ছড়াইতেছিল, এবং নিকটস্থ ঝাউ বৃক্ষ শ্রেণী হইতে বায়ুর শোঁ শোঁ শব্দ এবং ঘুঘুর করুণ কূজন কি যেন এক অব্যক্তভাষায় বন্ধুত্রয়ের মনে বাল্যকালের কত বিস্মৃত মধ্যাহ্নের সুখস্মৃতি জাগরিত করিতেছিল। অতীত কাহিনীর আদান প্রদানে তাহারা অনুভব করিতে পারিল না কখন মধ্যাহ্নের আতপতাপ অপরাহ্নের নাতিশীতল ছায়ায় মিলাইয়া গিয়াছে।

শশী ইতিমধ্যে কয়েকটী মৎস্য গাঁথিয়াছিল—সেগুলি ক্ষুদ্র—ওজনে একসের দুইসেরের অধিক হইবে না বলিয়া শশী সেগুলি পুনরায় পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিয়াছিল; শেষে অপরাহ্নকালে একটী বৃহৎ মৎস্য টোপ খাইল। প্রায় আধঘণ্টা জলে খেলাইয়া বহু ক্লেশে ক্লান্ত করিয়া শশী তাহাকে তীরের কাছে অগভীর জলে আনিল, এবং বাগানের একজন মালীকে ডাকিয়া আনিয়া নীরদবরণ মৎস্যটীকে ডাঙ্গায় উঠাইল—মৎস্যটী সুবৃহৎ রোহিত জাতীয়, ওজনে ত্রিশ সের হইবে। শশী বলিল, —"এই ঢের হয়েছে,

আর কেন ?”—এই কথা বলিয়া শশী ছিপটী নীরদবরণের মালীর হস্তে দিল। নদীরদবরণের বাটী হইতে সেই সময়ে জলখাবার আসিল। নীরদবরণ জলযোগের পর্য্যাপ্ত আয়োজন করিয়া দিয়া আসিয়াছিল। তিনজনে এক পাত্রে সেই জলখাবারের সদ্ব্যবহার করিল। জলযোগান্তে শশী বাড়ী যাইতে উদ্যত হইলে নীরদবরণ বলিল,—“সেটী হচ্ছে না ভায়া, যখন পথ ভুলে গরিবের আস্তানায় এসে পড়েছ, তখন সন্ধ্যে না হ’লে ছাড়ছি না। চল বাগানটা দেখাইগে—অনেক দিন আস নি।”

অগত্যা শশী, নীরদবরণ ও সুধাংশুর সহিত, সেই উদ্যান পর্য্যটনে বহির্গত হইল। নীরদবরণের পিতা সেই উদ্যানটীর নূতন সংস্কার করাইয়া ছিলেন। শশী ৪।৫ বৎসর সেই উদ্যানে পদক্ষেপ করে নাই। উদ্যানের উন্নতি দেখিয়া শশী তাহার হৃদয়ের অকপট হর্ষ প্রকাশ করিল। সে, যে সকল আম, জাম, লিচু প্রভৃতির কলমের গাছগুলি চারা দেখিয়াছিল, সেগুলি ফলবান হইয়াছে। কত বেলা, যূথী, গোলাপের কুঞ্জ রচিত হইয়াছে, চম্পক, করবীর, কামিনী, গন্ধরাজ প্রভৃতি দেশীয়, এবং ম্যাগ্‌নোলিয়া, ইউবেরিয়া, ফ্রান্‌সিসিয়া, ব্রাউনিয়া প্রভৃতি কত নব নব বিদেশীয় পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। স্থলে সেই সকল বৃক্ষের কোনও কোনওটী কুসুমিত হইয়া সুরভি বিস্তার করিতেছে এবং ঝিলের জলে রক্তপদ্ম ও শালুক বিকসিত হইয়া সেই রমণীয় উদ্যানের শোভা-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই বৃহৎ উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার তরু-

বাজির তলায় তলায় ঘনাইয়া আসিল। শশী বলিল,—"এইবার যাই ভাই।" এই কথা বলিয়া শশীকে বাটী ফিরিতে উদ্যত দেখিয়া নীরদ সবিস্ময়ে বলিল,—"দাড়াও, মাছটা নিয়ে যাও?"

শশী কহিল,—"অত বড় মাছ নিয়েগিয়ে আমি কি কর্‌ব ভাই? ধরে দিয়েছি—এই আমোদ।"

নীরদ কহিল,—"ওসব চালাকী শুন্‌ছি না—ওই মাছ নিয়ে গিয়ে আজ বৌকে দিয়ে রাঁধিয়ে আমাদের খাওয়াবে—তবে ছাড়বো। খালি ফাঁকি দিলে ছাড়ছিনা—কি বল হে সুধাংশু?"

সুধাংশু কহিল,—"সে কথা আর বল্‌তে। আর, আমরা দুজন বৈ ত নয়, তবে ভয় পাচ্ছ কেন? তার ওপর আবার এই ত পেট ঠেসে জলযোগ করা গেল।"

শশী অপ্রতিভ ভাবে কহিল,—"না না, সেজন্যে নয়; তোমরা খাবে সে ত আহ্লাদের কথা—তবু অত বড় মাছটা—খানিকটা কেটে রাখ্‌লে হ'ত না নীরদ?"

নীরদ কহিল—"না রে ভাই না, আমরা ত রোজই খাচ্ছি। ওটা তুমিই নিয়ে যাও। তা হলে ঘণ্টা খানেক বাদেই আমরা গিয়ে হাজির হচ্ছি। তারক দা' অনেকদিন গান শুনতে চেয়ে ছিলেন। আজ তোমাদের ওখানে গিয়ে একটু গাওনা বাজনাও করা যাবে; তাহলে তারকদাকে গান শোনানটাও আজ এই সুযোগে হয়ে যাবে অখন। এখন চট্‌করে গিয়ে মাছটা কুটিয়ে, গিন্নীকে দিয়ে রাঁধিয়ে ফেলগে দিকি? মাছের সঙ্গে চারটী ভাত হো'ক, আর দুচারখানা লুচি হো'ক, যা দেবে তাই

খেয়ে আস্‌ব। যা রে লক্ষ্মণ যা,—বাবুর বাড়ীতে মাছটা পৌঁছে দিয়ে আয়।” শশী আর কোনও ওজর আপত্তি করিতে পারিল না—বাটী ফিরিল। নীরদবরণের মালী মাছ লইয়া শশীর অনুগমন করিল।

পথে যাইতে যাইতে শশীর সেই ইলিস মাছের কথা মনে পড়িয়া গেল। আজ আবার এই সন্ধ্যার সময় এক বৃহৎ মৎস্য লইয়া সে বাটী চলিয়াছে! রাঁধিবে কে? শশী ভাবিল, না হয় তাহার বৌদিদি রাঁধিয়া দিবেন,—বন্ধুদের কাছে সে কথা প্রকাশ না করিলেই হইবে। কিন্তু বাটীতে গিয়া শশীর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সে দেখিল, সবিতার কম্পদিয়া জ্বর আসিয়াছে—সে লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে! মালী মাছ লইয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই, তারকচন্দ্রের পুত্র-কন্যাগণ “কাকা মাছ এনেছে! কত বড় মাছ গো!” বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া, মৎস্য-রাজের আগমন-বার্ত্তা, বাটীর যে যেখানে ছিল সকলের কাছেই, নিমেষে ঘোষণা করিয়া দিল। শশী সবিতার অবস্থা দেখিয়া তাহার কাছে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সবিতা জ্বরের যাতনা সাধ্যমত উপেক্ষা করিয়া কহিল—“ঠাকুর পো—মাছ এনেছ?”

শশী হতাশ ভাবে কহিল,—“আর গেরোর কথা বল কেন বৌদি? আজ আবার নীরদ আর সুধাংশু আমোদ করে এখানে খেতে আস্‌বে বলেছে—খানিক বাদে তারা এসে পড়বে; এখন করি কি?”

সবিতা কহিল,—“তাই ত ভাই! এতদিন থেকে থেকে পোড়া জ্বর কিনা দিন বুঝে ক্ষণ পেলে—আজই এসে আমার ঘাড়ে চাপ্‌লে? মাথা তুলতে পারছি না যে, নইলে একটা মাছের তরকারী কোন রকমে করে দিতে পারতুম। তা ছোট বৌ-ই করে দেবে অখন। একটু কষ্ট হবে তা আর কি হবে, ভাল মানুষের ছেলেরা আহ্লাদ করে খেতে চেয়েছে। ছোট বৌকেই খান কতক লুচী আর একটা তরকারী করে দিতে বলগে।”

শশী কহিল,—“সে আমি পারব না বৌদি’—তুমি বলে দেখ। কি মুস্কিলেই পড়্‌লুম!”

সবিতা কন্যাকে দিয়া সরযূকে ডাকাইয়া পাঠাইল এবং শশী অন্তরালে যাইলে, সরযূকে কহিল,—“ছোট বৌ আজ তোর কষ্ট হবে—কি করবো বোন, দেখতে পাচ্ছিস্ ত?—উঠতে পারছি না। ঠাকুরপোর কাছে ওপাড়ার নীরদ আর শুধাংশু আজ এখানে খেতে চেয়েছে। খানকতক লুচী আর মাছ ভেজে, আর একটা মাছের তরকারী করে দিগে যা ভাই—কি করবি বল? ভাল মানুষের ছেলেরা বড় মুখ করে ধরেছে ঠাকুরপো বেচারীরও দোষ নেই—আমার জ্বর হয়েছে তা ত জানত না?”

সরযূ কহিল,—“এর জন্যে আবার সই সুপারিস্ কেন? আমাকে নিজে বল্লে কি জাত যেত, না মাথা কাটা যেত? আমি কি কাজ কর্ম্ম কিছু করিনা নাকি? আমাকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে—না?”

সবিতা কহিল,—"তা কি কেউ বলেছে? শুধু শুধু রাগ করিস্ কেন বোন? কি কর্‌বি বল্? যা—ক্ষেন্তকে মাছটা শীগ্‌গির কুটে দিতে বলগে যা?"

সরযূ আর বাক্যব্যয় না করিয়া চঞ্চলচরণে গিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহার কন্যা মেনু অন্ধকারে তাহার গমন পথে আসিয়া পড়ায়, সরযূ তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত করিল। মেনুর রোদন-ধ্বনি শুনিয়া শশী আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বাহিরে লইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই শশী ক্ষেন্তকে মাছ কুটিতে নিযুক্ত করিয়াছিল—সে নিজেই সেই কার্য্যে সহায়তা করিয়া মৎস্যটীর মস্তক ছেদন করিয়া দিয়া আসিয়াছিল।

তারকচন্দ্র তৎকালে বাটীতে ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তারক বাটীতে আসিয়া যখন শুনিল যে নীরদ ও সুধাংশু আমোদ করিয়া খাইতে আসিবে এবং তাহাকে গান শুনাইয়া যাইবে, তখন সে প্রকৃতই আনন্দিত হইল। কিন্তু সবিতার জ্বর হওয়াতে, এবং সরযূকে একাই রন্ধনাদি করিতে হইতেছে শুনিয়া, তারক কিছু দুঃখিত ও সঙ্কুচিত হইল। তারকচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দোকান হইতে মিষ্টান্ন, দধি ইত্যাদি আনাইয়া রাখিল।

রাত্রি ৮টার পর নীরদবরণ একখানি গাড়িতে হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা লইয়া সুধাংশুর সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারকচন্দ্র তাহাদের সস্নেহ আদর অভ্যর্থনা করিল এবং নীরদ যে তাহার সেই গান শুনাইবার অনুরোধটা স্মরণ করিয়া

রাখিয়াছে তাহার জন্য আন্তরিক প্রীতি প্রকাশ করিল। নীরদ ওস্তাদ রাখিয়া ধ্রুপদ খেয়াল শিখিয়াছিল। সে সুরবাহারে ও সেতারেও রাগ রাগিণী আলাপ করিতে পারে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সমজ্‌দার্‌ অভাবে বন্ধু-বান্ধবদিগের প্রীতির জন্য মজ্‌লিসে বসিয়া টপ্পা ও বাঙ্গালা গান গায়িতেও নীরদ নারাজ নহে। নীরদের ওস্তাদী গোঁড়ামী নাই। তবলার সুর বাঁধিয়া দিয়া নীরদ ইমনের আলাপ করিয়া বিলম্বিত আড়াঠেকায় গান ধরিল। সুধাংশু বায়া-তবলায় সিদ্ধহস্ত নহে—সে কোনওরূপে ঠেকা দিতে লাগিল। শশী একসময়ে হারমোনিয়ম্‌ বাজাইতে পারিত, কিন্তু সে দিন সে সুর দিতে রাজি হইল না—অনভ্যাসের ওজর করিল; অগত্যা নীরদ নিজেই সুর দিয়া গায়িতে লাগিল। সবিতার জ্বর হইয়াছে শুনিলে, নীরদের আনন্দের ব্যাঘাত হইবে—তাহার মনে কষ্ট হইবে—ভাবিয়া, তারক বা শশী সে কথা প্রকাশ করিল না। নীরদ প্রথমেই তারকচন্দ্রকে বলিয়াছিল,—"দাদা—শুধু তোমাকে নয়। বৌদি'কেও গান শোনাতে এসেছি—তাই তানপুরা আনিনি—বাঙ্গ্‌লাই গাইব।"

নীরদবরণের গানের শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশী অনেকে আসিয়া জুটিল। নীরদের শিক্ষাও যেমন উচ্চদরের, তাহার কণ্ঠস্বরও তেমনি মধুর। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের অনুরোধের পর অনুরোধে, শ্যামা বিষয়ক ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অনেকগুলি গীত গায়িলে পর, নীরদবরণ যখন বেহাগের মধুরতম সুরে স্তব্ধরজনীর তন্দ্রাতুর নয়নে আবেশ ঢালিয়া গায়িতে ছিল—

"(আমায়) চিনিতে কি পার না হে শ্যাম ?
(আমার) বৃন্দে আহিরিণী নাম"—

তখন হঠাৎ দেওয়াল-গাত্রে ঘড়ীর দিকে নীরদবরণের দৃষ্টি পতিত হওয়াতে সে চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"একি ! এগারটা বেজে গেছে যে ?"

তারকচন্দ্র কহিল,—"সবাই মোহিত হয়ে তোমার গান শুন্‌ছে—তাই আর তাড়া দিইনি। এস ভাই, এইবার খা'বে এস।"

ওদিকে যতই রাত্রি বাড়িতেছিল, সরযূ ততই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে মৎস্যের কালিয়া, ভাজা ও 'ডাল' এবং চাট্‌নি রাঁধিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়াছিল—মনে করিয়াছিল খাইতে আসিলেই গরম গরম লুচী ভাজিয়া দিবে। কিন্তু বিলম্বে অধীর হইয়া সে, ক্রমে লুচী ভাজাও শেষ করিয়া থালায় সাজাইয়া, বসিয়াছিল। গীতের মধুর স্বর-লহরী তাহার কর্ণে আসিয়া পঁহুছিতেছিল,—নিবারণ করিবার উপায় ছিল না, কাজেই সে শুনিতেছিল ; নতুবা তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে সে বসনাঞ্চল দিয়া কর্ণের রন্ধ্র বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। সরযূ যে গীত ভালবাসেনা তাহা নহে। কিন্তু যাহাতে তাহার মনে কোনওরূপ সুখের ছায়া মাত্র স্পর্শকরে এরূপ কোনও বিষয়কে প্রশ্রয় দেওয়া, সরযূ সে সময়ে নিতান্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ করিত। সে ভাবিত দীন দুঃখীর ঘরে আবার সুখের সখ

কেন? এইরূপ ভাবিয়া সে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদাই ভক্তি করিয়া রাখিত।

নীরদবরণ ও সুধাংশু রন্ধনের বিশেষ প্রশংসা করিল,—তাহারা মনে করিয়াছিল সরযূ ও সবিতা দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছে। কিন্তু সরযূ তখন রন্ধন-শালায় বসিয়া আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে এবং সবিতা জ্বরের প্রকোপে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া শয্যায় পড়িয়া আছে!

সে রাত্রে সরযূ নিজে আহার করিল না—বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই। শয্যায় সে নীরবে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। প্রভাতে উঠিয়া গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময় সে শয্যায় শায়িত শশীকে তীব্রস্বরে বলিল,—কাল যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, আর আমাকে দিয়ে ওসব কাজ হবে না তা বলে দিচ্ছি। সখ হয়ে থাকে, বাইরে গিয়ে গান-বাজনা নাচ-তামাসা করগে; বাড়ীর বাঁদীকে দিয়ে যে রাত দুপুর অবধি খাটিয়ে নেবে—তা আর হচ্ছেনা। আমি রোগে পড়লে ত আমার সাড়ে সাত জন দেখবার লোক আছে—এই যে আমার শরীর খারাপ হয়েছে; অন্য লোক হলে নড়ে বস্‌ত না—তোমাদের কি বল না খাটিয়ে নিতে পারলেই হ'ল!"

শশী চকিতস্বরে কহিল—"সে কি! তোমার কি কিছু অসুখ বিসুখ হয়েছে না কি? তা বল নাই বা কেন? দাদা ওষুধ টোষুধ দিতেন।"

সরযূ কহিল—"আর ওষুধে কাজ নেই—যা দিচ্ছ তাই

ভাল! দুবেলা দুমুঠো খেতে দিচ্ছ, সেই আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি! সে যা হোক্ গে—আমি দিন কতক বাপের বাড়ী যাব—বলে রাখ্ছি। আমার এসব দুঃখু ঝঞ্ঝাট দিন রাত্তির আর সইছে না।”

সরযূর মুখ মলিন এবং দেহলতা কিছু ক্ষীণ হইয়াছিল—শশী ভাবিল, সত্যই বুঝি সরযূর শরীর অসুস্থ হইয়াছে। সে উদ্বিগ্নভাবে কহিল—“তা দিন কতক না হয় সেখানে গিয়ে থেকেই এস না? বৌদি’র জ্বরটা সেরে গেলেই যেও। আমি বৌদি’কে বলে যাব অখন।”

শয্যাত্যাগ করিয়া শশী সবিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল সবিতার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে—সবিতা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর সবিতার এরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে; এরূপ জ্বরে সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। শশীকে দেখিয়া সবিতা কহিল,—“আজ ভাল আছি। কাল কি ভাবনাই হয়ে ছিল? যা হোক ছোট-বৌ রান্না বান্না বেশ করে ছিল; জানে সব, তবে ছেলে মানুষ—পেরে ওঠে না।”

শশী কহিল—“বৌদি—ওদের দিন কতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিও, বল্ছে—শরীরটা খারাপ হয়েছে।”

সবিতা কহিল—“তা বেশ্ত; এক জায়গায় পড়ে থেকে শরীর মন দুই—ই খারাপ হবার কথা। এই আমাদেরই একএক সময় মনে হয় দিন কত গিয়ে কোথাও থেকে আসি,—

তা কি করব, গেলে আবার সংসার চলেনা, কাজেই যেতে পারি না।"

শশী জানিত সবিতাকে তাহার পিত্রালয় হইতে প্রায়ই লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ আসে, কিন্তু পাছে স্বামীর কষ্ট হয় এবং সরযূকে সংসারের ঝঞ্ঝাট একাকী ভোগ করিতে হয়, সেই জন্য সবিতা পিত্রালয়ে যায় না---যাইলেও দুই একদিনের অধিক সেখানে থাকেনা। সরযূকে তাহার পিত্রালয় হইতে ক্রিয়া-কর্ম্মে ভিন্ন কথনই লইয়া যাইবার অনুরোধ আসে না ; সেই হেতু ইচ্ছা হইলেও তারকচন্দ্র উপযাচক হইয়া সরযূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে পারে নাই। এক্ষণে সরযূ নিজেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সেখানে যাইতে চাহিতেছে শুনিয়া সবিতা সন্তুষ্ট হইল।

শশী কহিল—"তা হলে দাদাকে বলে একটা ভালদিন দেখিয়ে পাঠিয়ে দিও—কিছুদিন থাকবে কি না।"

সবিতা কহিল,--"আচ্ছা, তা হবে এখন। বেশী দিন থাকলে কি চলে ভাই ? তবে বুড়ো মা—মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতে হয় বইকি। আর, দিন কতক ঠাঁই নাড়া হয়ে এলে ওর মনটাও ভাল থাকবে।"

শশী কলিকাতায় থাকিতে সেই সপ্তাহেই তারকচন্দ্রের নিকট হইতে পত্র পাইল—"বউমাকে বুধবার দিন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সরযূ যে শারীরিক কোনও অসুস্থতার জন্য মাতার কাছে যাইতে চাহিয়াছিল তাহা নহে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—শশী অবগত হউক যে তাহার সংসারে দৈন্যবৃত্তি করিয়া সরযূর শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহার শরীরে কোনও অসুখই ছিল না—তাহার মনই দিন দিন তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। পিত্রালয়ে থাকিয়া সরযূ আদর অনাদর বিশেষ কিছু জানিতে পারিল না। তাহার দুই ভ্রাতা বিষয়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছে—পৃথগন্ন হইয়াছে। মাতাকে বিভাগ করিবার উপায়ও নাই এবং তাহাতে লাভও নাই, সুতরাং মাতা এখনও নামে একান্নবর্ত্তী ভাবেই আছেন,—অর্থাৎ উভয় ভ্রাতাই তাঁহার ভরণ-পোষণের খরচ সরবরাহ করিবার ভার লইয়াছে। কিন্তু কার্য্যকালে জ্যেষ্ঠ সে দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। সে কনিষ্ঠের সহিত মকর্দ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে,—কাজেই সে খরচও দিতে পারেনা এবং তাহাদের বৃহৎ ভদ্রাসন বাটীর যে অংশে মাতা বসবাস করিবার অধিকার পাইয়াছেন, সে অংশে পদক্ষেপও করে না। কনিষ্ঠই মাতার ভরণ পোষণের ব্যয়ভার বহণ করে।

সরযূ আসিয়া মাতার গৃহেই উঠিয়াছিল—সেইখানে আহারাদি করিত। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে, বার্দ্ধক্য হেতু তরল-বুদ্ধি মাতার কাছে নিয়ত বসিয়া থাকা ক্রমে সরযূর কষ্টকর বোধ হওয়ায়, সে তাহার ছোট বৌদিদি অমিয়াবালার কাছে আসিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। সরযূর ছোটদাদা বিনোদবাবু উকীল,—পসার আছে, কাছারীতে অথবা মক্কেলদের কাছেই তাহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। অমিয়া সে সময়ে একাই থাকিত, সুতরাং সরযূকে তাহার অবসরকালের সঙ্গিনী পাইয়া অমিয়াও সুখী হইয়াছিল। অমিয়ার পিত্রালয় কলিকাতায়। তাহার পিতা ধনবান এবং ভ্রাতারা সুসভ্য,—বিলাতে না গিয়াও তাহাদের একটু সাহেবীয়ানা চালচলন। অমিয়া হার্ম্মোনিয়ম্ বাজাইয়া গান গায়িতে পারে, কবিতা লেখে, ব্রাহ্মিকা ফ্যাসনে কাপড় পরে, বেশ সভ্যভব্য পরিষ্কার পরিপাটী—ফিট্‌ফাট্, তাহার কথা বার্ত্তাও মার্জ্জিত ও মধুর; ভিতরে যাহা হউক বাহিরে অমিয়া বেশ 'মিশুনে ও আমুদে'।

পিতৃ-গৃহের সুখ্যাতি করিতে বসিলে অমিয়ার মুখে খই ফুটিতে থাকিত। তাহার পিতা ডাক্তার, বড় ভাই উকীল, ছোট ভাই এটর্ণি; যে কয়দিন সে কলিকাতায় তাহার পিতৃ-গৃহে থাকে, সে সময়টা যে অমিয়ার কি আমোদে কাটিয়া যায় তাহা সে এক মুখে বলিয়া উঠিতে পারে না। আজ থিয়েটার দেখা, কাল বোটানিকেল গার্ডেনে বন-ভোজন, পরশু মিষ্টার 'গুপ্তা'দের বাড়ীতে গান শুনিতে যাওয়া! মিসেস্ গুপ্তা পিয়ানো বাজাইতে,

গায়িতে, নাচিতে চৌকোস্—ছোটদাদার সঙ্গে গুপ্তা দম্পতীর গলায় গলায় ভাব ;—মিসেস্ গুপ্তার কাছেই অমিয়া গায়িতে বাজাইতে শিখিয়াছে। টেনিস্ খেলা, গড়ের মাঠে সকলে মিলিয়া এক গাড়িতে সন্ধ্যার পর হাওয়া খাইতে যাওয়া, প্রভৃতি, কত কথাই অমিয়া নিত্য নবোৎসাহে বলিয়া যাইত। সরযূ অবাক হইয়া সেই সকল অননুভূত আনন্দের কাহিনী শুনিত এবং মাতার গৃহে আসিয়া একান্তে বসিয়া ভাবিত—তাহার অদৃষ্ট। কোনও কোনও দিন অমিয়া তাহার পোষাকের আলমারী খুলিয়া তাহার হালফ্যাসনের পরিচ্ছদ সরযূকে দেখাইত ; সেই সকল শাটী, জ্যাকেট্, ব্লাউজ্, সেমিজ, পেটিকোটের বাহারই বা কত! এক একটার লেসের দাম শুনিলেই চক্ষু স্থির! সরযূ মুগ্ধ-নয়নে সেগুলির শোভা দেখিত এবং একাকী থাকিলে বিষণ্ণ বদনে সে কথা ভাবিত।

একদিন অমিয়া হার্ম্মোনিয়ম্ বাজাইয়া গান গায়িতে গায়িতে এমন একটী থিয়েটারী গীত গায়িল যে সে গানের ভাষা ও ভাবভঙ্গী শুনিয়া স্বতঃই সরযূর নারীত্ব অন্তর হইতে লজ্জা পাইয়া উঠিল ; সে আত্মদমনে অপারগ হইয়া কহিল,—"হ্যাঁ ভাই, থিয়েটারে গিয়ে এই সব গান শিখে এস, তোমার দাদারা কিছু বলেন না ?"

অমিয়া কহিল,—"তা আবার বলবেন কি ? মিসেস্ গুপ্তা কত বড়দরের লোকের সঙ্গে মেশেন,—তিনিই এ গান গেয়ে বেড়ান্ আর সবাই তারিফ্ করে শোনে। ছোড়্দা' ত

মিসেস্ গুপ্তাকে কতদিন সেধে সেধে এ গান শুনেছেন। তিনি আবার মুখ চোখ ঘুরিয়ে হাত পা নেড়ে হুবহু নকল করে গান কি না ?”

সরযূ সে কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে বসিয়া রহিল। অমিয়ার ছোড়দা'র কলানুরাগের সেই উদারতা সরযূ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

উক্ত কথোপকথনের পরবর্ত্তী শনিবার অপরাহ্নকালে অমিয়া পালঙ্কে শুইয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর “কাহাকে” পড়িতেছে এবং সরযূ নিকটেই গৃহতলে বসিয়া তন্ময় হইয়া নব্য ইঙ্গবঙ্গ সমাজের (তখনও সে সমাজে স্বদেশী ভাব জাগে নাই সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতেছে, এমন সময়ে সহসা একজন “বাঁকা সীঁথে ছড়ি হাতে” ফিট্‌বাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কহিল,—“কি রে অমি !—কি পড়ছিস্ ?”

অমিয়া মুখের নিকট হইতে পুস্তকখানি সরাইয়া আগন্তুককে দেখিয়া কহিল,—“ছোড়দা' যে ? এস এস—এই “কাহাকে” পড়ছি।”

আগন্তুক অমিয়ার অগ্রজ—এটর্ণি হরমোহন। সে কহিল “কাহাকে ?—বেশ্ বেশ্” এই কথা বলিয়াই বেসুরা গলায় সে গুণ গুণ স্বরে গায়িয়া উঠিল—

“হায়, মিলন হলো !
যখন নিবিল চাঁদ, আকাশে আলো।”

এবং এক নিশ্বাসেই কহিল “মিসেস্ গুপ্তা কিরকম প্রাণ ঢেলে

গানটা গায় শুনেছিস্ ত ?—চমৎকার।" এই কথা কহিয়াই পুনরায় বেসুরা গাহিতে লাগিল—

"হাতে করে মালা গাঁথি
সারা নিশা বসে আছি"—ইত্যাদি।

এদিকে হরমোহনকে দেখিয়াই এবং তাহার গানের ভঙ্গী শুনিয়া সরযূ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ার মত হইয়া গিয়াছিল। আগন্তুকের সাটিন চামড়ার সূক্ষ্মতলা-যুক্ত লপেটার কিছু মাত্র শব্দ না হওয়াতে সরযূর মনে হইয়াছিল, লোকটা বুঝি আকাশ হইতে পড়িল! চকিতের মধ্যে সরযূ আত্মস্থা হইয়া তাহার গাত্রের বসন সংযত করিয়া, সেই গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আগন্তুক সেই কক্ষের বহির্গমনের দ্বারটী অধিকার করিয়া দাড়াইয়াছিল বলিয়া সরযূ বাহিরে যাইতে পারিল না। এমন সময়ে আগন্তুকের গীতের রসভঙ্গ করিয়া সরযূর মাতার একজন পরিচারিকা—থাকমণি বাহির হইতে সরযূকে ডাকিল—"ওগো ছোড়্ দিদিমণি? তোমাকে মা ডাকছেন—এস গো।"—সেই শব্দে হরমোহনের দৃষ্টি সরযূর উপর পতিত হইল। সে তীব্র-দৃষ্টিতে সরযূর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অমিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"তোকে নিয়ে যেতে এসেছি—কাল যে খুকীর ভাত—বিনোদকে ত চিঠি দিয়েছি—পাস্‌নি বুঝি?" অমিয়া সরযূকে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল,—"ছোড়দা' দরজা থেকে একটু সরে এস ত—ঠাকুরঝি যাবে।"

হরমোহন দ্বারপথ হইতে সরিয়া আসিল, কিন্তু সরযূর উপর হইতে তাহার তীব্রদৃষ্টি অপসৃত করিল না। সেই দৃষ্টিতে অধিকতর কুণ্ঠিতা হইয়া সরযূ স্খলিত-চরণে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাচিল।

সরযূ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেই হরমোহন, অমিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ তোর কোন ননদ রে—ছোট ?"

অমিয়া উত্তর দিল,—"হ্যাঁ।"

হরমোহন কহিল,—"চমৎকার দেখ্‌তে ত !"

অমিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, ওকে দেখ্‌তে আরো ভাল ছিল, দুঃখু কষ্টের সংসারে থেকে—"

হরমোহন বাধা দিয়ে কহিল,—"আরে হোক্‌গে দুঃখুর সংসার! মিসেস্ গুপ্তা টুপ্তারা সব সাড়ী, জামা এঁটে চটক্ বের করে—এযে একেবারে বিধিদত্ত গ্রীক্ ষ্টাচুর মডেল্ রে! একে ত আর কখন দেখিনি ?"

ভ্রাতার ভাবগতিক ভাল বুঝিতে না পারিয়া অমিয়া কহিল,—"বিয়ের সময় ওর শ্বশুরদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছিল—তাই এখানে বড় আসা যাওয়া ত ছিল না—তা তুমি দেখবে কি করে ?"

হরমোহন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এখন এখানে থাক্‌বে নাকি ?"

অমিয়া উত্তর দিল,—"হ্যাঁ মাসখানেক ত আছে—আরো কিছু দিন থাকবে বোধ হয়। ওর শ্বশুর মারা গিয়ে অবধি ওদের

অবস্থা তেমন ভাল নয় কিনা? ওর বর সামান্য কেরানীগিরি করে—দেনা পত্তরে বিব্রত হয়ে পড়েছে—তাই এখানে দিন-কতক থাক্‌তে এসেছে।”

হরমোহন কহিল,—“তোর শ্বশুরের যেমন কীর্ত্তি! অমন মেয়েকে কিনা একটা পাড়াগেঁয়ে জঙ্গ্‌লীর হাতে দিয়ে গেছে!” পড়্‌ত সহরে আমাদের মত ঘরে! তা’ হলে দেখতিস্ ওরকম চিজের কত কদর্ হত—কলকাতার কত বাছাধনের মাথা ঘুরিয়ে দিত!”

অমিয়া সন্দিগ্ধভাবে কহিল,—“না ছোড়দা’ তুমি যে রকম ভাবছো ও সে রকম ধরণের লোক নয়—এই যে তুমি ওর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলে, তাতেই হয় ত বেজার হয়ে থাক্‌বে।”

হরমোহন উচ্চহাস্য করিয়া কহিল,—“আরে তুইও খেপ্‌লি নাকি? আমি কি তোর ননদকে দেখ্‌ছিলুম—আমি লাবণ্য দেখ্‌ছিলুম! যা’ক—যদি কিছু বলে ত বলিস্, আমি ত আর পর নই?—তোর ভাই—ঘরের লোক!”

এদিকে সরযূ সেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিবার সময় দেখিল, থাকমণি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। থাকমণি সরযূর বিবাহের পর তাহাদের বাড়ীতে কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল। থাকমণি লক্ষ্মীর পেঁচা; যমুনা, ধনীর গৃহিনী বলিয়া, মাতার কাছে আসিলে, থাকমণি তাহার মন যোগাইয়া চলিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। কিন্তু সরযূকে সে প্রীতির চক্ষে দেখে না। এক্ষণে সরযূ আসিয়া তাহার মাতার কাছে থাকাতে থাকমণির

গৃহকর্ম্মের ফাঁকি দিবার এবং 'কর্ত্তামায়ের' নিকট হইতে এক জিনিসের জন্য দুই তিন বার মূল্য আদায় করিয়া লইবার অসুবিধা হওয়াতে, সে সরযূকে বিষনয়নে দেখিত। থাকমণি বয়স-কালে রূপের ব্যবসা' করিত, এক্ষণে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। নিজের রূপ-যৌবন হারাইয়া, রূপ-যৌবনের উপর থাকমণির একটা গভীর বিদ্বেষ আসিয়াছিল। সরযূর উপর বিরূপ হইবার তাহাও এক কারণ। অবশ্য, থাকমণি প্রকাশ্যে সরযূর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিতে সাহস পাইত না; কিন্তু সে জানিত সরযূ তাহার চালচলন পছন্দ করে না। এক্ষণে থাকমণির মুখে সেই কুটিল হাসি লক্ষ্য করিয়া সরযূ বুঝিতে পারিল, থাকমণি দ্বারে দাঁড়াইয়া 'মজা' দেখিতে ছিল। লজ্জায় সরযূর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল,—সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কন্যার অন্নপ্রাশনের পর হরমোহন নিজেই আসিয়া অমিয়াকে রাখিয়া গেল। তৎপরে প্রতি শনিবার কি রবিবার হরমোহন অমিয়াকে 'দেখিয়া যাইতে' আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে বৎসরান্তে দৈবাৎ কখনও হরমোহন অমিয়ার তত্ত্ব লইতে আসিত, এক্ষণে হরমোহনের ভগ্নীস্নেহের অকস্মাৎ প্রাবল্য দেখিয়া অমিয়া বিস্মিত হইল। হরমোহনের আসিবার সময় নির্দ্ধারিত ছিল না, যখন তখন, যে ট্রেণে হউক, আসিয়া পড়িত। সেইজন্য এক একদিন সরযূ তাহার নয়নপথে পড়িত। কিন্তু হরমোহন সময়ে অসময়ে নিঃশব্দে অমিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিত বলিয়া সরযূ শেষে সাবধান হইয়াছিল,—সে অধিকক্ষণ অমিয়ার গৃহে থাকা বন্ধ করিয়াছিল। ফলে, হরমোহন কয়েক বার বিভিন্ন সময়ে আসিয়া সরযূকে দেখিতে পাইল না। একদিন সরযূর কন্যা—মেনুকে অমিয়ার কক্ষে দেখিয়া হরমোহন জিজ্ঞাসা করিল,—"এ ফুটু ফুটে মেয়েটী কার রে?"

অমিয়া কহিল—"আমার ছোট ননদের মেয়ে—কেন?—একে কি দেখনি?"

হরমোহন বিস্ময়ের স্বরে কহিল,—"তার আবার মেয়ে হয়েছে না কি? সে রকম ত দেখায় না!" পরক্ষণেই হরমোহন মেনুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। হরমোহনের শিশুপ্রীতি অমিয়া পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করে নাই। সুতরাং হরমোহন মেনুকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতেছে দেখিয়া অমিয়া কিছু বিস্মিত হইল।

পরবর্ত্তী রবিবার দিন হরমোহন একটী কাগজের বাক্স হস্তে করিয়া আসিয়া অমিয়াকে কহিল,—"কই রে তোর ভাগ্নী কোথায় গেল? একবার নিয়ে আয়না?" অগত্যা অমিয়া মেনুকে ডাকিয়া আনাইল। মেনু আসিতেই সেই কাগজের বাক্স হইতে সাহেবের দোকান হইতে ক্রীত, একটী সাদা সিল্কের সুট—জুতা, মোজা ও টুপি সমেত—বাহির করিয়া অমিয়াকে কহিল,—"দে ত পোষাকটা মেয়েটীকে পরিয়ে? ফুট্‌ফুটে মেয়েদের সাজাতে আমার বড় ভাল লাগে।"

অমিয়া দ্বিধাহীনভাবে অগ্রজের আদেশ পালন করিতেই হরমোহন মেনুকে কহিল,—"যাও ত খুকী? মাকে দেখিয়ে এস।"

মেনু সেই পোষাক পরিয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে মাতার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সরযূ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কোথায় পেলি?"

মেনু কহিল—"ছোট মামীমার দাদা দিয়েছে।" অদূরে দাঁড়াইয়া থাকমণি সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে কহিল—"ত

দেবে বইকি!" এই কথা বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সরযূর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে মেনুর অঙ্গ হইতে ক্ষিপ্রহস্তে সেই সুদৃশ্য পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া, তাহার জননীর প্রাচীনা দাসী ক্ষেমঙ্করীকে ডাকিয়া আনিয়া কহিল,—"যা ত ক্ষমাদিদি, ছোট বৌদিকে একবার চট্ করে ছাতের দরজার কাছে ডেকে দেত?"

ক্ষেমঙ্করী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অমিয়াকে ডাকিয়া আনিতেই সরযূ রুক্ষস্বরে তাহাকে কহিল,—"এ সব কি ভাই! এ নিয়ে যাও।" এই কথা বলিয়া সেই পোষাক তাহার হস্তে দিতে যাইল।

অমিয়া সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভাবে কহিল,—"তা দিলেই বা—পর ত আর নন্? উনি ছেলে পুলেদের সাজাতে ভালবাসেন। মিসেস্ গুপ্তার ছেলে মেয়েদের যে উনি হরেক রকম পোষাক, খেলানা, কত কি কিনে দেন্—তাতে আর দোষ কি?"

সরযূ অপ্রসন্নভাবে উত্তর দিল,—"তা হোক্‌গে—ওসব তাঁকে ফিরিয়ে দাও গে।" এই কথা বলিয়া, অমিয়ার হস্তে সেগুলি গুঁজিয়া দিয়া, সরযূ অপর কোন কথা না বলিয়া মাতার কক্ষে ফিরিয়া গিয়া মেনুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। পোষাক খুলিয়া লওয়াতে মেনু ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল—মাতার তাড়নার ভয়ে চেঁচায় নাই।

এদিকে অমিয়া সেই প্রত্যাখ্যাত পোষাকটীকে লইয়া গিয়া তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করা উচিত বিবেচনা করিল না। তাহা হইলে হরমোহন মনে করিবেন কি? হয়ত রাগ করিয়া আর তাহাদের বাটীতে আসিবেন না। তিনি কোথায় আমোদ করিয়া পোষাকটী নিজে বহিয়া আনিলেন; সে জিনিস বিনা কারণে ফিরাইয়া দিলে তাঁহার মনে কষ্ট হইবে না? এইরূপ চিন্তা করিয়া অমিয়া সেই পোষাক লইয়া, হরমোহন যে কক্ষে বসিয়াছিল, সে কক্ষে প্রবেশ না করিয়া, অপর একটী ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া, হরমোহনের কাছে যাইল। অমিয়াকে দেখিয়া হরমোহন তাহার মনের উৎকণ্ঠা গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোর ননদ ডাকছিল বুঝি রে? কি বল্লে?"

অমিয়া অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"বল্লে সুট্‌টা বেশ ত!" এই কথা বলিয়া অমিয়া কার্য্যের ব্যপদেশে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল। হরমোহন ভাবিল, মাছ চারে আসিয়াছে।

তাহার পরদিন সরযূ অমিয়ার ঘরে যাইল না। অমিয়াও তাহার পূর্ব্বদিনের ব্যবহার দেখিয়া সেদিন তাহাকে ডাকিতে আসিতে ভরসা করিল না। তৎপরদিন অমিয়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়াতে, অমিয়া পূর্ব্ব কথা না তুলিয়া সহজভাবে তাহাকে শাশুড়ীর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং অন্যান্য বাক্যালাপের পর সরযূকে পরদিন তাহার ঘরে যাইতে বলিয়া গেল। সরযূ স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া ভাবিল, হয়ত সত্যসত্যই হরমোহন ছেলে মেয়ে ভালবাসেন এবং সরলভাবেই মেন্টুকে পোষাকটী আনিয়া

দিয়াছিলেন। সরযূর নিজের মন ভাল নয় বলিয়াই সে সেই সামান্য ব্যাপারকে কু-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। উঁহারা ধনী লোক, কত দিকে কত পয়সা খরচ করেন। শালার ভাগ্নীকে একটা পোষাক আনিয়া দেওয়া কি দোষের কথা? তবে সমান সমান ব্যক্তিকেই ওরূপ উপহার দেওয়া চলে, কিন্তু যাহার প্রত্যুপহার দিবার ক্ষমতা নাই তাহাকে উপহার দেওয়া যে লজ্জায় ফেলা— এ কথাটা হয়ত তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই,—হয়ত এসব বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা তেমন নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সে কথা ভালভাবে অমিয়াকে বুঝাইয়া দিলেই হইত— অমিয়ার মনে কষ্ট হইত না। বিষয়টাকে কু-ভাবে লইয়া, তিলকে তাল করিয়া তোলা ভাল হয় নাই। তবে, হরমোহনবাবুর চাহনীটা কেমন কেমন এবং তাঁহার ব্যবহারটাও সরযূর কেমন ভাল লাগে না—সেটা হয়ত সরযূর নিজের মনের দোষ। এইরূপ ভাবিয়া সরযূ পুনরায় পূর্ব্বের মত অমিয়ার ঘরে যাইতে আরম্ভ করিল।

সরযূ একদিন একাকী অমিয়ার ঘরে বসিয়া মেনুর একটা জামা সেলাই করিতেছে—অমিয়া কক্ষান্তরে গিয়াছে, মেনু মাতার নিকটে বসিয়া একটা মাটীর পুতুল লইয়া খেলা করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ হরমোহন অন্যান্য দিনের মত নিঃশব্দে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেদিন যে মুসলমানদের ইদের ছুটী, সরযূ তাহা জানিত না। হরমোহনকে দেখিয়াই সরযূ ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মস্তকে বসনাঞ্চল টানিয়া

দিয়া ত্বরিত-পদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তদ্দর্শনে হর-মোহন চকিতে দ্বারের কাছে আসিয়া, পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া, পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র ভেলভেটের বাক্স বাহির করিল এবং মিনতিপূর্ণ কটাক্ষে ইঙ্গিত করিয়া তাহা সরযূর হস্তে দিতে গেল। সরযূ নিমেষমাত্র সেখানে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পাশ কাটাইয়া ঝটিকাবেগে সেই গৃহ হইতে উন্মত্তার মত ছুটিয়া পলাইল। হরমোহন সরযূর সেরূপ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। সে ভাবিল সরযূ ভয়ে বা মৌখিক লজ্জায় উহা গ্রহণ করিল না। সুতরাং ভগ্নমনোরথ না হইয়া সে মেনুর হস্তে সেই ক্ষুদ্র বাক্সটী দিয়া তাহাকে বলিল,—"লক্ষীটী যাওত—তোমার মার হাতে এইটে চুপি চুপি দিয়ে এস ত? তোমাকে আবার একটা তার চেয়েও ভাল পোষাক এনে দেবো।" মেনুও তাহার মাতার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল; সে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ক্ষুদ্র বাক্সটী লইয়া দৌড়িয়া, তাহার মাতার অনুসন্ধানে, দিদিমার মহলে গিয়া উপস্থিত হইল।

সরযূ তাহার মাতার কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। এমন সময় মেনুও ছুটিয়া তাহার হস্তে হরমোহনের প্রদত্ত সেই মখমলে মণ্ডিত ক্ষুদ্র কৌটাটি দিয়া বলিল,—"ছোট মামীমার দাদা তোমাকে দিতে বল্লেন।" সরযূর কর্ণে সে কথা পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহার হস্ত হইতে কৌটাটি পড়িয়া যাইতেই স্প্রীং খুলিয়া গেল। মেনু সেই মুক্ত কৌটাটী

কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় মাতার হস্তে দিতে গেল। সরযূ তখনও শূন্য-দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া হাঁফাইতেছিল। মেনু পুনরায় কহিল,—"নাও না? এটা কি মা? সরযূ যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় মুক্ত কৌটাটীর দিকে চাহিয়া দেখে, কৌটাটীর মধ্যে একটী স্বুবর্ণের ব্রোচ্—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল হীরক ও মরকত খচিত অক্ষরে লেখা আছে—"তোমারি"। সরযূর হস্তে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করিয়াছে এইরূপ ভাবে হাত সরাইয়া লইয়া সে, সেইখানে বসিয়া পড়িল; তাহার প্রচণ্ডভাবে স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডের উচ্ছ্বসিত রক্ত, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুরূপে ঝরিতে লাগিল। তাহার জননী গৃহের মধ্য হইতে তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে রে সর—অমন কচ্ছিস্ কেন?" মাতার কণ্ঠস্বরে যেন সরযূর চমক ভাঙ্গিল। সে পলকের মধ্যে কন্যার হস্ত হইতে সেই কৌটা কাড়িয়া লইয়া স্খলিতপদে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, একেবারে অমিয়ার কক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল! হরমোহন তৎকালে অন্যমনস্কভাবে পালঙ্কের উপর বসিয়া অমিয়ার সহিত কথা কহিতেছিল। মনের উত্তেজনায় সরযূর মস্তকের বসন খসিয়া পড়িয়াছিল,—তাহার স্বাভাবিক লজ্জা-সঙ্কোচ যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। সে অগ্নিময়-দৃষ্টিতে হরমোহনের দিকে চাহিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে, কঠিনস্বরে, কহিল,—"আমি আপনার কি করেছি যে আমাকে এমন করে অপমান কর্‌লেন? বাবা বেঁচে থাক্‌লে, তাঁর বাড়ীতে বসে, আমাকে এমন করে অপমান করে যেতে পারতেন?" এই কথা বলিয়া সে সেই ব্রোচের

কৌটা গৃহের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—ব্রোচ্‌টী খাপ্‌ হইতে ঠিক্‌রাইয়া গিয়া অমিয়ার পদপ্রান্তে পড়িয়া দ্বিখণ্ড হইয়া গেল; সরযূ সেদিকে ভ্রুক্ষেপও না করিয়া সেস্থান হইতে বেগে মাতার কক্ষে আসিয়া গৃহতলে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল।

অমিয়া কিছুই জানিত না;—সে সরযূর ব্যবহার দেখিয়া প্রথমে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সরযূ চলিয়া যাইতেই অমিয়া ঘটনা কি হইয়াছিল তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিল এবং অনুযোগের স্বরে ভ্রাতাকে কহিল,—"ছি! ছোড়দা—আজ আবার কি করে বসেছ বল দেখি? সেদিন সেই পোষকটা দিয়ে এক কাণ্ড করে বসেছিলে—তখনি সেটা ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—আজ আবার এ কি! সে দিন তোমায় সাবধান করে দিলুম—ও সেরকম লোক নয়,—তোমাদের বিলাতী চালচলন বোঝে না—ওঁদের কাণে গেলে কি বলবেন্ বল দেখি?"

সরযূকে ঝড়ের মত আসিতে দেখিয়া হরমোহন অবাক হইয়া গিয়াছিল। সেরূপ ব্যবহার, সে প্রত্যাশাই করে নাই। সে বুঝিতে পারিল যে সরযূকে সে নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছিল; রমণীকুলের মনোবিজ্ঞানে সে একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত—এ ধারণা হরমোহনের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল; সেই ধারণাটা আজ একটা বিষম আঘাত খাইল; অতর্কিতভাবে সেই আঘাত খাইয়া হরমোহন ক্ষণেকের জন্য কিছু শঙ্কিত এবং ভগ্নীর কথায় কিছু লজ্জিতও হইয়াছিল। কিন্তু হরমোহনের ধাতুর লোক অপ্রতিভ থাকিতে জানে না; সে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব

দেখাইয়া কহিল,—"আরে ছি ছি! একটা সামান্য জিনিস নিয়ে এরকম করবে তা কে জান্ত? রস কস্ ছিটে ফোঁটা নেই—একেবারে উগ্রচণ্ডা—নৃমুণ্ডমালিনী!"

হরমোহন পরিহাস-রসিকতার আবরণে তাহার মনের কদর্য্য কালীমা চাপা দিবার বৃথা প্রয়াস পাইল। অমিয়া সে কথায় প্রশ্রয় দিলনা এবং হরমোহন নিজেও বুঝিতে পারিল, সেখানে কালবিলম্ব করা আর তাহার উচিত নহে। সে তাহার বক্ষের পকেটে দোদুল্যমান হীরকখচিত ফব চেনে আঁটা ক্ষুদ্র একটী লেডীজ্ ওয়াচ্ (তখনও রিষ্ট্ওয়াচের ফ্যাসন্ উঠে নাই) বাহির করিয়া কহিল—"ওঃ! বড় ভুল হয়ে গেছে ত? আজ মিসেস্ গুপ্তাদের ওখানে টি পার্টি আছে;—যাই এইবেলা গেলে ট্রেনটা পাওয়া যাবে।" এই কথা বলিয়া সে ত্বরিদপদে ভগ্নীপতির আবাস ত্যাগ করিল।

অমিয়ার ভয় হইয়াছিল, সরযূ সেই কথা লইয়া আরো কি কাণ্ড করিবে—হয়ত বিনোদের কর্ণে তুলিবে। কিন্তু সরযূ সে সব কিছুই করিল না! অমিয়ার গৃহ হইতে আসিয়া সে অনেকক্ষণ গৃহতলে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া নীরবে নয়নজল ফেলিল। তাহার জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছেরে সর?" সরযূ দুইতিন বারের পর সে প্রশ্নের উত্তর দিল,—"আমার মাথা ধরেছে—আমাকে বকিও না বাপু—একটু ঘুমুতে দাও।" জননী আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু সরযূ ঘুমাইল না। সে ভাবিতে ছিল তাহারই এরূপ শাস্তি আজ কেন হইল? হরমোহন

তাহাকে কেন এত হেয় জ্ঞান করিল? তাহার এ দুঃসাহস কেন হইল? ভাবিতে ভাবিতে সরযূ সে প্রশ্নের একটা উত্তর পাইল। সে স্থির করিল, দাদাদের বলিয়া কি হইবে? দোষত তাহারই নিজের। সে যদি এমনভাবে বাপের বাড়ীতে আসিয়া, পড়িয়া না থাকিত, তাহা হইলে, হরমোহনের সাধ্য কি যে তাহার প্রতি কলুষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে? তাহাকে স্বামি-সোহাগিনী জানিলে কি হরমোহনের তাহাকে এরূপভাবে অপমান করিতে স্পর্দ্ধা হইত? সে অসুখী—স্বামিগৃহে থাকিতে কষ্ট বোধ করে—এই সকল কথা জানিয়াছে বলিয়াই, হরমোহনের সাহস বাড়িয়াছিল; সুতরাং দোষ তাহার নিজের, আর দোষ তাহার অপদার্থ স্বামীর। সরযূ বাপের বাড়ী আসিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই কি তাহাকে আসিতে দিতে হয়?—না এতদিন ফেলিয়া রাখিতে হয়? তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার ভাসুর বারে বারে লোক পাঠাইয়াছেন, তাহার বড় যা তাহাকে চিঠি লিখিয়াছেন বটে; সে যায় নাই—কেন যাইবে? শশীর কি সে কথা একবার মুখেও আনিতে নাই—একখানা চিঠিও কি লিখিতে নাই? সে কি এতই অবহেলার বস্তু, যে শশী তাহাকে বাপের বাটী ফেলিয়া রাখিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে? শশী যদি জোর করিয়া এখান হইতে তাহাকে লইয়া যাইত, তাহা হইলে ত আজ তাহার এই অপমান হইত না। সুতরাং শশীই তাহার এই লাঞ্ছনার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী। এ বিষয় লইয়া সে শশীর সহিত একদিন বোঝাপড়া করিবে। কিন্তু এখানে

আর সে এক দিনও থাকিবে না। এইরূপ স্থির করিয়া সে পরদিন প্রত্যুষেই উঠিয়া তাহার মাতাকে জানাইল যে, সে প্রাতঃকালেই তাহার শ্বশুর বাটী যাইবে। তাহার মাতা, কন্যার সেই খামখেয়ালী ইচ্ছার জন্য, কিছু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিশক্তি হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কন্যার ইচ্ছার প্রতিবাদও করিলেন না।

সরযূ স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল।

এদিকে সরযূ পিত্রালয়ে যাইবার পর শশী কয়েক সপ্তাহ প্রতি শনিবারেই বাটী আসিয়াছিল; পাছে সবিতা মনে করে যে সরযূ বাটীতে নাই বলিয়া শশী বাটীতে আসে না, সেই ভয়েই শশী আসিত—সবিতার সেরূপ রহস্য-বিদ্রূপকে শশী ভয় করিত। এক শনিবার বাটী গিয়া শশী শুনিল যে সরযূকে আনিতে লোক গিয়াছিল, কিন্তু সরযূ বলিয়াছে—সে এখন আসিবে না। দুই সপ্তাহ পরে, আর এক শনিবারে গিয়া শশী দেখিল,ক্ষেন্ত ঝি সবে-মাত্র সরযূর পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তারকচন্দ্র ও সবিতার সহিত তাহাদের কথোপকথন হইতেছে। সবিতা বলিতেছেন—"হ্যাঁরে, কবে আস্‌বে তা কিছু বল্লে ?"

ক্ষেন্ত উত্তর দিল,—"বল্‌লে এখন সে কিছুদিন সেখানে থাকবে—কবে আস্‌বে তা কিছু বল্‌লে না ?"

তারকচন্দ্র কহিল—"শরীরটা খারাপ হয়েছে—থাকুন্ না দিন কতক, তোমরাই বা আন্‌বার জন্যে অত তাড়াতাড়ি করছ কেন ?"

ক্ষেন্ত কহিল,—"শরীর খারাপ টারাপ ত কিছু দেখলুম না—বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে। তাদের থাকী ঝি বল্লে তাদের ছোট বৌ এর ঘরে বসে বসে বই পড়ে, গান বাজনা শোনে—এই ত তার কাজ। বেশ নিঝ ঞ্ঝাটে আছে—এখন আস্‌বে কেন?"

তারকচন্দ্র কহিল,—"তা আর দিন কতক থাকুন্ না—তারপর আন্‌লেই হবে।"

মাসেক কাল পরে শশী পুনরায় এক শনিবারে বাটী গিয়া শুনিল যে সরযূকে পুনরায় আনিতে লোক পাঠান হইয়াছিল, সে আইসে নাই। সরযূ যে বাপের বাটী গিয়া অধিক দিন থাকে, ইহা শশীর ইচ্ছাই ছিল না। সরযূর অসুস্থতার আশঙ্কা করিয়া শশী তাহার বাপের বাটী যাওয়ার প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিয়াছিল। শশী যেদিন শুনিল অসুস্থতার কথাটা কথার কথা মাত্র, অস্বচ্ছল সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছাতেই সরযূ পিত্রালয়ে গিয়া আর আসিতে চাহিতেছে না, সেইদিন হইতে শশী সরযূর আচরণে আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; সেই দিন হইতে সে কোনও দিন সরযূকে আনিবার কথা মুখেও আনে নাই; সবিতা সে কথা কহিলে শশী বলিয়াছিল—"তুমিই বা তাকে আনবার জন্যে অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন বৌদি? তার এখানে থাকতে ভাল লাগে না—তুমিও তাকে জোর করে এখানে আনবে? কেন? সে নইলে কি সংসার চল্‌ছে না? থাকুক্ না।"

সবিতা বুঝিয়াছিল সেটা শশীর অভিমানের কথা। সবিতা মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে নাই।

—সরযূ আসিবার পূর্ব্বসপ্তাহেও পুনরায় ক্ষেন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল; এক্ষণে সরযূকে নিজে আসিতে দেখিয়া সবিতা কিছু বিস্মিতা হইল, কিন্তু সে ক্ষণিক বিস্ময় আন্তরিক আনন্দের বন্যায় ভাসিয়া গেল। সরযূকে পাল্কী হইতে নামাইয়া সবিতা কহিল,—"আয় ভাই আয়, বাঁচলুম। কি করে এতদিন সেখানে ছিলি কে জানে? তুই ছিলিনা, মেনু ছিল না, বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ কর্‌ত—যেন গিল্‌তে আস্‌ত। এতদিন ঘর সংসার ছেড়ে থাক্‌লে কি চলে বোন্? ঠাকুর পো বেচারী ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেরে ত খুব এসেছিস্—মুখটুখ শুকিয়ে গেছে—চল্ ঘরে চল্—আয় মা মেনু আয়।" এই কথা বলিয়া উচ্ছ্বসিত-স্নেহে সবিতা মেনুকে ক্রোড়ে লইয়া সরযূকে তাহার গৃহে লইয়া গেল।

সেই দিনই তারকচন্দ্র শশীকে পত্র লিখিল—"বউ মা আজ এখানে এসেছেন। মেনু একটু গায়ে সেরেছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শশী কিন্তু বহুদিন বাটী আসিল না। সুতরাং সরযূ যে তাহার সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার মতলব করিয়াছিল—তাহার সে সঙ্কল্প মনেই লয় পাইল। তাহার পর ছয় মাসের মধ্যে শশী দুই তিন দিন মাত্র বাটীতে আসিয়াছিল। না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—সে একজন মাড়োয়ারীর নিকট রবিবারে ও ছুটির দিনে কাজ করিতেছে, কাজ শেষ হইলে একেবারে কিছু বেশী টাকা পাইবে।

একদিন সবিতা আসিয়া সরযূকে বলিল,—"ছোট বো, তোর হার ছড়া, তাগা দু'গাছা আর গখ্‌রি গুলো দেত!—ভেঙ্গে গড়ান হবে, তোর ভাসুর চেয়েছেন।" সরযূর হার ছিঁড়িয়া, তাগা ভাঙ্গিয়া এবং চুড়ি ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সে ঐ গহনা গুলি তুলিয়া রাখিয়াছিল। সরযূ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"টাকা এল কোথা থেকে? বট্‌-ঠাকুরের ত শুন্‌ছি, এবার তেমন ডাক আস্‌ছে না।" তারকচন্দ্র ক্যাম্বেলে পাশ ডাক্তার—একটাকা মাত্র ফী এবং সেবৎসর হুগলিতে ম্যালেরিয়ার তেমন প্রকোপ ছিল না।

সবিতা বলিল,—"কাল রাত্রে ঠাকুর-পো দেনা শুধ্‌তে একেবারে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়েছে। যে মাড়োয়ারীর কাছে রবিবারে কাজ করে, তার কাছ থেকে গেল বছর রেল কোম্পানি যে পাট চালানী মাশুল নিয়েছিল, তাতে হিসেবে ভুল করে ৭।৮ হাজার টাকা বেশী নিয়েছিল। ঠাকুর-পো এতদিন ধরে খেটে—হিসেব করে সেই ভুল ধরে দিতে, মাড়োয়ারী রেল কোম্পানির কাছ থেকে সেই টাকা ফেরত পেয়েছে। তাই সে ঠাকুর-পোকে ৫০০৲ টাকা দিয়েছে।"

সরযূ চিন্তিত ভাবে বলিল,—"তা, দেনা শোধবার টাকায় গয়না গড়ান কেন?"

সবিতা কহিল,—"ওঁরা বলেন, তিনশ' টাকা দেনা দিলেই বাকি টাকা ওঁরা দুজনে যেমন কিছু কিছু ক'রে মাসে মাসে শুধ্‌ছেন—সেই রকমে শোধ হয়ে যাবে। তাই তোর গয়নাগুলো গড়িয়ে দেবেন বল্লেন—পর্‌তে পাচ্ছিস না, খোলা পড়ে রয়েছে!"

সরযূ আর আপত্তি করিল না। গহনা গড়াইয়া আসিল। কিছুদিন পরে শশী একদিন বাটী আসিয়া সবিতাকে বলিল, "বৌদি', এইবার আর একজন ঝি রাখ।"

সবিতা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? তোমার কি আবার মাইনে বেড়েছে?"

শশী কহিল,—"না বৌদি', মাইনে বাড়ে নি—ঝির খরচটা আর একরকমে যোগাড় করবার ফিকির করেছি—সে কথা পরে বল্‌বো।"

পরদিন একজন নূতন ঝি আসিল। সবিতা তাহাকে সরযূর নিকটে লইয়া গিয়া বলিল, "ছোট-বৌ, এই লোকটী আজ থেকে তোর ঘরের কাজ করবে, আর মেনুকে নেবে।"

সরযূ কহিল,—"আমার আবার আলাদা ঝি কেন?"

সবিতা কোমল-কণ্ঠে কহিল,—"তোর কষ্ট হচ্ছে তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না? কি করব উপায় ছেল না তাই এতদিন ঝি রাখা যায় নি—এবার ঠাকুর-পো নিজেই যখন রাখতে পারবে বলছে—তখন রাখ্ না।

সরযূ ঝি রাখিল, কিন্তু তাহার কার্য্যের লাঘব হইল বলিয়া সে মনে কোনও শান্তি পাইল না। কয়েক মাস শশী বাটীতে না আসায় এবং যে দুই তিনদিন আসিয়াছিল সে সময়েও কেমন দূরে দূরে থাকায়, সরযূর মনে অল্পে অল্পে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে সে শশীর বাটীতে আসা বা না আসার প্রতি একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইত। এক্ষণেও সে সেই উপেক্ষার ভাবটা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শেষ বুঝিতে পারিল যে, সে উপেক্ষার ভাবটা তাহার আত্ম-প্রতারণা মাত্র; প্রকৃত কথা—শশীর উপর তাহার অভিমান প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রথমে মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার অভিমান হয় নাই—শশী না আসাতে তাহার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু মনের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া সে শেষে পরাজয় স্বীকার করিল। সে মনে মনে স্থির করিল যে, এইবার শশী আসিলে সে কথা কহিবে না; কেন? এতই কি সে তাচ্ছিল্যের বস্তু যে, সপ্তাহান্তে তাহার কাছে

একবার আসিবারও অবকাশ হয় না? বাড়ীর লোকে সকলেই দেখিল—সরযূর বিমর্ষতা পূর্ব্ববৎ অটুট আছে, কিন্তু তাহার মুখের সদাই বিরক্তির ভাবটা কাটিয়া গিয়া চিন্তার লক্ষণ আসিয়াছে। সরযূ এখন ভাবিতে শিখিয়াছে—সে সর্ব্বদাই যেন উন্মনাঃ।

আজ শারদীয়া ষষ্ঠী। শশী বাটী আসিয়াছে—পূজার নূতন কাপড় পরিয়া, ছেলে মেয়েরা, প্রতিবাসী ঘোষালদের বাটীতে প্রতিমা দেখিতে গিয়াছে। পূজা বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে বোধনের বাদ্য বাজিতেছে এবং সেই বাদ্যধ্বনিতে অনেক বিগত সুখের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে। সরযূ একেলা বসিয়া কি ভাবিতেছে। শশী সে দিন বাড়ী আসিয়াছে। সে বহুদিন সরযূর সহিত সাংসারিক প্রয়োজনীয় দুই একটা কথা ব্যতীত অন্য কথা কহে নাই। আজ কেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া সে সরযূকে জিজ্ঞাসা করিল—"নতুন কাপড় পরেছ—নতুন গয়না পরনি কেন?"

সরযূ অধোবদনে উত্তর দিল—"ষষ্ঠীর দিন নতুন কাপড় না পর্‌লে—মেনুর অকল্যাণ হবে, তাই পরেছি। গয়না পরে কি হবে?"

শশী কহিল,—"হবে আবার কি? পরবার জন্যেই ত গড়ান হ'ল।"

সরযূ কিয়ৎক্ষণ সে কথার কোনও উত্তর দিল না। পরে বলিল,—"তুমি যে আগে গিলেকরা চাদর, আদ্দির জামা, পম্প্‌সু

পরতে, এখন কানপুরে মোটা জুতো, আর এঙ্গোলার কোট ধরেছ কেন ?"

শশী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল,—"আমাদের কথা ছেড়ে দাও, কুলোয় না, তাই পরি নি।"

সরযূ প্রত্যুত্তর দিল—"এর বেলায় কুলোয় না, আর গয়না গড়াবার বেলায় কুলোয় !"

সেই অপ্রত্যাশিত উত্তরে শশী বিস্মিত হইল। কথাটা রাগের কথা, কি সুবুদ্ধির কথা, তাহা বুঝিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সরযূ সেখান হইতে উঠিয়া ত্বরিতপদে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

বুদ্ধিমতী সবিতা কয়েক মাস ধরিয়া সরযূর মনের গতি লক্ষ্য করিতেছিল এবং তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে প্রীত হইয়াছিল। পূজার পর যে দিন শশী কলিকাতায় ফিরিল—সেদিন সবিতা শশীকে একান্তে ডাকিয়া বলিল—"ঠাকুর-পো, তুমি রবিবারের কাজটা ছেড়ে দাও।"

শশী কহিল,—"ছাড়তে হবে না বৌদি—কাজ আপনি ছেড়ে গেছে !"

সবিতা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে শনিবারে বাড়ী এস না কেন ?"

শশী উত্তর দিল—"তবু রেল ভাড়াটা বাঁচে। আর আসি না আসি তাতে কার কি আসে যায় ?"

সবিতা বলিল,—"ওসব কথা শুনতে চাই নি—এইবার থেকে শনিবারে শনিবারে বাড়ী আস্‌তেই হবে।"

শশী সে কথায় কোনও উত্তর দিল না।

শশী কলিকাতায় গেল, সরযূও তাহার নূতন ঝি ছাড়াইয়া দিল—সবিতার কোনও প্রতিবাদ শুনিল না। সবিতা মনে মনে সন্তুষ্ট হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

সরযূ যে সকল সাংসারিক কার্য্য করিতে পূর্ব্বে দারুণ বিরক্তি বোধ করিত, ঝি ছাড়াইয়া দিবার পর সে তাহা স্বেচ্ছায় করিতে লাগিল। শশীর বাক্স, আলমারি প্রভৃতিতে এতদিন সরযূ কখনও হাত দিত না; শশী রবিবারে বাড়ী আসিয়া নিজেই তাহার গরম বস্ত্রাদি মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিয়া যাইত। এক্ষণে শশীর বাক্স, আলমারি খুলিয়া জিনিসপত্রাদি সরযূ প্রত্যহই নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিত এবং মধ্যে মধ্যে জামা কাপড়গুলি ঝাড়িয়া রৌদ্রে দিয়া গুছাইয়া রাখিত। পূর্ব্বে সরযূর গৃহে প্রবেশ করিলে একটা অযত্নের চিহ্ন যেখানে সেখানে দেখা যাইত, এখন সেই গৃহ সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বহুদিন পূর্ব্বে শশী রবি-বারে আসিয়া যেখানে যে জিনিসটী যেমন ভাবে গুছাইয়া রাখিত, সরযূ এখন আবশ্যক না হইলেও প্রত্যহ সে দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখে এবং নিজে যদিও সাজসজ্জার পারিপাট্য করে না, কিন্তু এখন আর তাহাকে মলিন বেশে, ছিন্নবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকিতে দেখা যায় না।

শশী কলিকাতায় যাইবার পর, আবার এক মাস চলিয়া গেল, শশী বাটীতে আসিল না। পূর্ব্বে যদি কখনও সবিতা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিত—"আহা, ঠাকুর-পো বেচারী এবারেও বাড়ী এল না—সপ্তায় একটী দিন বাড়ী এসে জিরিয়ে যেত—তাও কায কায করে পারে না—এ কি বাপু? এতে শরীর কি করে বইবে?" সরযূ সে কথায় প্রথম প্রথম উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া কোনও উত্তরই দিত না। এখন সেরূপ কথা শুনিলে তাহার মুখের গম্ভীরভাব গম্ভীরতর হইয়া উঠে—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার বাষ্পাকুল নয়ন-কোণে কখনও কখনও অশ্রুবিন্দুও দেখা যায়।

এইসময়ে সরযূর মাতা তীর্থ করিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন উপলক্ষ্যে একদিন সরযূকে লইয়া যাইল। সেখানে অনেক দিনের পর আবার তাহার দিদি যমুনার সহিত সরযূর সাক্ষাৎ হইল। যমুনা তাহার অভ্যাস মত সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া আসিয়াছিল। সরযূ যে কয়েকখানি অলঙ্কার পূর্ব্বে পরিয়া যাইত, সেবার ইচ্ছা করিয়াই, সেগুলিও পরিয়া যায় নাই। তাহাকে নিরাভরণা দেখিয়া যমুনা অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁরে, খালি বালা দু'গাছা হাতে দিয়ে এসেছিস্ কেন? তোর আর সব গয়না কি হ'ল—তাগা দুগাছা কি আজও সারিয়ে দেয় নি? আহা—"

সরযূ যমুনার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"দিয়েছে দিদি,

দিয়েছে—তাগা, হার, চুড়ি সব ভেঙ্গে নতুন করে গড়িয়ে দিয়েছে। এনেছি,—দেখ্‌বে?”

যমুনা কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কৈ দেখি—কোথায়?”

সরযূ তাহার বস্ত্রাদির পুলিন্দা দেখাইয়া কহিল,—“এই যে পুঁটুলিতে।”

যমুনা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—“পুঁটুলিতে?”

সরযূ গম্ভীর ভাবে কহিল—“হ্যাঁ, পুঁটুলিতে বেঁধে তোমায় দেখাতে এনেছি,—যদি মুখের কথায় বিশ্বাস না কর।”

যমুনা সবিস্ময়ে বলিল—“অবাক্ করলে! পোরে আসিস্‌নি কেন?”

সরযূ অবিচলিত ভাবে প্রতিপ্রশ্ন করিল—“পোরে কি হবে? দেখ্‌বে কে? যে দেখ্‌বে সে ত কলকাতায় পড়ে থাকে?

যমুনা বিস্মিত ভাবে কহিল,—“শোন কথা! শশী কলকাতায় থাকে ব'লে গয়না পরবি নি?—লোকে নিন্দে করবে যে! এই দেখ্ না কেন—আমার এই সব গয়না-পত্তর দেখেই ত লোকে আমায় ভাগ্যিধরী বলছে?”

সরযূ স্পষ্ট কথায় উত্তর দিল—“তোমার মত ভাগ্য সবাই চায় না দিদি! দুঃখু কেবল এই যে, তুমি নিজের দুঃখু নিজে বুঝতে পার না।”

যমুনা সেই উত্তরে বিস্মিত হইয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—"না—তুই-ই যা পারিস্?"

সরযূ প্রত্যুত্তর দিল,—"আমিও আগে পারতুম না দিদি—এখন একটু একটু বুঝতে শিখেছি। এখন বুঝতে পেরেছি যে, দুগাছা শাঁখা হাতে দিয়ে মেয়ে মানুষের যে সুখ চোখের ওপর দু'বেলা দেখছি—তোমার এই সব হীরে জহরতের বদলে সে সুখের এক বিন্দুও যদি পেতে—তা'হলে তোমার এই নারীজন্ম সার্থক হয়ে যেত।"

যমুনা সেই কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া পুনরায় ব্যঙ্গোক্তি করিল,—"কার এত সুখ রে, তোর নাকি?"

সরযূ বলিল,—"আমি এমন কি কপাল করেছি দিদি, যে সে সুখ আমি পাব? আর কপালেরই বা দোষ দিই কেন—আমিও চাই কি সে সুখ পেতে পারতুম, কেবল নিজের দোষে পাই নি।"

যমুনা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কে সে ভাগ্যিধরী—শুনি?"

সরযূ কহিল,—"আর কেউ না দিদি—আমারই বড় যা'।"

যমুনা শ্লেষোক্তি করিল—"ওঃ! তাই ভাল—তোর বড় যা'। হ্যাঁ, তাঁকে হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে কি না—তার আর সুখের বাকি রইল কি!"

সরযূ তীব্রভাবে কহিল,—"ওঃ আঃ নয় দিদি—আমার বড় যা হাঁড়ি ঠেলেও যেমনের সুখে আছে—সে সুখ যে কি, তা

বোঝবার বুদ্ধি টুকুও যে বিধাতা তোমাকে দেন নি, এইটেই বড় দুঃখু, দিদি।”

এই কথাগুলি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিয়া সরযূ চঞ্চল-চরণে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

যমুনা কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির মত সেখানে বসিয়া রহিল; সে যে সরযূর মুখে এরূপ কথা শুনিবে, তাহা স্বপ্নেও প্রত্যাশা করে নাই। সরযূর বাক্যের তীব্রতা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু যমুনার স্বভাবসিদ্ধ আত্মগরিমা ফিরিয়া আসিল। সে আপনার মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই যেন স্বগতোক্তি করিল,—“কি কুঁদুলে হয়েছে গো! দুঃখু-কষ্টে বুদ্ধিসুদ্ধি খাবাপ হ'য়ে গেছে—নইলে সরি আগে ত এমন ছেল না?”

যমুনার আহাঃ উহুঃ প্রভৃতি অনুকম্পার কথায় আত্মাভিমানে আঘাত লাগিত বলিয়াই সরযূ উত্তরোত্তর স্বামীর উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এতদিন সরযূ নীরবে সেই অনুকম্পা সহ্য করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এবার সে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল যে, তাহার স্বামীর দারিদ্র্যের উপর কৃপাকটাক্ষপাত সে আর সহ্য করিবে না, এবং যমুনাকে স্পষ্ট কথায় তাহা বলিয়া যাইবে। কিন্তু যমুনা যখন স্বামি-সোহাগিনী, সদানন্দময়ী, লক্ষ্মী-সদৃশা সবিতার উপর ব্যঙ্গোক্তি করিল, তখন ধৈর্য্য হারাইয়া সরযূ তাহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প বিস্মৃত হইল এবং যমুনার উপর তাহার সঞ্চিত মনঃকষ্টের প্রতিশোধ দিয়া ফেলিল। প্রকৃতিস্থা হইলে সরযূর মনে অনুতাপ আসিল, কিন্তু যখন তাহার স্মরণ হইল যে

যমুনার কথায় উত্তেজিতা হইয়া সে সময়ে সময়ে শশীর মনে কি দারুণ কষ্ট দিয়াছে—তখন সে নিজের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং যমুনাকেও আর ক্ষমা করিতে পারিল না। যমুনার সহিত আর সাক্ষাৎ না করিয়া সেই দিনই সরযূ শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ
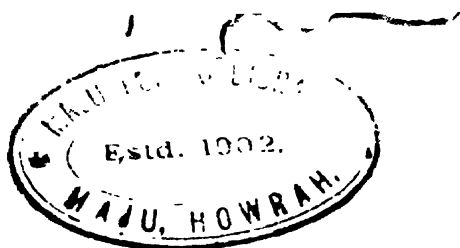
সরযূর মনের যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল শশী তাহা লক্ষ্য করে নাই। সরযূর মুখের সদাই অপ্রসন্নভাব দেখিয়া দেখিয়া শশী এরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে সরযূর মুখের দিকে আর চাহিতে সাহস করিত না। সরযূ যে, নূতন গহনা না পরিবার কথা-প্রসঙ্গে, শশী ভাল কাপড় ও জুতা পরিধান করে না বলিয়া, অনুযোগ করিয়াছিল তাহাও শশী সরযূর বিরাগেরই অভিব্যক্তির একটা নূতন ভঙ্গী মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সরযূ যে ঝি ছাড়াইয়া দিয়াছিল তাহাও শশী জানিতে পারে নাই। সে সময়ে শশীর ছেলে পড়ান বা মাড়োয়ারীর হিসাব কসা প্রভৃতি মাহিনার অতিরিক্ত উপার্জ্জনের কোনও কায না থাকাতে তাহার মনের অবসাদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সংসার-সুখের আশা, সরযূর ব্যবহারে, তাহার চক্ষে মরীচিকাবৎ প্রতীয়মান হওয়াতে, বৈরাগ্যের দিকে তাহার একটা ঝোঁক পড়িয়াছিল।

মনের সেইরূপ অবস্থায় শশী একদিন অপরাহ্ন কালে গোলদীঘির নিকট নিরুদ্দেশ্য ভাবে পাদচারণ করিতেছে এমন

সময় তাহার কলেজের সহপাঠী বিজয়ের সহিত দেখা হইল। এক সময়ে বিজয়ের সহিত শশীর বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। কলেজ ত্যাগ করিবার পর আর উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই, এক্ষণে দীর্ঘ কাল পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়েই আনন্দ অনুভব করিল এবং পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিল। কথোপথনের সুবিধা হইবে বলিয়া বিজয় শশীকে টানিয়া লইয়া গিয়া গোলদীঘির ঘাটের সোপানের উপর বসাইল। বিজয়ের বাটী বহুবাজারে; তাহার দাদা অজয় ডায়মণ্ডহার্বারে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করে, এবং সে নিজে কলিকাতায় সওদাগরী আপিসে চাকরী করে। বিজয় তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া শশীর পিতৃবিয়োগ, চাকরী গ্রহণ, সাংসারিক অসচ্ছলতা, স্ত্রীর সহিত অপ্রণয়, মনের অশান্তি প্রভৃতি সকল কথাই অবগত হইল।

কথায় কথায় রাত্রি হইল। সন্ধ্যাবায়ু-সন্তাড়িত গোলদীঘির চঞ্চল জলে নক্ষত্র বাজির প্রতিবিম্বের সহিত গ্যাসালোকের প্রতিচ্ছায়া শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া এক বিচিত্র চিত্রের রচনা করিল। বিজয় বলিল,—“তোমার বাসা ত এই কাছেই,—চলনা একজনের সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি? তাঁর কাছে যদি দুদণ্ড গিয়ে বস, তাহলে মনের এই অশান্তি—ভয় ভাবনা, সব কেটে যাবে। তিনি একজন সাধু—খুব জ্ঞানী লোক।”

শশীর হৃদয়ে স্ত্রীর অসন্তোষের জ্বালায় সংসারে বৈরাগ্য আসিলেও, ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার তাহার তাদৃশ প্রবৃত্তি ছিল না।

সে বলিল "আজ আর থাক ভাই, আর একদিন তখন যাব। তোমার সঙ্গে তাঁর জানা শুনো আছে বুঝি?"

বিজয় কহিল,—"এসে না হে! এই হ্যারিসন্‌রোডের কাছেই প্রকটানন্দ গিরি মহারাজের নাম শোননি? আমার বোধ হয় সে রকম লোক আজকাল বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না? দুদণ্ড কাছে বসলেই বুঝতে পারবে। আমি সেই খানেই যাচ্ছিলুম, সময় পেলেই সেখানে গিয়ে থাকি, আমার ওপর তাঁর একটু বিশেষ দয়া আছে; আমাদের বাড়ীতেও তিনি পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। বৌদি' তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছে।"

শশী আর আপত্তি করিতে পারিল না। বিজয়ের সহিত হ্যারিসন্ রোডের নিকটেই একটী গলির মধ্যে প্রকটানন্দের বাসা-বাটীতে গিয়া উঠিল। বিজয় শশীকে লইয়া দ্বিতলের উপর একটী অনতিবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই গৃহের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া গিরিজি তৎকালে গীতা পাঠ করিতেছিলেন। নিকটে বসিয়া চারি পাঁচ জন ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল। বিজয়কে দেখিয়াই গিরিজি কহিলেন,—"বস বাবা বস", পরে শশীকে দেখিয়া বিজয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই, বিজয় কহিল,—"ইনি আমার বন্ধু—সতীর্থ।" গিরিজি কহিলেন,—"বেশ—বসুন।" এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় গীতার ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

গিরিজির বিশাল দেহ—সুদৃঢ়—বলিষ্ঠ মূর্ত্তি; তাঁহার পরিধানে বহির্ব্বাসের মত বস্ত্র খণ্ড—নগ্ন গাত্র; তিনি প্রৌঢ়

সীমা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। গিরিজি দণ্ডদ্বয় ধরিয়া গীতার একটী মাত্র শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। বেদের সূক্ত, উপনিষদের শ্লোক, কোরাণের বয়েৎ, বাইবেলের বচন, অশোকের অনুশাসন, প্রাচীন মুদ্রার প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি অগণ্য বিষয়ের সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান-গবেষণা, গিরিজির শ্রীমুখ নিঃসৃত ভারতীতে পুঞ্জীভূত হইয়া প্রকট হইল। শ্রোতৃবর্গ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—শশী অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। গীতা পাঠ সমাপ্ত করিয়া গিরিজি উচ্চৈস্বরে "হর হর ব্যোম" শব্দ দুই তিন বার জলদ-গম্ভীর স্বরে ধ্বনিত করিতেই তাঁহার হর নেত্র হইয়া গেল—তিনি যোগাসনে বসিলেন। তাঁহার বিরাট কলেবর ঘন ঘন কম্পিত—শিহরিত হইতে লাগিল শ্যামাঙ্গ বহিয়া স্বেদ ঝরিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি যেন গা ঝাড়া দিয়া স্ববশে আসিলেন।

শ্রোতাগণ এতক্ষণ তটস্থ হইয়া বসিয়াছিল; এক্ষণে তাহারা একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে লাগিল—তাহাদের মধ্যে অনেকেই আফিসের ফেরত আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল; দুই জন কলেজের কেতাব হস্তে যুবকও ছিল। সকলেই সংসারী। বিজয় বুঝিল গিরিজির সংসারী লইয়াই কারবার। অপরাপর শ্রোতারা বিদায় লইতেই গিরিজি বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তারপর বিজয়—ইনি কি বিষয় কর্ম্ম করেন—কোথায় বাড়ী?"

বিজয়, শশীর পরিচয় দিয়া কহিল, "শশী সংসারের জ্বালায়

কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছে—তাই আপনার কাছে নিয়ে এলুম —এখানে এসে মাঝে মাঝে দুদণ্ড বসে গেলে চাইকি মনের শান্তি পেতে পারবে।”

গিরিজি শশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“তা বেশত এখানে মাঝে মাঝে আসবেন। কিছু করতে পারবো কি না ত বলতে পারি না—কিন্তু এসে দেখ্‌তে দোষ কি?

সেই দিন হইতে শশী মধ্যে মধ্যে প্রকটানন্দের বাসায় যাইতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন যাতায়াত করিতেই শশী বুঝিতে পারিল প্রকটানন্দ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন। একদিন একজন ধনী সুবর্ণবণিক তাঁহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “প্রভু, সংসার না ছাড়্‌লে কি মুক্তির উপায় নেই?—কামিনী-কাঞ্চন কি ছাড়তেই হবে?” গিরিজি উচ্চ হাস্য করিয়া উত্তর দিলেন—“কে তোমাকে এমন কথা বলেছে? প্রকৃতি আর পুরুষ দুইয়ে মিলে এই জগৎ—প্রকৃতিকে ছাড়লে ত আধখানা হয়ে গেলে! ওসব বাজে কথা। আর কাঞ্চন না হলে জগতের উপকার কর্‌বে কি করে? জীবে দয়াই হচ্ছে—সব চেয়ে বড় কায; কাঞ্চন না হলে কখন তা হয়ে থাকে? ও সব অশাস্ত্রীয় কথা শুনো না।” সেই বিষয়ী বণিক-রাজ সেদিন গিরিজিকে ধন্য ধন্য করিয়া মহানন্দে কামিনী-কাঞ্চনের সেবা করিয়া মুক্তি পাইতে গৃহে ফিরিল।

আর একদিন একজন বিধবা বৈষ্ণবী গিরিজির কাছে আসিয়া বলিল,—“গুরুজি মহারাজ—আমি বৃন্দাবনে চলেছি--

আমার খুদ কুঁড়ো যা আছে তা আপনি জানেন ত? তার কি ব্যবস্থা করি বলুন্ দেখি?" গিরিজি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"টাকা টাকা করে সেখানে গেলে কৃষ্ণকে দেখতে পাবে না, টাকাই দেখবে! টাকার মায়া ছাড়্‌তে পার্‌লে না,—বৃন্দাবনে গিয়ে তোমার ফল কি?" এইরূপে ভৎর্সিত হইবার পরদিন সেই বিধবা আসিয়া তাহার সঞ্চিত ধন গিরিজির চরণে গচ্ছিত রাখিয়া, কেবল বৃন্দাবনে যাত্রার পাথেয় মাত্র লইয়া গেল। শশী দেখিল, স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ ভক্তদিগের উপরই গিরিজির সমান প্রভাব।

শশী দেখিত গিরিজির কোনও কোনও পুরুষ-শিষ্য সস্ত্রীক আসিত, আবার কোনও কোনও নারী-শিষ্যা স-পতিক আসিত—শেষোক্ত দলে অবশ্য স্ত্রী-শক্তি প্রবলা, সুতরাং পুরুষগুলিকে নগণ্যের মধ্যে ধরিয়া গিরিজি নারীদেরই সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং তাঁহাদিগকেই বিধি ব্যবস্থা দিতেন।

গিরিজি একদিন শশীকে কহিলেন,—"তোমার রোগ ঠাউরেছি। তোমার স্ত্রীকে যদি একদিন এখানে আন্‌তে পার ত তোমার মনের শান্তির ব্যবস্থা কর্‌তে পারি।"

শশী কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—"সেটা বোধ হয় হ'য়ে উঠ্‌বে না—সে রকম বাধ্য নয় কিনা?"

গিরিজি কহিলেন,—"যাতে বাধ্য হয় তার উপায় করে দেবো। তোমাকে বশীকরণ বিদ্যা শিখিয়ে দেবো।"

অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা কখনও কখনও স্বামীকে বশীভূত করিবার

জন্য মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় লয়—'ওষুধ করে'—সে কথা শশী শুনিয়াছিল; কিন্তু পুরুষেও যে আবার স্ত্রীকে বশে আনিবার জন্য সেরূপ উপায় অবলম্বন করে, সে কথাটা শশীর কর্ণে নূতন ও বিসদৃশ ঠেকিল। সে ভাবিল, সরযূ যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে, যে তাহাকে বাধ্য করিবার জন্য শশী শেষে স্ত্রীলোকদিগের উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহা হইলে সরযূ তাহাকে একেবারে 'স্ত্রীলোকদিগের দলেই ফেলিয়া দিবে—উপহাস করিবে। শশী ত্রস্তভাবে কহিল,—"না মশায়, সে সব কিছু দরকার নেই; তেমন অবাধ্য ত নয়? শুধু দুঃখুকষ্ট সইতে পারে না—এই যা'।"

গিরিজি শশীর শঙ্কিত ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা সে জন্যে কোনও চিন্তা নাই, এখানে আন্‌তে হবে না—এইখান থেকেই তার ব্যবস্থা কর্‌ব। তুমি টেলিপ্যাথী মান?"

শশী জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি?"

গিরিজি কহিলেন,—"দূরের লোককে ইচ্ছা-শক্তি প্রেরণ করে বশীভূত করা—মান?"

শশী সরলভাবে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে না?"

গিরিজি সবিস্ময়ে কহিলেন,—"সে কি! মান না? স্যার্ লো-লিভার্ হজ্‌কে মান,—মহাবীর বিদ্যাবারিধিকে জান?"

শশী কহিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ—তাঁরা পণ্ডিত লোক—নাম শুনেছি।"

গিরিজি কহিলেন,—"সেই সব বিদ্যার্ণবের রুই-কাৎলারাই

আজকাল মারণ-বশীকরণ-উচাটন-ঘটিত ভৌতিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করছে, তা তুমি ত একটা চুনোপুঁটা বি-এ! বিশ্বাসটাই হচ্ছে প্রধান জিনিস; বিশ্বাস করতেই হবে—যাতে বিশ্বাস হয়, তা কোরে দেবো।”

গিরিজির সে আশ্বাস-বাক্যে শশীর তাদৃশ আস্থা না হইলেও, তাঁহার সর্ব্বজীবে দয়ার প্রমাণ পাইয়া শশী তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শশী শুনিয়াছিল, গিরিজি হরিদ্বারে একটী সাধু-সন্ন্যাসী নিবাস এবং নীলগিরিতে একটী পিঁজরাপোল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন—চাঁদা উঠিতেছে। শশী দেখিত, গিরিজির স্ত্রী পুরুষ উভয়বিধ শিষ্যেরাই তাঁহাকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেছে। একদিন, মাসের ১লা তারিখে, একজন যুবক আসিয়া গিরিজিকে ২০৲ টাকা দিয়া বলিল,—“এবার মাইনের অর্দ্ধেক দিয়ে গেলাম—বেশী পারলাম না। বাবা বল্লেন ওমাসে সংসার চালাতে তাঁর অনেক দেনা হয়ে গেছে।” গিরিজি তাহাকে সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—“আচ্ছা, তার জন্যে দুঃখ কি? যেমন পারবে দেবে। তবে এইটি মনে গেঁথে রেখো—এই যে টাকা দিচ্ছ—এইটেই যথার্থ সদ্ব্যয় করছ—সংসার ত সকলেই চালায়। জীবের দুঃখ যে দূর করতে চেষ্টা করে, সে-ই মানুষ—আর সব পশু!”

শশী গিরিজিকে কিছু দিতে পারিত না—কারণ তাহার বাসা খরচের অর্থ ব্যতীত সে একটী টাকাও কাছে রাখিত না, যাহা উপার্জ্জন করিত সমস্তই তারকচন্দ্রকে প্রেরণ করিত। সেই

হেতু শশী, তাহার সম্মুখে অন্য কাহাকেও গিরিজির সদনুষ্ঠানের সাহায্যে চাঁদা দিতে দেখিলে, অপ্রতিভ বোধ করিত। গিরিজি কিন্তু তাহাকে কখনও সে জন্য কোনও কথা বলেন নাই।

একদিন শশীর উপস্থিতিকালে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক একজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল—“আজ ইনি পাঁচ হাজার দিতে এসেছেন—আরও যা লাগে দেবেন বলেছেন। এটা সমস্তই আপনার হরিদ্বারের সন্ন্যাসী-নিবাসের জন্যে দিচ্ছেন।”

গিরিজি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—“আর দশ বার হাজার টাকা হলেই হবে। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে—ত্রিশ হাজার টাকা এর মধ্যে খরচ হয়ে গেছে—১০০ জন সাধু ফকির—আর ৪০০ জন যাত্রীদের থাকবার ঘর তৈরী হয়ে গেছে।”

গিরিজি সে দিন তাঁহাদের স্বতন্ত্র একটী কক্ষে লইয়া গিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বিদায় দিলেন।

যে সকল ভদ্র মহিলা গিরিজির নিকট পাল্কী করিয়া দেখা করিতে আসিতেন; তাঁহাদের জন্য একটী চিক ফেলা স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল; সেই কক্ষে বসিয়া তাঁহারা গিরিজির শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, গীতা-পাঠ ইত্যাদি শুনিতেন। একদিন শশীর উপস্থিতিকালে গিরিজি সেই কক্ষে একজন শিষ্যার সহিত উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন। মহিলাটী বোধ হয় কর্ণে কিছু কম শুনিতেন—অথবা বাহিরে তাঁহার সঙ্গী ও অপর যাহারা বসিয়াছিল,

তাহাদেরও অবগতির জন্য, গিরিজি মহিলাটীকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিতেছিলেন,—"পিঁজরাপোল আর মাসখানেকের মধ্যেই খোলা হবে—আপাততঃ ৫০০০ বিঘা জমি তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। আর হরিদ্বারের বাড়ীও তৈরী হয়ে এল বলে। আপনারাই করে দিলেন আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। আপনি সাক্ষাৎ রাণী ভবাণী হয়ে এসে আবার ভারতে জন্মেছেন! আপনারি জয় জয়কার হো'ক।" শশী অনুমানে বুঝিল মহিলাটী গিরিজিকে সেদিন কিছু বেশী টাকা দিয়া যাইলেন, কারণ মহিলাটী বিদায় লইতেই গিরিজি তাঁহার একজন শিষ্যকে বলিলেন,—"এবারেও নোট দেননি—কোম্পানির কাগজই দিয়ে গেলেন; এ কাগজগুলোও তোমার নামেই এণ্ডর্স্ করে নিয়েছি —তুমিই কাল বিক্রী ক'রে এনো।" শিষ্য বলিল,—"যে আজ্ঞে।"

এই ঘটনায় কিছুদিন পরে একদিন শশী গিরিজির নিকটে বসিয়া কীচক-বধের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতেছে—সেদিন গিরিজির কথকথা বেশ জমিয়াছে; চিকের অন্তরাল হইতে কয়েকজন মহিলা শিষ্যাও সেদিন তন্ময় হইয়া প্রকটানন্দের বচনানন্দ পান করিতেছেন—এমন সময়, যে বাঙ্গালী বাবুটী এক দিন পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানী ভদ্র লোকটীকে সঙ্গে আনিয়া পাঁচ হাজার টাকা গিরিজির সন্ন্যাসী-নিবাসের তহবিলে জমা দিয়া গিয়াছিল, সেই লোকটী উৎকণ্ঠিতভাবে আসিয়া, গিরিজির বাক্যসুধা-প্রবাহে বাধা দিয়া, কহিল,—"গিরিজি মহারাজ,

তিনি ত কোনও কথাই শুন্‌ছেন না! কে তাঁর কাণ ভারি ক'রে দিয়েছে—”

গিরিজি অবিচলিত ভাবে তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—“আর শোনা শুনি কি? হরিদ্বার থেকে আজ চিঠি পেয়েছি—দু'তলার ঘর গুলোর চুণকাম করা হচ্ছে—আর মাস খানেকেরই মধ্যে—মায় জানালা দরজা বসান—সব তৈরী হয়ে যাবে।”

আগন্তুক কহিল,—“সে যা হোক্‌গে—তিনি আমার ওপর ভারি খাপ্পা হয়ে উঠেছেন—বলেন, তিনি আজ কালের ভিতর নিজে হরিদ্বারে গিয়ে, দেখে আস্‌বেন—আর আমাদের কারো কথা শুন্‌বেন না।”

সেই কথা শুনিয়া প্রকটানন্দের স্বাভাবিক অবিচলিত ভাবের ব্যতিক্রম হইল। তিনি শ্রোতাগণকে কহিলেন,—“আজ আর পাঠ হবে না—একটা কায আছে।” এই কয়টী কথা বলিতে বলিতেই গিরিজির মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হইল, তিনি প্রসন্ন মুখে আগন্তুককে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—“তা বেশ ত, তিনি যা'ন না—নিজেই দেখে আসুন—তাতে আর ক্ষতি কি!” এই কথা বলিয়া গিরিজি গাত্রোত্থান করিলেন এবং শ্রোতারাও একে একে বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন আপিসের ছুটীর পর শশী যথা সময়ে গিরিজির বাসায় গিয়া শুনিল, সে দিনও পাঠ হইবে না—তিনি কোনও বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। শশী চলিয়া আসিতেছিল এমন

সময় গিরিজির প্রধান পরিচারক বেহারী, শশীকে দেখিতে পাইয়া বলিল,—"আপনি যাবেন না, গিরিজি মহারাজ আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছেন। আপনি আসুন।" শশী সেই পরিচারকের সহিত একটী দরদালান ও দুইটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া বাটীর পশ্চাতের একটী কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে গিরিজি একজন স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথনে এতই একাগ্র ছিলেন যে শশীর পদবিক্ষেপের শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তাঁহাদের সম্মুখে টাকা নোট ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ একটা ক্যাশ্-বাক্স খোলা রহিয়াছিল—রমণী একছড়া স্বর্ণের চন্দ্রহার গিরিজিকে দেখাইতেছিলেন। পরিচারক সাড়া দিতেই, তাহাকে ও শশীকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া গিরিজির মুখে একটা বিরক্তির ছায়া আসিয়া পড়িল। গিরিজির বোধ হয় এরূপ আদেশ ছিল না যে পরিচারক, বিনা সংবাদে শশীকে সেই কক্ষে লইয়া গিয়া হাজির করে। যাহা হউক চকিতে আত্মসংবরণ করিয়া গিরিজি শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাল শনিবার আছে, বাড়ী যাবে কি ?"

শশী উত্তর দিল,—"আজ্ঞে না।"

গিরিজি কহিলেন,—"তা হ'লে কাল বৈকালে একবার এখানে এসো—একটু দরকার আছে। আজ এঁরই একটা কাযে বড় ব্যস্ত আছি",—এই কথা বলিয়া গিরিজি সেই রমণীকে দেখাইয়া দিলেন। রমণী শশীকে দেখিয়া মস্তকের বসন ঈষৎ টানিয়া দিয়াছিল—কিন্তু অবগুণ্ঠন দেয় নাই। রমণী যৌবন-সীমা

অতিক্রম করে নাই,—দেখিতে সুন্দরী না হউক সুশ্রী বটে—তাহার বন্ধ্যানারী-সুলভ হৃষ্টপুষ্ট নিটোল গঠন। রমণী শশীকে দেখিয়া কক্ষান্তরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; গিরিজি তাহাকে বসিতে বলিয়া শশীকে বিদায় দিলেন।

তৎপরদিন অপরাহ্নকালে, শশী পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি মত গিরিজির বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল,—সেদিন অপর কোনও শিষ্যেরা উপস্থিত নাই; পরিচারক শশীকে কহিল,—"আজও পাঠ হবে না। গিরিজি মহারাজ আজ সকলকে আস্‌তে বারণ করে দিয়েছেন। আপনি বসুন।"

শশী শুনিতে পাইল, গিরিজি ভিতরের কক্ষে অপর কোনও লোকের সহিত কথা কহিতেছেন। শশীর আগমন-বার্ত্তা পাইয়া তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার শেষ কথার উত্তরে অপর ব্যক্তি উত্তেজিত ভাবে কহিল,—"মেয়ে মানুষের এত বড় বুকের পাটা? না বলে ত চলে এল, তারপর নিয়ে যেতে এসেছি—বলে কি না যাব না? আচ্ছা, অজয় কাল বাড়ীতে আসুক;—দেখি যায় কি না যায়!" তদুত্তরে গিরিজি মৃদুস্বরে কি বলিলেন তাহা শশী শুনিতে পাইল না। ক্ষণকাল পরেই কথা কহিতে কহিতে উভয়ে, শশী যে কক্ষে বসিয়াছিল সেই কক্ষে, প্রবেশ করিলেন। গিরিজির সঙ্গের লোকটী বয়োবৃদ্ধ। শশী তাহাকে পূর্ব্বে কোনও দিন দেখে নাই। অপরিচিত ব্যক্তি গিরিজিকে কহিল,—"তা হলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করে

রাখ্‌বেন—কাল যেন ফিরতে না হয়—নইলে শেষে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হবে !"

গিরিজি ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"না না, কোন ভাবনা নেই ; কাল এলেই নিয়ে যাবেন। আমি সব ঠিক্ ঠাক্ করে রাখবো। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যা'ন।"

এই কথা বলিয়া সেই অপরিচিত, ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া গিরিরাজ নিজে সদর দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া উপরে আসিলেন। শশী সেদিন গিরিজির বাটীতে একটা মাত্র ভৃত্য,—বেহারা ব্যতীত অপর কাহাকেও উপস্থিত না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল ; তদুপরি শশী যখন শুনিল, যে কেহ সদর দ্বারের কড়া নাড়িতেছে, ভৃত্য দ্বার না খুলিয়া ভিতর হইতে তাহাকেই বলিতেছে—"আজ গিরিজি ব্যস্ত আছেন—দেখা হবে না," তখন শশী অধিকতর বিস্মিত হইল।

গিরিজি উপরে আসিয়া শশীকে বলিলেন,—"দেখ, কাল যদি তুমি একটা কায করতে পার, তাহলে বড় উপকার হয় ? আমার একজন শিষ্যাকে তারকনাথ দর্শন করিয়ে আন্‌তে হবে—আমার ত সময় নেই। তুমি সৎস্বভাব জানি বলেই তোমাকে তাঁর সঙ্গে দিতে চাই—নিয়ে যাবে কি ?"

শশী এ পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোককে লইয়া তীর্থস্থানে গমন করে নাই—তাহাতে আবার ইনি একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক ! কিন্তু গিরিজির সে অনুরোধ অস্বীকার করিতেও শশীর সাহসে কুলাইল না। সে বলিল,—"যে আজ্ঞে, নিয়ে যাব। তবে

কি জানেন? আমি ত কখন ওসব যায়গায় স্ত্রীলোক নিয়ে যাইনি? কোথা কি পূজো টুজো দিতে হয় তাত জানি নি?”—অনিচ্ছার কাযের সাগরে ঝাঁপ দিয়া শশী এইরূপে তৃণের আশ্রয় লইয়া ভাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তৃণ ধরিতে না ধরিতে ছিঁড়িয়া গেল; শশীর কথা শেষ না হইতে হইতে গিরিজি উত্তর দিলেন “সে জন্যে ভেবো না—যাঁকে নিয়ে যাবে তিনি সেখানে আরো অনেকবার গেছেন—তাঁর সব জানা শুনো আছে—তুমি খালি সঙ্গে থাকবে। খরচপত্র সব আমি দেবো।”

শশী কহিল,—“আজ্ঞে খরচের জন্যে নয়। আমি এ পর্য্যন্ত আপনার কোনও কাযে আসিনি—এ সামান্য খরচ—”

গিরিজি পুনরায় শশীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“না, সে জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমার টাকা থাকলে সৎকাযে খরচ করতে তুমি কুণ্ঠিত হতে না, তা আমি জানি যাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবে তাঁর টাকার অভাব নেই। তা হলে কাল ভোরে এসে তুমি তাঁকে নিয়ে যাবে?”

শশী আর আপত্তি করিতে পারিল না,—গিরিজির প্রস্তাবে রাজী হইয়া বাসায় ফিরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রত্যুষে শশী একখানি থার্ড ক্লাস্ গ্যাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া গিরিজির দ্বারে উপস্থিত হইল। শকটের শব্দ পাইয়া প্রকটানন্দ নিজেই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া শশীকে বলিলেন,—"একে বারে গাড়ী করে এনেছ? বেশ করেছ, এখানেও সব প্রস্তুত, তুমি গাড়ীতেই থাক, আমি তাঁকে আনছি।" এই কথা বলিয়া গিরিজি উপরে যাইলেন এবং কয়েক মিনিট পরেই শিষ্যাকে সঙ্গে করিয়া নামিয়া আসিলেন। শশী মনে করিয়াছিল শিষ্যা প্রবীণা. বিধবা হইবেন, তাই সে গাড়ীর ভিতরেই বসিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে শিষ্যাকে দেখিয়াই শশীর চক্ষুস্থির হইয়া গেল! কয়েকদিন পূর্ব্বে শশী যাহাকে গিরিজির নিকটে বসিয়া চন্দ্রহার দেখাইতে দেখিয়াছিল ইনি সেই নবীনা। নবীনার পরিধানে একখানি নটকানে ছোপান লাল পাছা-পেড়ে ফিন্‌ফিনে শাটী, হাতে সোণার চুড়ী ও তাগা; কটিদেশে সোণার বিছে, গলায় জাহাজের শিকল প্যাটার্ণের হার; সীমন্তে সূক্ষ্ম সিন্দুর রেখা আছে কি নাই, ধরিবার যো নাই। বোধ হয় তাঁহার সন্ন্যাসিনী বেশে তারকনাথ দর্শনের সাধ হইয়াছিল—কিন্তু

গেরুয়ায় মন উঠে নাই, তাই গৈরিক রংয়ের সাধ নট্‌কানে মিটাইয়াছেন—ভিতরে একটী সেমিজ্‌ পরিয়াছিলেন তাই রক্ষা!

নবীনাকে দেখিয়াই শশীর মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গিরিজি তাহার হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বলিলেন,—"এইতে পথের খরচ চালিও—পূজো উনি দেবেন—আর সন্ধ্যের গাড়ীতে ফিরে এস—দিনের বেলা ভারি রদ্দুর। এস চিণ্ময়ী, গাড়ীতে ওঠ।" এই কথা বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া গিরিজি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

শশী স্তম্ভিত হইয়া সেইখানে দাড়াইয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল—গিরিজি শেষে তাহাকে এমন কাযের ভার দিলেন কেন? ইহার অপেক্ষা মোট বহিতে বলিলে সে চাইকি বাজার হইতে আধমন জ্বালানি কাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া তাঁহার বাসায় পৌছিয়া দিত। শশীকে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নবীনা কহিল,—"দাড়িয়ে দেরী কর্‌ছেন কেন? শেষে ট্রেণ ফেল্‌ করাবেন?" রমণীর অনুযোগ-বাক্যে শশীর চমক ভাঙ্গিল, সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কোচ্‌-বাক্সয় উঠিয়া বসিল।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া শশী টিকিট কিনিয়া, চিণ্ময়ীকে স্ত্রীলোকের কামরায় তুলিয়া দিয়া, নিজে পাশের একটী মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে বসিল। শেওড়াপুলীতে নামিয়া গাড়ী বদল করিবার সময় শশী প্ল্যাট্‌ফরমের উপর দিয়া চিণ্ময়ীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময় সে দেখিল যে তাহাদের হুগলির জীবন

পালিত সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপর একজন লোকের সহিত কথা কহিতেছে। পাছে তাহাকে চিণ্ময়ীর সহিত তারকেশ্বর যাইতে দেখিয়া জীবন বাবু কিছু মনে করেন, এই ভয়ে শশী হঠাৎ পাশ কাটাইয়া এমনি দ্রুতবেগে অপর প্ল্যাট্‌ফরমে যাইল, যে চিণ্ময়ী তাহার অনুগমন করিতে পারিল না—পশ্চাতে রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তারকেশ্বরের গাড়ীর কাছে চিণ্ময়ী একাকিনী যাত্রীদিগের ভিড় ঠেলিয়া গিয়া ইতস্ততঃ শশীর অনুসন্ধান করিতেছে, এমন সময় শশী অন্তরাল হইতে তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল,—"এই যে—আমি এখানে।"

চিণ্ময়ী বিরক্তির স্বরে কহিল,—"আপনি আচ্ছা বেটাছেলে ত!—মেয়ে মানুষকে ভিড়ের মধ্যে একলা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেলেন? আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াব না কি?

শশী অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—"ভিড়ে একটু এগিয়ে পড়ে ছিলুম।"

চিণ্ময়ী অধিকতর উত্তেজিতভাবে কহিল,—"একটু এগিয়ে পড়েছিলেন!—না যেন বাঘে ভাল্লুকে ধরবে এমনি করে ছুটে পালিয়ে এলেন? আমি তখনি গুরুজিকে বলেছিলুম—হয় আপনি সঙ্গে আসুন—না হয় একজন হুঁসিয়ার বেটাছেলেকে সঙ্গে দিন—তা খুব হুঁসিয়ার লোককে সঙ্গে দিয়েছেন যা হো'ক; 'চাচা আপন বাঁচা'—আমি ত গিয়ে গাড়ীতে উঠি—তারপর মরুক্ গে ছুঁড়ী যেখানে খুসি গিয়ে—!"

শশী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কুণ্ঠিতভাবে

কহিল,—“আসুন, এই গাড়ীতে উঠুন।” চিণ্ময়ীকে স্ত্রীলোকের কামরায় তুলিয়া দিয়া, শশী সেখান হইতে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে এইরূপভাবে অন্য গাড়ীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় চিণ্ময়ী ডাকিল—“ও শশীবাবু—শশী বাবু।” শশী নিকটে আসিতেই চিণ্ময়ী তাহার হস্তে একটী পয়সা দিয়া কহিল,—“এক পয়সার সাজা পান কিনে আনুন্ দেখি?—এখনও গাড়ী ছাড়িবার দেরী আছে—আমার এ সব লাইনের ধরণ ধারণ জানা আছে।” এই কথা বলিয়া চিণ্ময়ী তাহার হস্তস্থিত দোক্তার কৌটা হইতে দোক্তা বাহির করিয়া, দক্ষিণ হস্তের তালুতে চাপিয়া, পানের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। শশী পান কিনিয়া আনিলে চিণ্ময়ী তাহাকে পানের ফাউ খিলিটী দিতে যাইতেছিল; শশী বলিল,—“থাক্, এমন সময় পান খাই না”—এই কথা বলিয়া শশী পার্শ্বের কামরায় উঠিয়া গিয়া বসিল।

তারকেশ্বরে নামিয়া চিণ্ময়ী শশীকে বলিল,—“আপনি যেন আবার এগিয়ে পালাবেন না?—আমার পেছনে পেছনে আসুন।” এই কথা বলিয়া চিণ্ময়ী গজেন্দ্র-গমনে অগ্রে অগ্রে চলিল, শশী তাহার অনুগমন করিল। শশীর ইচ্ছা নহে যে চিণ্ময়ীর সহিত পথে দাঁড়াইয়া কথা কহে—কিন্তু চিন্ময়ী তাহাকে ছাড়িল না। সে পথে আসিয়াই কহিল,—“এইটে ধরুন ত? কাপড়টা এঁটে পরে নি।” এই কথা বলিয়া সে শশীর হস্তে গামছায় বাঁধা তাহার পানের ডিবা ও দোক্তার কৌটা দিল।

পরে সেগুলি আর পুনর্গ্রহণ না করিয়াই অগ্রসর হইল—শশী সেগুলি বহন করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

শশীরা যখন রেলের গাড়ী হইতে অবতরণ করে সেই সময়ে রাজীবলোচনও একখানি রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে দুইজন অবিদ্যা ও কয়েকজন ইয়ারের সহিত তারকেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়াছিল এবং পার্শ্বের থার্ড ক্লাস কামরা হইতে এক কেস্ বিলাতী মদ্য, আহারের দ্রব্য, শয্যা, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি লইয়া তাহার খানসামা রামকান্ত ও পাচক, পরিচারক প্রভৃতি তিন চারিজন অনুচরও নামিয়াছিল। রাজীবলোচন, শশী ও চিন্ময়ীকে গাড়ী হইতে নামিবার সময়ই লক্ষ্য করিয়াছিল। এক্ষণে রামকান্ত নিকটে আসিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—"রেমো দেখত এগিয়ে—ঐ মানোয়ারী জাহাজের পেছনে জেলে ডিঙ্গির মতন লোকটা কে যাচ্ছে? আমার ভায়রা ভাই—শশী না?"

রামকান্ত সে দিকে চাহিয়াই কহিল,—"হ্যাঁ হুজুর—শশী বাবুই বটে।"

রাজীবলোচন কহিল,—"সঙ্গে ওটা কেরে? আমার শালী ত একটা ডাকের সুন্দরী, সে কখনই নয়;—ও জাঁদরেল্ মাগীটা কে?"

রামকান্ত কহিল,—"আজ্ঞে তিনি না।"

সেই সময়ে রাজীবলোচনের ইয়ারেরাও নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—"মাগীর ঠসক্ ঠমক্ দেখছেন না—ডাকবো না কি?"

রাজীবলোচন কহিল,—"না না ডেকে কায নেই—ছোকরা একাযের নতুন কাযী,—আমাদের মতন এখনও নাক কাটা সেপাই হয়নি—লজ্জা পাবে।"

শশী ও চিণ্ময়ী দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইলে রাজীবলোচন কহিল,—"ছোঁড়াটা ভাল ভাল ব'লে বাড়ীতে ভারী বড়াই করত। সোণারচাঁদ যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, তা ত জানে না। দাঁড়াও না, এইবার ভরম্ ভেঙ্গে দিচ্ছি।"

এদিকে চিণ্ময়ী, শশীকে লইয়া গিয়া, তাহার পরিচিত বাসা-বাটীতে উঠিল। শশীকে দিয়া সে বাজার করাইল, কিন্তু নিজে সঙ্গে রহিল। ঠাকুর দর্শনের সময় শশীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল, এবং এমন কি স্নান করিতে যাইবার সময়ও সে শশীকে সঙ্গ ছাড়া করিল না—অন্তরালে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিল।

আহারাদির পর শশী চিণ্ময়ীকে বাসায় রাখিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। চিণ্ময়ী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, —"আমি কি এখানে একলা বসে থাক্‌ব না কি? সমস্ত দিন কাট্‌বে কি করে?—এক জোড়া তাস কিনে আনুন্ না, দু'জনে বিন্তী খেলি?"

শশী শঙ্কিত হইয়া বলিল,—"আমার তাস্ খেলা আসে না।"

চিন্ময়ী সবিস্ময়ে কহিল,—"তাস খেল্‌তে জানেন না?—কি রকম লোক রে বাপু! ঢের—ঢের বেটা ছেলে দেখেছি—এমন

বেটা ছেলে ত কস্মিনকালে দেখি নি! তা যা হো'ক আমাকে একলা রেখে কোথাও যেতে পাবেন না, তা বলে দিচ্ছি। আমি একটু ঘুমিয়ে নি।" এই কথা বলিয়া চিন্ময়ী গৃহের মধ্যে বাসার মাদুরী পাতিয়া নিদ্রা যাইল। শশী বন্দীভাবে দাওয়ার উপর, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া, দিন কাটাইল।

সন্ধ্যার গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া, শশী চিন্ময়ীকে প্রকটানন্দের বাসায় লইয়া গিয়া দেখিল—বাটীর সদর দ্বার খোলা। চিন্ময়ীকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া, শশী কোচবাক্স হইতে নামিয়া, বাটীর ভিতর ঢুকিয়া কয়েক বার গিরিজির চাকর বেহারীকে ডাকিল কিন্তু সাড়া পাইল না। শেষে উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিল বাটী অন্ধকার—বাটীতে জনমানব নাই। সে নিচে আসিয়া চিন্ময়ীকে বলিল,—"বাড়ীতে ত কেউ নেই—এ যে ভারি মুস্কিলের কথা দেখছি!"

চিন্ময়ী সবিস্ময়ে কহিল,—"কেউ নেই কি! তা হ'লে গুরুজি এইখানেই কোথাও গেছেন—একটু দাঁড়ান।" প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন প্রকটানন্দ অথবা বাটীর অপর কেহ আসিল না, তখন শশী পুনরায় চিন্ময়ীকে কহিল,—"এখানে আপনার আর কেউ চেনা শুনো লোক নেই?—আপনাকে না হয় সেইখানে রেখে আসি!"

চিন্ময়ী কহিল,—"না, আমি এই খানেই থাকব—১০টার গাড়ীতে গুরুজির সঙ্গে আমার এক জায়গায় যাবার কথা আছে।"

শশী উদ্বিগ্নভাবে কহিল,—"আমাকে যে একবার বাসায় যেতেই হবে—বলা কওয়া নেই—তারা হয়ত আমার দেরী হচ্ছে দেখে ভাব্‌ছে।"

চিন্ময়ী চিন্তিত ভাবে কহিল,—"আমি এখানে এক্‌লা থাক্‌বো কি করে! আপনার বাসা কত দূর?"

শশী উত্তর দিল,—"কাছেই।"

চিন্ময়ী বলিল,—"তা'হলে আমাকেও—নিয়ে চলুন—আমি গাড়ীতেই থাক্‌ব—বাসায় খবর দিয়ে আপনাকে আবার এখনি আমাকে এখানে আন্‌তে হবে—গুরুজি এসে আবার না বেজার হন্‌।"

অগত্যা শশী পুনরায় কোচ্‌বাক্সয় উঠিয়া চিন্ময়ীকে সুদ্ধ গাড়ী লইয়া গিয়া তাহাদের বাসার দ্বারে হাজির করিল। গাড়ী হইতে নামিয়া বাসায় ঢুকিয়াই শশী দেখিল দেউড়িতে দাঁড়াইয়া সুরেশ, বিজয়, এবং যে বৃদ্ধ ব্যক্তি পূর্ব্ব-দিন সন্ধ্যার সময় গিবিজির সহিত উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতেছিল, সেই ব্যক্তি, ও অপর একজন অপরিচিত ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে কথা কহিতেছে। সুরেশ শশীর প্রতিবাসী—শশী অপেক্ষা ৩ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া সে শশীকে "দাদা" বলে। সুরেশ শশীর সঙ্গে এক আপিসে চাকরী করে এবং এক বাসাতেই থাকে। শশীকে দেখিয়াই সুরেশ উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিল, "শশীদা! তুমি নাকি এঁর স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?" এই কথা বলিয়া সুরেশ শেষোক্ত

অপরিচিত লোকটীকে দেখাইয়া কহিল—"ইনি বিজয় বাবুর দাদা—অজয়বাবু।"

শশী সবিস্ময়ে কহিল,—"সে কি কথা!"

সুরেশ কহিল,—"তুমি যে প্রকটানন্দ গিরির কাছে যাও—সে-ই নাকি বলেছে—এঁরা ত আজ সমস্ত দিন তোমার খোঁজ করতে এখানে যাওয়া আসা ক'রে পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্‌লেন!"

শশী সেই অদ্ভুত অপবাদের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, বিজয় উত্তেজিত স্বরে কহিল,—"ছিঃ শশী—তোমার এই কায!" এতক্ষণে শশীর যেন চমক্ ভাঙ্গিল—তাহার বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কে একটা যেন শৃঙ্খলা আসিল। সে চকিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁর স্ত্রীর নাম কি চিন্ময়ী?"

বৃদ্ধ লোকটী কহিল,—"না—নাত্‌বৌএর নাম রুক্মিণী।"

শশী সে কথায় আশ্বস্ত না হইয়া সন্দিহান ভাবে কহিল,—"আসুন দেখি—এই গাড়ীতে যিনি বসে আছেন তাঁকে দেখুন ত?"

অজয় দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিতেই গ্যাসের আলোকে চিন্ময়ীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল এবং এক লম্ফে আসিয়া শশীর গ্রীবাদেশ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া কহিল,—"তবে রে পাজি!—তুই নাকি কিছু জানিস্ নি?—আমার সঙ্গে চালাকী!"

সুরেশ তাড়াতাড়ি আসিয়া "আরে আরে করেন কি!" বলিয়া, সবলে শশীকে অজয়ের কবল হইল মুক্ত করিল এবং শশীকে জিজ্ঞাসা করিল—"শশী দা—ব্যাপার খানা কি? এ সব কি কথা?"

অকস্মাৎ লাঞ্ছনায় শশী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল—সে জড়িত স্বরে বলিল,—"গিরিজি আমাকে ব'লে ক'য়ে ওঁকে আজ তারকনাথ দেখিয়ে আনতে বলেছিলেন—বল্লেন তাঁর সময় নেই—উনি তাঁর শিষ্যা। আমি আর কিছুই জানি না—ওঁকেই জিজ্ঞাসা ক'র না?"

গাড়ীর ভিতর হইতে অজয়কে লক্ষ্য করিয়া চিন্ময়ী ওরফে রুক্মিণী নিজেই কহিল,—"শুধু শুধু ও ভালমানুষ বেচারীকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?—গুরুজি ওঁকে সঙ্গে দিয়ে ছিলেন—উনি নিয়ে গিয়েছিলেন—উনি কি জানেন?"

চিন্ময়ীর কথা শুনিয়া সুরেশ, বৃদ্ধ লোকটীকে সম্বোধন করিয়া, কহিল,—"দেখুন দেখি—ভদ্দর লোকের নামে খামকা কি রকম বদনাম দিয়েছে?—আমি শুনেই বলেছিলুম—শশীদা সে রকম লোকই না—সমস্ত মিথ্যে কথা।"

বিনাপরাধে অপমানিত হইয়া শশীও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিল; শশী উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—"চলুন ত গিরিজির কাছে—দেখি তিনি কি রকম লোক!"

বৃদ্ধ লোকটী কহিল,- "যাবেন কার কাছে?—গিরিজি

সরেছে—দেশ শুদ্ধ লোকের টাকা কড়ি নিয়ে প্রকটানন্দ—অপ্রকট হয়েছেন।”

সেই কথা শুনিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে রুক্মিণী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিয়া উঠিল,—“সে কি কথা!—তাঁর কাছে যে আমার যথা সর্ব্বস্ব রয়েছে!—এখনি আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।”

অজয় ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল,—“তোমাকে যমের বাড়ী নিয়ে যাবে! আমাকে ধনে প্রাণে ডোবাতে বসেছ—লোকের কাছে মুখে চূণ কালী দিয়ে তবে ছাড়বে!”

রুক্মিণী অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে কহিল,—“আমি চূণ কালী দিতে গেলুম কেন? ইচ্ছে হয়ে থাকে নিজে মাখগে যাওনা?—তীর্থি করতে গেলে হিঁদুর ঘরের মেয়েরা মুখে চূণ কালী দেয়—না? আমি ত বাড়ী যা'বনা—গুরুজি আজ আমাকে হরিদ্বারে নিয়ে যাবেন—কেদার-বদরিকা থেকে রামেশ্বর অবধি সব তীর্থি ক'রে তবে আমি বাড়ী ফির্‌ব।”

বৃদ্ধ ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—“যাবে কার সঙ্গে নাত্‌বৌ? গুরুজি যে ফেরার্!—কারুর আট হাজার, কারুর দশ হাজার নিয়ে তিনি হরিদ্বারে বাড়ী কর্‌ছিলেন না তার মুণ্ডু কর্‌ছিলেন! একজন মাড়োয়ারী তার বুজরুকি ধরে ফেলতেই—সে পাত্তাড়ী গুটিয়েছে! কত গরিব লোকের যে কত টাকা নিয়েছে তার ঠিক নেই—আজই দলে দলে লোক এসে তার বাসায় মাথা খুঁড়ে গেছে।”

শশী নিজের লাঞ্ছনা বিস্মৃত হইয়া সবিস্ময়ে কহিল,—"বলেন কি—সত্যি না কি ?"

বৃদ্ধ সে কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিজয় শশীর নিকটে আসিয়া কহিল,—"শশী মাপ কোরো ভাই—না জেনে তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম—তুমি ত তুমি, কত ধড়ীবাজ লোকে ঠকে গেছে। আমিই তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে এই ফ্যাসাদে ফেলেছি।" পরে বৃদ্ধকে দেখাইয়া বিজয় পুনরায় কহিল,—"ইনি আমাদের পাড়ায় থাকেন—ঠাকুর্দ্দা হন—ভারি পরোপকারী—এঁর কথা না শুনেই আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটল।"

সুরেশ সাহস পাইয়া বলিল,—"সকালে যখন ভণ্ডটার কথা শুনে এসে আপনারা শশীদার নামে বদনাম দিলেন, তখনি আমার মনে খট্‌কা লেগেছিল। তারপর দুপুরবেলা এসে যখন বল্লেন মাড়োয়ারীরা পুলিস নিয়ে এসে হাঙ্গাম করছে—লোকটা ফেরার—তখন আমার ঠিক মনে হয়েছিল—শশীদাকে ভাল মানুষ পেয়ে, ওঁকে দিয়ে নিজের কোনো কায হাসিল করিয়ে শয়তান নিজে সরে পড়েছে।"

'ঠাকুর্দ্দা' কহিল,—"মাড়োয়ারীরাই শুনলুম দিন দুই আগে এসে ওকে শাসিয়ে গিয়েছিল, যে তারা হরিদ্বারে খবর নিতে যাবে—তাদের সন্দেহ হয়েছে। সেই শুনেই—ও যেখানে যা পেয়েছে তাড়াতাড়ি সব হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। নাত্‌বৌকে তাইতেই নিজে ডেকে পাঠিয়ে ফুস্‌লে ফাস্‌লে—যথা সর্ব্বস্ব হাত-

করে—শেষে শশীবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। জানে আজই, দুপুর বেলা সরবে, তাই চাকর বাকর—লোক জন—সব আগে থাকতেই বিদেয় ক'রে দিয়েছিল—লোকটা কি ভয়ানক ধড়ীবাজ!"

অজয় হতাশ ভাবে কহিল,—"বড় মানুষদের ঠকাগ্‌গে—আমরা যে গরিব—ঠাকুর্দ্দা! কত কষ্টে—পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে রোজগারের টাকা—সব নিয়ে গেল!"

'ঠাকুর্দ্দা' বিজয়কে দেখাইয়া দিয়া কহিল,—"এই শালাই যত নষ্টের গোড়া—নইলে একরত্তি ছোঁড়া—উনি আবার আমাদের ধর্ম্ম শেখাতে আসেন! আর এই অজয় ছোঁড়াও—একের নম্বর আহম্মক—যার বৌ ওরকম তেলেঙ্গা সেপাই, তার কি ওরকম গুরু ফুরু বাড়ীতে ঢোকাতে আছে? এখন যাও নাত্‌বৌকে মাথা মুড়িয়ে অস্থি-গঙ্গায় স্নান করিয়ে বাড়ী নিয়ে যাও! টাকার ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে—ওঁকে অবধি সরায়নি—এই তোমাদের ভাগ্যবল।"

অজয় অপ্রতিভ ভাবে শশীর কাছে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"মাফ্‌ কোরো ভাই—কিছু মনে কোরো না—কি রকম বিপদে পড়েছি দেখছ ত? এতে কি আর মাথার ঠিক থাকে?"

'ঠাকুর্দ্দা' শশীর দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিল, "ভায়া বোধ হয় এবার নষ্ট চন্দ্র দেখেছিলেন, তাই নাহক্ তোমাদের এই সব কেলেঙ্কারী হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লেন।"

বিজয় কহিল,—"মাড়োয়ারীরা বলেছে তারা তাকে সহজে ছাড়বে না—খোঁজ ক'রে বের ক'রে, হয় টাকা আদায় কর্‌বে, নয় শ্রীঘরে পাঠিয়ে তবে ছাড়বে।'

ঠাকুর্দ্দা উত্তর দিল,—"যা শালারা এখন সেই আশার আশায় থাক্‌গে। তোদের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়্‌ল, এখন আমি বাঁচলুম। তোদের টাকা যা আদায় 'হবে তা বুঝেছি! এখন চল্‌, গাড়ীতে ওঠ, আর কেন?"

সেই কথা শুনিয়া অজয়, বিজয় ও ঠাকুর্দ্দা তিনজনেই, রুক্মিণী যে গাড়ীতে বসিয়াছিল, সেই গাড়ীতে উঠিয়া বিদায় লইল।

গাড়ী দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইলেও শশী বিমূঢ়ের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া কহিল,—"এস শশীদা', খাবে দাবে চল।"

সেই ঘটনার পর শশী অধিকতর স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়িল এবং বাটী যাওয়া একেবারে বন্ধ করিল। সে ভাবিত, একথা শুনিলে সরযূ কি বলিবে? একে ত সে তাহাকে অপদার্থই ভাবিয়া থাকে, তাহার পর যখন শুনিবে যে সে এমনি নির্ব্বোধ, যে এত লোক থাকিতে প্রকটানন্দ তাহাকেই প্রতারণার যন্ত্র-স্বরূপ নির্ব্বাচিত করিয়াছিল—তখন সরযূ কি ভাবিবে! অজয়ের হস্তে সেই লাঞ্ছনা ক্ষণিক হইলেও, সে যে সেরূপ ঘৃণিত অপবাদের জন্য ভ্রমেও লাঞ্ছিত হইয়াছিল—সে কথা স্মরণে আসিলেই লজ্জায় ও সঙ্কোচে শশীর মুখ বিশুষ্ক হইয়া যাইত। সেই কারণে

বাসার লোকের কাছে সে যেন সদাই সঙ্কুচিতভাবে থাকিত—তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে সে কুণ্ঠিত হইত। ক্রমশঃ সেই সঙ্কোচ এতই বৃদ্ধি পাইল যে শশী বাধ্য হইয়া পটলডাঙ্গার সেই পুরাতন বাসা ত্যাগ করিয়া বড়বাজারে নূতন বাসা গ্রহণ করিল। বড়বাজারে বাসা গ্রহণ করিবার অপর একটী কারণও ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এ দিকে যমুনার গর্ব্বে ও আত্ম-প্রীতিতে আঘাত করিয়া আসিয়া সরযূ যে ক্ষণিক উল্লাস লাভ করিয়াছিল, তাহা শ্বশুরালয়ে ফিরিতে না ফিরিতেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং শশীর বাটী আসিবার উদাসীন্যে সরযূর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই যমুনার মনে কষ্ট দিয়া আসিয়াছে বলিয়া সরযূর মনের অনুতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সরযূ বুঝিতে পারিল যে পরের মনে কষ্ট দিয়া নিজের মনঃকষ্টের প্রতিশোধ দিতে যাওয়া একটা বিড়ম্বনা মাত্র—তাহার প্রতিক্রিয়ায় নিজের মনের কষ্ট লাঘব না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। যমুনার কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিয়া আসিবার জন্য সরযূর মন এক এক বার ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু সরযূ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, স্বেচ্ছায় সে আর কখনও পিত্রালয়ে যাইবে না, এবং যাইলেও সে যে প্রকাশ্য ভাবে কখনও পূর্ব্ব অপরাধ স্বীকার করিয়া যমুনার কাছে স্পষ্ট বাক্যে ক্ষমা চাহিতে পারিবে না, তাহাও সরযূ জানিত। তত্রাচ আকারে ইঙ্গিতে যে কোনও প্রকারে হউক, সে যে দিদির মনে কষ্ট দিতে গিয়া নিজেই মনে কষ্ট পাইয়াছে, এই কথা যমুনাকে জানাইবার

জন্য সে যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঘটনাচক্রে একদিন সেই সুযোগ আসিল। ক্ষেমঙ্করী আসিয়া একদিন সরযূকে বলিয়া গেল, যমুনা তাহার মাতাকে দেখিতে আসিয়াছে এবং সরযূকে সেই দিনই একবার অতি অবশ্য যমুনার সহিত দেখা করিতে বলিয়া দিয়াছে—একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। সরযূ অনুমান করিল যমুনার বোধ হয় কোনও মূল্যবান নূতন অলঙ্কার হইয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্ব-অভ্যাস মত সে সরযূকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। সরযূ মনে মনে স্থির করিল, দিদির মনের সন্তোষের জন্য সে এবার সেই গহনা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া আসিবে—বেচারী দুঃখিনী দিদি যদি তাহাতেই সুখী হয় হউক, সরযূ আর কখনও সে সুখের উপর কটাক্ষপাত করিবে না;—সে এবার তাহার পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিবে।

ওদিকে যমুনা সরযূর কঠোর ভৎ সনায় প্রকাশ্যে অবজ্ঞার ভাব দেখাইলেও অন্তরে আঘাত পাইয়াছিল এবং সে আঘাতের প্রতিঘাত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। দৈবক্রমে তাহারও সে সুযোগ অচিরেই আসিল।

যমুনার আহ্বানে সরযূ, তারকচন্দ্র ও সবিতার অনুমতি লইয়া, যমুনার সহিত দেখা করিতে সেই দিনই পিত্রালয়ে যাইল।

যমুনা মনে মনে যে পালার মহড়া দিয়া রাখিয়াছিল, সরযূ তাহার মাতার কক্ষে পদার্পণ করিতেই, যমুনা কিছুমাত্র গৌর-

চন্দ্রিকা না করিয়া, সকলের সমক্ষে সেই পালার গাহনা সুরু করিয়া দিল।

সরযূ তাহার মাতার চরণধূলি মস্তকে লইয়া সেখানে দাঁড়াইতেই, মাতাকে কুশল জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়াই, যমুনা সরযূকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁরে সরি! শশী না কি বয়ে গেছে ?"

সরযূ অবাক্ হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যমুনা পুনরায় কহিল,—"আমি মনে করতুম, আর যা হোক্‌গে শশীর স্বভাব চরিত্তিরটা তবু ভাল—ও মা, শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম—ভেতরে ভেতরে এমন বদ্ হয়ে গেছে!"

পরিচারিকা থাকমণি, সরযূকে মৌন দেখিয়া, বেশ একটু আমোদ অনুভব করিতেছিল। সে ফোড়ন দিল,—"সত্যি না কি বড় দি'মণি ?"

যমুনা কহিল,—"সত্যি না ত কি মিথ্যে ? বাবু স্বচক্ষে দেখে গিয়ে যে কথা বল্‌লেন, তা শুনে আমার মাথাটা যেন কাটা গেল। আমি শশীকে ভাল ভাল করতুম কি না! তাই আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলেন।"

শশীর সেই অসম্ভব অপবাদে সরযূ এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে আত্মস্থ হইয়া সে বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, -"কেন—হয়েছে কি ?"

যমুনা সরযূর সেই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

কহিল,—"সে কি রে—এত কাণ্ড হ'চ্ছে, আর তুই জানিস্ না ? যার যা' তার তা' সাজে—কাঙ্গালের আবার ঘোড়া রোগ কেন বাপু ?"

যমুনার কথা শুনিয়া সরযূর মনের ভাব পলকে কঠিন হইয়া উঠিল, সে রুক্ষস্বরে কহিল,—"কি হয়েছে—তাই বলনা, শুনি ?"

যমুনা কহিল,—"হবে আবার কি ? বেহদ্দ বখাটে হ'য়ে গেলে যা হয়, তাই হয়েছে। গেল রবিবার শশী একটা নটী নিয়ে তারকেশ্বর করতে গিয়েছিল—এখন পড়বি ত পড় বাবুর চোখেই পড়ে গেছে !"

সরযূ সে কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া, তাচ্ছিল্য ভাবে কহিল,—"নটী কি কে—তা জান্‌লেন কি করে ?"

যমুনা উত্তর দিল,—"বাবু তার ঢং ঢাং দেখেই ধরে ফেলে ছিলেন,—প্রথমে মনে করেছিলেন বুঝি তুই ;—তোকে অনেক দিন দেখেন নি ত ?—তা রামকান্ত সঙ্গে ছিল, সে ত তোকে এখানে সে দিনও দেখে গেছে, সে বল্‌লে—তুই কেন হ'বি। তার পর শশীর লুকোচুরী দেখেই বাবু ধরে ফেললেন,—বল্‌লেন, শশী কাদের বৌ ঝিকে বের করে নিয়ে গেছে।"

থাকমণি মুখ টিপিয়া হাসিয়া যমুনাকে কহিল,—"বড় জামাই বাবু ও সব কাযের পাকা জহুরী—ওঁর নজরে কি ভুল হবার যো আছে !" থাকমণি মধ্যে মধ্যে যমুনার সহিত এইরূপ সখীত্বের

দাবী করিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। যমুনা থাকমণির কথায় মনে মনে প্রীত হইয়া প্রকাশ্যে বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিল,—"যা যা থাকী, বকিস্ নি।"

সরযূ কথাটা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার মত কোন কথাও খুঁজিয়া পাইল না। শশী ত সে রবিবারে বাটী আসে নাই, যে সরযূ জোর করিয়া বলিবে—'মিথ্যা কথা'; শশী যে এখন শনি রবিবারে বাটী আসাই এক রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সরযূকে মৌন দেখিয়া থাকমণি পুনরায় টিপ্পনী কাটিল,—"তা বেটা ছেলে কোথায় কি করেছে, তা নিয়ে এত ঘোঁট কেন বাপু? আজ কাল ভদ্দর ঘরের মেয়েরাই বড় সাম্‌লে চলছে? পরপুরুষের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি গান ছড়া কত কি হচ্ছে—জামা টামা দেওয়া দিয়ি অবধি হয়ে যাচ্ছে—দুটো চোক আছে দেখছি, বুঝ্‌লেগা বড়দি'মণি? আমাদের ছোট লোকের হ'লেই জাত নিয়ে টানাটানি—বুঝলে?" এই কথা বলিয়া থাকমণি যমুনার দিকে চাহিয়া ক্রূর হাসি হাসিতে লাগিল এবং এক এক বার সরযূর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার বাক্যবাণের বিষ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল।

যমুনা থাকমণির সেই ব্যঙ্গ-ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিল না, উহা সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করিল। কিন্তু সরযূর স্মরণ হইল, যে হর-মোহন যেদিন অমিয়ার কক্ষে তাহার উপস্থিতি লক্ষ্য না করিয়া

ধ্যান ধরিয়াছিল এবং হরমোহন যেদিন মেনুকে পোষাক পরাইয়া তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, উভয় দিনই থাকমণি শ্যেন্ দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সেই ঘটনার পর যদিও সরযূ অমিয়ার ঘরের ত্রিসীমানায় এ পর্য্যন্ত কোনও দিন পদার্পণ করে নাই, তত্রাচ থাকমণি যে সেই ঘটনা কুভাবে লইয়া মনে গাথিয়া রাখিয়াছে, তাহা বুঝিয়া সরযূর গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া উঠিল—সে যেন সরমে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর কোনও কথা না বলিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

যমুনা কহিল,—"দেখ্‌লি থাকী, সত্যি কথা বললুম ত মেয়ের অমনি রাগ হয়ে গেল। পুরুষ মানুষ বয়সের দোষে বয়ে গেছে তা অত ঢাকা ঢাকি কেন?"

থাকমণি সস্মিত-বদনে উত্তর দিল,—"তা বটেই ত।"

সরযূ কোনওরূপে সে রাত্রি পিত্রালয়ে কাটাইয়া পরদিন ক্ষেমঙ্করীকে সঙ্গে লইয়া স্বামি-গৃহে ফিরিয়া আসিল। যমুনার সুবুদ্ধির অসদ্ভাবের জন্য তাহার প্রতি যে একটা সস্নেহ কারুণ্যের ধারা ফল্গুনদীর মত সরযূর অন্তরে সতত বহিয়া যাইতেছিল, সরযূর হৃদয়ের সেই অন্তঃশিলা উৎস সেই দিন হইতে সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল। যে তাহার নিরীহ স্বামীর প্রতি এরূপ অপবাদের আরোপ করিতে পারে তাহার উপর কি সরযূর বিন্দুমাত্র স্নেহ-মমতা থাকিতে পারে? সরযূর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শশীর উপর যমুনা যে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শশী যে প্রকাশ্য স্থানে সেরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিতে পারে,

তাহা একেবারেই অসম্ভব। শশী যে পরনারীর প্রতি আশক্ত হইবে সে কথা কল্পনায় আনিতেও সরযূর প্রবৃত্তি হইল না,—সে কথা ভাবিতে সরযূর আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। সে মনকে প্রবোধ দিল, কথাটা অমূলক—তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য দুষ্ট লোকে উহা রচনা করিয়াছে; সে কথাও কিন্তু সরযূর মন নত মস্তকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিল। রাজীবলোচন যে, কথাটা তাহার মস্তিষ্ক হইতে আমূল গড়িয়া তুলিয়াছে, অথবা যমুনা যে রাজীবলোচনের নাম দিয়া একটা সম্পূর্ণ 'রচা-কথা' বলিয়াছে, ইহাও সরযূর মন স্বীকার করিতে চাহিল না। হয়ত রাজীবলোচন ও তাহার ভৃত্য লোক চিনিতে পারে নাই—আর কাহাকে দেখিয়াছে। শশী যদি একদিন বাটীতে আসে তাহা হইলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। শশীর মুখ দেখিলেই সরযূ তাহার পেটের কথা বুঝিতে পারিবে—নয়ত একটা 'ঘা' দিয়া কথা বলিলেই সরযূ শশীর নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিয়া লইতে পারিবে—সরযূর কাছে কোনও কথা গোপন রাখে, শশীর সাধ্য কি? কিন্তু শশী বাটীতে আসিল না,—মাস-কাবার হইলে তারকচন্দ্রকে কুশল জানাইল, টাকা পাঠাইল, কিন্তু সরযূকে এক ছত্রও পত্র লিখিল না। সরযূর এক এক বার ইচ্ছা হইত সে নিজেই না হয় শশীকে একখানা পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করে, কথাটা সত্য কি না। কিন্তু পরক্ষণেই সরযূ ভাবিত—ছি! একথা কি লেখা যায়? কথাটা যদি সত্য হয়! সরযূর অবিশ্রান্ত নির্ম্মম আচরণে অধীর হইয়া

শশী সরযূর প্রাণে আঘাত করিবার জন্যই যদি কুপথে গিয়া থাকে—আপনাকে নষ্ট করিয়াই যদি শশী সরযূর উপর প্রতিশোধ লইয়া থাকে? মানুষ যতই সহিষ্ণু হউক না কেন,—ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীও এক একবার পাপের ভারে কাঁপিয়া উঠে—পাতকীর বিলাস-নিকেতন—ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের বিরাট ভবন,—নগর নগরী ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। সরযূ কি অহরহঃ নিষ্করুণ অপ্রীতির তাড়নায় শশীকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিবার সাধ্যমত চেষ্টা করে নাই? যে আঘাত খাইতে পারে, সে কি আঘাত দিতে জানে না? যদি কথাটা সত্য হয়—তাহা হইলে সরযূর পাপের উপযুক্ত প্রতিফলই সে পাইয়াছে—সে জন্য এখন অনুতাপ করিলে কি হইবে? গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিয়া লাভ কি? যখন সরযূর মুখের ছুইটী মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য, তাহার সদা অপ্রসন্ন মুখে একটু সন্তোষের হাসি দেখিবার জন্য শশী লালায়িত হইয়া বেড়াইত, তখন কি সরযূ তাহার দিকে একবার ভ্রমেও ফিরিয়া চাহিয়াছে? এইরূপ চিন্তায় সরযূর মনের সন্দেহ-মেঘ-খণ্ডটুকু, শশীর অদর্শনে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইয়া শেষে, তাহার হৃদয়াকাশ ছাইয়া ফেলিল।

পূর্ব্বে যখন শশীকে পবিত্র ও তদ্গত-প্রাণ জানিত, তখন তাহার সঙ্গ লাভের জন্য কোনও দিন সরযূর প্রাণ ব্যাকুল হয় নাই, এখন শশীকে পরনারী-রত চরিত্র-হীন সন্দেহ করিয়াও কিন্তু সরযূর অন্তরাত্মা শশীকে পাইবার জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। পূর্ব্বে শশী বাটীতে না আসিলে বা অপর কোনও আশায়

নিরাশ করিলে সরযূ সে ঘটনা উপেক্ষার চক্ষে দেখিবার ভাণ করিয়া অভিমান করিত। এখন কিন্তু সরযূর মনে অভিমান আসিল না। এক্ষণে সরযূ বুঝিতে পারিয়াছিল, যেখানে ভালবাসা সেইখানেই অভিমানের আধিপত্য; সে যে অশ্রদ্ধার অবিরত ফুৎকারে শশীর হৃদয়ের ভালবাসার দীপ্ত দীপালোক নিবাইয়া দিয়াছে—তাহার প্রতি, সংসারের প্রতি উপেক্ষার গাঢ় অন্ধকার আনিয়া দিয়াছে, এখন সে অভিমান করিবে কাহার উপর? শশীর উপর অভিমান করিবার তাহার অধিকার কি? সে ব্যথা দিয়াছে, তাহাকে ব্যথা পাইতেই হইবে। তাহার মত পাষাণীর প্রাণে যে ব্যথা লাগে ইহাই আশ্চর্য্যের কথা!

এক দিন মধ্য-রাত্রে জাগরিত হইয়া সরযূ এই সকল কথা ভাবিতেছিল। রজনীর গাঢ় তামসরাশি তাহার মনের দুর্ভাবনার নিবিড়তর আঁধারের সহিত যোগ দিয়া যেন তাহার বক্ষের উপর গুরুভার দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া ধরিয়াছিল। সে যন্ত্রণার হাত হইতে সরযূ কিছুতেই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিল না। প্রহরের পর প্রহর ব্যাপী শয্যা-কণ্টক ভোগ করিয়া ক্রমে যখন উষার মঙ্গল-ছটা, মুক্ত গবাক্ষপথে আসিয়া, গৃহের কোণে কোণে সঞ্চিত জমাট অন্ধকার, তরল হইতে তরলতর করিয়া, ক্রমশঃ অপসারিত করিল—সরযূ যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। বাটীর চারিধারের বৃক্ষ-শাখা হইতে দোয়েল পাপিয়ার প্রভাতী গান ধ্বনিত হইতেই

সরযূ ইষ্ট-দেবতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

তখনও বাটী নিস্তব্ধ—সরযূ শুনিতে পাইল, পার্শ্বের কক্ষ হইতে সবিতা, কৃত্রিম শাসনের সুরে তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত পতি-সোহাগ মুখর করিয়া, তারকচন্দ্রকে বলিতেছে, "আজ আবার যদি কালকের মত বেলা ক'রে পিত্তি পড়িয়ে এসো, তাহলে হাঁড়ি তুলে ফেল্‌বো কিন্তু ব'লে দিচ্ছি—উপোস করিয়ে রাখ্‌বো।" তারকচন্দ্র সান্ত্বনার কোমল স্বরে কহিতেছে, "না গো' আজ দশটার পরেই ফিরবো—কালকে ত্রিশবিঘের যাদের বাড়ী রুগী দেখতে গিয়েছিলুম, তারা খুব খাতির যত্ন করে নানান্ গল্প ফেঁদে বস্‌লো—তাই কথায় কথায় দেরী হয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাদের রান্না হ'তে না হ'তে এসে পড়বো। তোমাদের এত বলি, আমার যে দিন আস্‌তে দেরী হয়ে যা'বে, আমার ভাত বেড়ে রেখো—তোমরা খাওয়া দাওয়া কোরো—তা ত করবে না?" সবিতা তীব্র-মধুর-স্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"যাও যাও, আর গিন্নিপনা করতে হবে না; আমাদের খাবার জন্যেই যেন ভাবনা!"

সরযূ ভাবিতে লাগিল সে কি কোনও দিন এরূপ আদরের শাসন করিয়া শশীকে তাহার মনের অনুরাগ জানাইয়াছে—শশী ত তাহাকে সুযোগ দিতে কসুর করে নাই। সরযূ কি নিজেই সেই অযাচিত স্নেহ-প্রীতির মঙ্গল-ঘট, বিশুষ্ক বিরক্তির ও মমতাহীন অভিমানের—কঠোর চরণাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে নাই?

এখন অনুতাপ করিলে কি হইবে? তাহার দুষ্কৃতির উপযুক্ত শাস্তিই মা মঙ্গলচণ্ডী তাহার শিরে চাপাইয়া দিয়াছেন। এ সাজা তাহাকে সহিতেই হইবে—এ যে তাহারই হৃদয়-হীনতাব প্রায়শ্চিত্ত। এই রূপ আত্ম-তাড়নায় সরযূ দিবারাত্রি আপনাকে শাসিত করিয়া, শশীর আশাপথ চাহিয়া, দিন কাটাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন ভোরের গাড়ীতে সুরেশ আসিয়া তারকচন্দ্রকে ডাকিয়া তুলিল। অসময়ে সুরেশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তারক ব্যস্ত হইয়া শয্যাত্যাগ করিল এবং সবিতাও ব্যগ্র হইয়া সুরেশের কাছে আসিল।

সুরেশ বলিল—"তারক দা,' শশীদা'র বড় অসুখ।"

সেই কথা শুনিয়া তারকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—সে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি অসুখ?"

সুরেশ কহিল,—"বসন্ত হ'য়েছে।"

তারক জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ী আন্‌লে না কেন?"

সুরেশ উত্তর দিল,—"প্রথমে সে আস্‌তে চায় নি—এখন বড্ড বেড়ে পড়েছে।"

তারক মনের আবেগ চাপিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল,—"আমি এখনি গিয়ে তাকে নিয়ে আস্‌ব—তোমাদের সেই বাসাতেই আছে ত?"

সুরেশ বলিল,—"না—তা বুঝি জানেন না? সে যে আজ ২।৩ মাস আমাদের সেই পটলডাঙ্গার বাসা ছেড়ে দিয়ে বড়-বাজারে আলাদা বাসা করেছে?"

তারক সবিস্ময়ে কহিল,—"সে কি! কেন? আমাকে ত কিছু বলে নি।"

সুরেশ চিন্তিতভাবে কহিল,—"বোধ হয় বল্‌লে আপনারা বারণ ক'র্‌বেন ব'লে বলে নি। আমরা সকলেই বারণ করেছিলুম—ও সব নোংরা ঘিঞ্জি জায়গায় যেয়ো না। বলে ৫৲ টাকা করে বাসা খরচ কম হবে—তাতে নতুন ঝিয়ের খরচটা চলে যাবে।"

তারক বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিল,—"নতুন ঝি! তাকে ত ছোট বৌমা অনেক দিন ছাড়িয়ে দিয়েছেন।"

সুরেশ বলিল,—"'শশী দা' বোধ হয় তা জানে না। আমরা ঢের বুঝিয়েছিলুম—সামান্য টাকা বাঁচাতে গিয়ে—ভারি কষ্ট হবে। বলেছিল, একটু বেশী কষ্ট করলে যখন মেয়েদের অনেক কষ্ট কমে যায়—তখন পুরুষ মানুষের সে কষ্ট করা উচিত। তা ছাড়া সেখানে যাবার আর একটা কারণও ছিল। অজয় বাবুর স্ত্রীকে নিয়ে সেই কাণ্ডটা হ'য়ে যাওয়া অবধি শশীদা' যেন কি রকম হ'য়ে গিয়েছিল। লজ্জায় কারুর সঙ্গে কথাই কইত না—লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত—"

তারকচন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"সে আবার কি?"

সুরেশ কহিল,—"তা শোনেন্‌নি বুঝি! শশীদা' বেচারীকে ভাল মানুষ পেয়ে, এক বেটা ভণ্ড—প্রকটানন্দ না বিকটানন্দ ভারি ফ্যাসাদে ফেলেছিল। শশীদা'র সঙ্গে বিজয় বলে একজন ছোক্‌রা পড়্‌ত—সে-ই শশীদাকে সেই ভণ্ডটার কাছে নিয়ে যায়—ভণ্ডটার কাছে বিজয়ের বড় ভাজ্‌ মন্তর নিয়েছিল। সেটা

একজন ভয়ানক ধড়ীবাজ লোক, গীতা টীতার বচন আউড়ে শশীদাকে বস ক'রে ফেলে। শশীদা' ত শশীদা'—কত বড় বড় চালাক লোকের চোখে সে ধূলো দিয়েছিল—হরিদ্বারে না কোথায় সরাই ফরাই কি করবার ফন্দী করে সে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা তুলে, শেষে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে। লোকটা যে দিন পালায় সে দিন বিজয়ের বড় ভাজ্‌কে ফাঁকি দিয়ে, তার গয়না পত্তর, টাকা কড়ি সব হাত ক'রে, শেষে শশীদা'কে বলে যে তুমি একে তারকেশ্বর দেখিয়ে নিয়ে এস। আবার বিজয়ের ভাজ্‌কে বলে যে সে তাকে সেই দিন রাত্তিরে হরিদ্বার নিয়ে যাবে —কিন্তু তার আপনার লোকেরা জান্‌তে পার্‌লে ত যেতে দেবে না? তাই তারকেশ্বরে দিনটা কাটিয়ে আসুক। শশীদা' বেচারী, ভণ্ডটার ভোলে ভুলে গিয়ে, অত শত না বুঝে রাজি হয়। তাকে সবাই টাকাকড়ি দিত, কিন্তু শশীদা' ত কিছু দিতে পার্‌ত না? তাই শশীদা' একটু লজ্জায় ছিল—সেই সামান্য কাযটা না ক'রলে কি মনে ক'রবে বলে রাজি হয়েছিল। শশীদা' তারকেশ্বর থেকে বিজয়ের ভাজ্‌কে নিয়ে রাত্তিরে ফিরে এসে দেখে—ভণ্ডটা সট্‌কেছে—আবার যাবার আগে শশীদা'র নামে বদনাম রটিয়ে গেছে যে—শশীদা' বিজয়ের ভাজ্‌কে নিয়ে পালিয়েছে।"

তারকচন্দ্র ব্যথিতস্বরে কহিল—"বল কি?—ভারি সর্ব্বনেশে লোক ত!"

সুরেশ কহিল,—"তাই নিয়ে ত হুলস্থুল কাণ্ড—শশীদা' বেচারী নাকালের একশেষ। শেষে ভণ্ডটার জুয়াচুরী সব ধরা

পড়ে গেল—বিজয়রা এসে তাদের বৌকে ঘরে নিয়ে গেল। টাকাকড়ি সব পেলে না—সে সব নিয়ে ভণ্ডটা চম্পট দিয়েছিল। কিন্তু সেই ভণ্ডটার হাতে পড়ে আহাম্মক বনে গিয়ে অবধি শশীদা' লজ্জায় আর কারুকে মুখ দেখাতে পারত না—তাই বড়বাজারে বাসা নিয়েছিল। সেখানে ত চেনা শুনো লোক কেউ থাকে না? কিন্তু সেখানে গিয়ে আবার এখন এই বিপদ দেখুন, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। সে জায়গাটায় ঘরে ঘরে বসন্ত হচ্ছে—রোগটাও খুব শক্ত রকমের হচ্ছে।"

তারক ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল,—"আহা! প্রথমেই যদি বাড়ী নিয়ে আস্‌তে।"

সুরেশ কহিল,—"তাতেও যে শশীদা' বেঁকে ব'সল। ব'ল্‌লে ছোঁয়াচে রোগ বাড়ীতে গেলে—ছোঁয়া ছুঁয়িতে আর সকলের হ'তে পারে। আমি বল্‌লুম, এখানে সেবা কর্‌বে কে? তাতে বল্‌লে, বাড়ীতেই বা কে কর্‌বে? এক বৌদি', তা তিনি কি শেষে আমার সেবা কর্‌তে এসে ছেলেপুলে নিয়ে একটা বিভ্রাট ঘটাবেন? আমি বল্‌লুম, কেন ছোট বৌদি' ত দেখ্‌তে পার্‌বেন—সে কথা শুনে শশীদা' একেবারে আঁৎকে উঠলো—বল্‌লে, না না না—তা কি হয়! এ সব ভারি ছোঁয়াচে রোগ—তার চেয়ে আমাকে হাঁসপাতালে রেখে এস—আমি বাড়ী যাব না।"

তারক কহিল,—"পাগল আর কি! ছোট বৌমাই বা ছোঁবেন কেন? আমরাই দেখবো। আমি এখনই তাকে নিয়ে আস্‌ছি।"

তারক সুরেশের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাইল—সবিতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলিয়া দিল—"ওগো যেমন করে পার, আজ ঠাকুরপোকে বাড়ীতে নিয়ে এসো।"

সরযূ দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। তারক ও শশী চলিয়া গেলেও সে সেইখানেই আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষে জল নাই—কিন্তু মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সবিতা নিজের চক্ষের জল মুছিয়া বলিল,—"যা বোন্ যা' কাপড়-চোপড় কেচে নে—মা শেতলাকে ডাক, ভয় কি? এখানে এলেই সেরে উঠ্‌বে।"

সরযূ কোনও উত্তর দিল না—সে স্খলিত-চরণে আপনার গৃহে গিয়া এক কোণে বসিয়া রহিল। দুই তিন ঘণ্টার পর তাহার সে নিশ্চেষ্ট ভাব কাটিয়া গেল। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে যখন ১২টা, ১টা—২॥০টার গাড়ীতেও কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, সে আর থাকিতে পারিল না; সবিতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কৈ দিদি, এখনও এলেন না কেন এঁরা?"

সবিতা অতি কষ্টে আপনার মনের ব্যাকুলতা গোপন করিয়া বলিল,—"বোধ হয় চারটের গাড়ীতে আসবেন।"

নানা আশঙ্কায় কিন্তু সবিতার নিজের মনও উৎকণ্ঠিত হইতেছিল। সে সরযূকে সান্ত্বনা দিবে কি, ঐ কয়টী কথা বলিতে গিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া আসিল। ক্রমে চারিটার গাড়ীতে আসিবার সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সবিতা দুইটী

টাকা শশীর ললাটে স্পর্শ করাইয়া ঠাকুরদের পূজার জন্য তুলিয়া রাখিবে বলিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে শশী না আসাতে, সে উদ্দেশে ভক্তিভরে শীতলা-দেবীকে প্রণাম করিয়া, একটী টাকা তাকের উপর তুলিয়া রাখিল, আর একটী টাকা লইয়া ছাদের উপর তুলসী গাছের টবে পুতিয়া রাখিয়া গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"হে হরি, ঠাকুরপোকে ভালয় ভালয় বাড়ী ফিরিয়ে আন—সারিয়ে দাও—সেরে উঠ্‌লে হরিরলুট দেবো।"

সরযূ অপদেবতাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় কখনও বা সবিতার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—কখনও বা ছাদের উপরে উঠিয়া ষ্টেশনের রাস্তার দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল।

সন্ধ্যার পর সুরেশ একা বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সবিতা ব্যাকুল হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কৈ, ঠাকুরপোকে আন্‌লে না—এঁরা কোথায়?"

সুরেশ বিমর্ষভাবে কহিল,—"না বৌদি'—আনবার অবস্থা নয়—আন্‌তে পারা গেল না—তোমরা ভাব্‌বে ব'লে তারক-দা' আমাকে পাঠিয়ে দিলেন—এখনি আবার আমায় ফির্‌তে হবে।"

সে কথা শুনিয়া সবিতা কাঁদিয়া ফেলিল, সে বলিল,—"সেখানে সেবা হবে কি ক'রে—তোমরা পুরুষমানুষ, কি করবে? না হয় আমাকে নিয়ে চল? ছোট বৌ ছেলেপুলেদের দেখ্‌বে এখন।"

সুরেশ বলিল,—"সে বাসায় মেয়েদের থাকবার সুবিধে

নেই—সেটা খোট্টাদের হট্টগোল—সে কি আর ভদ্রঘরের স্ত্রী-লোকের থাকবার জায়গা ?”

সরযূ নিশ্চল হইয়া দাড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। এক্ষণে সে লজ্জা ত্যাগ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—“আমাকে নিয়ে চলুন, আমি যা’ব।”

সুরেশ বলিল,—“সে কি হয়, আপনি বৌ মানুষ সেখানে কি ক’রে থাক্‌বেন ?”

সরযূ সবিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—“দিদি, ঠাকুর-পোকে বল, উনি যদি না নিয়ে যান তা’হলে আমি ক্ষেন্তকে সঙ্গে ক’রে নিজেই যা’ব।”

সুরেশ বলিল,—“যদি একান্তই যা’বেন চলুন—আমার দোষ নেই ; শশীদা’ কিন্তু এর পর আমার ওপর ভারি বেজার হবে—বিশ্রী ছোঁয়াচে রোগ কি না ?”

কয়েৎক্ষণ পরে সুরেশের সহিত ক্ষেন্তকে লইয়া সরযূ গাড়ীতে উঠিল। যাইবার সময় সবিতাকে প্রণাম করিয়া সরযূ বলিল—“দিদি ! মেনুকে দেখ।” বলিতে গিয়া সমস্ত দিনের নিরুদ্ধ অশ্রু দরদর ধারায় তাহার দুই গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। সবিতা নিজের মনের উৎকণ্ঠা সম্বরণ করিয়া বলিল—“কাঁদিস্‌নি বোন্—ঠাকুরপোর অমঙ্গল হবে—হরি করুন, শীগ্‌গির তুই ভালয় ভালয় ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে আন। তোর হাতের নোয়া অক্ষয় হো’ক—জন্মএ’স্ত্রী হ’—আর কি বল্‌বো—রোজ যেন খবর পাই।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি ১১টার পর একটী সঙ্কীর্ণ পূতিগন্ধময় গলির ভিতর দুইটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সরযূ বড়বাজারের সেই বাসায় গিয়া পঁহুছিল। সুরেশ দেশলাইএর কাঠি জ্বালাইতে জ্বালাইতে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল—পশ্চাতে বস্ত্রাদির মোট লইয়া ক্ষেন্ত ঝি আসিল। একটা অপ্রশস্ত বারান্দার সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে শশী শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—নিকটে বসিয়া তারক তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছে। একটী হ্যারিকেন ল্যাম্পের ধূম্রলিপ্ত কাচের আবরণ ভেদ করিয়া যে ক্ষীণ আলোক বাহির হইতেছে, তাহাতে সেই কক্ষের ও বারান্দার আঁধার যেন গাঢ়তর করিয়া দেখাইয়া দিতেছে।

অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা সরযূকে সেই গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তারকচন্দ্র শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—"এ কি! বৌমা এসেছেন নাকি? তাই ত এখানে থাকবেন কি করে—ভারি কষ্ট হবে যে! যা হো'ক যখন এসে পড়েছেন, তখন আর উপায় কি! হা ভগবান, এ কি করলে! আমি ত এ যাতনা আর দেখতে পারি না।" এই বলিয়া তারকচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ বলিল,—"দাদা, আপনি না-হয় বাইরে এসে একটু ঘুমোন—আমি আজ রাত্রে জাগ্‌বো এখন।"

তারকচন্দ্র বলিল,—"না না, তা কি হয়—তোমার আর ছোঁয়া ন্যাপা করে কায নেই—আমিই এখানে থাক্‌ব—তোমরা বাইরের বারাণ্ডাতেই বাত্তিরটা কাটিয়ে দাও—ছোট বৌমা পাশের কুটুরিতে থাকুন।"

সরযূ কোন কথা না বলিয়া রোগীর শয্যার পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া, ক্ষেন্ত ঝিকে সম্বোধন করিয়া, বলিল,—"ক্ষেন্ত, ওঁদেব বাইরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে বল—আমি এখানে আছি, যখন যা করতে হবে আমাকে ব'লে দেবেন।"

সরযূর কণ্ঠস্ববেব অস্বাভাবিক দৃঢ়তা বুঝিতে পারিয়া তারকচন্দ্র কোনও প্রতিবাদ না করিয়া বাহিরে আসিল। সরযূ বিনিদ্র-নয়নে, ব্যজন হস্তে, সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইল। শশীর অবস্থা দেখিয়া ক্ষেন্ত ঝিও তাহার মনের আশঙ্কা গোপন রাখিতে পারিল না—সে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল—"ইঃ! মা শেতলা যে একেবারে ঢেলে দিয়েছেন!" বস্তুতঃ শশীকে চিনিবার উপায় ছিল না—তাহার বর্ণ যেন মসীলিপ্ত হইয়া গিয়াছিল—সে যাতনায় মধ্যে মধ্যে অস্ফুট চীৎকার করিতেছিল—কিন্তু তাহার সংজ্ঞা ছিল না।

সেই বাটীতে আরও পাঁচ ব্যক্তি ঐ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিল—রাত্রি ২টার সময় সেই রোগীদের

একজনের যন্ত্রণার চিরাবসান হইল। ক্রন্দনের ধ্বনিতে সরযূর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল – সে যেন কোন আসন্ন বিপদ হইতে শশীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট সরিয়া বসিল ও অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া সেই পল্লীতে বিগত রাত্রে আরও দুইটী মৃত্যুর সংবাদ দিয়া সেই সংক্রামক ব্যাধির সাংঘাতিক প্রকোপের কথা জানাইয়া দিল। প্রহরেক বেলার পর বসন্ত-চিকিৎসক ব্রাহ্মণ আসিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া, ললাটদেশ কুঞ্চিত করিয়া, সরযূর বিভীষিকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া গেল। সরযূ কিন্তু তাহাদের চিকিৎসা বা শুশ্রূষা সম্বন্ধে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে লাগিল--- আর কাহাকেও শশীর শুশ্রূষার অংশীদার হইতে দিল না।

একাদিক্রমে পনর দিন মৃত্যুর সহিত ভীষণ দ্বন্দ্ব করিবার পর শশীর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। পরদিন টিকাদার ব্রাহ্মণ রোগীকে দেখিয়া বলিল—"আর ভয় নাই—এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেলেন।" সরযূর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রাহ্মণ বলিল– "মা আমার সাক্ষাৎ সাবিত্রী এসেছিলেন—নইলে এ রকম অবস্থা থেকে রক্ষে পেতে দেখিনি!"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তারকচন্দ্রের দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। প্রকৃতই সরযূর দিবারাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া একাগ্রমনে স্বামি-সেবা দেখিয়া—বিশেষতঃ শশীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সময় সরযূর মনের বল এবং শুশ্রূষার সুব্যবস্থা দেখিয়া

তারকচন্দ্র, সুরেশ, ডাক্তার—সকলেরই মনে তাহার উপর একটা ভক্তির ভাব আসিয়াছিল।

যে দিন শশীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল সেদিন সে কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে সরযূর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে, রোগের ভীষণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে যে নারীমূর্ত্তি তাহাকে এক একবার অভয় দান করিয়া গিয়াছে, সে কি সত্য সত্যই তাহার স্ত্রী সরযূ—না এখনও সে তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে? যখন বুঝিতে পারিল, সত্যই সরযূ তাহার পার্শ্বে বসিয়া উৎসুক-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তখন একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে তাহাকে ক্ষণেকের জন্য অভিভূত করিল। পরে সেই ক্ষুদ্র গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার রোগের কথা এবং সে কি অবস্থায় ও কোথায় আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার মনে একটা আতঙ্ক আসিল। সে ক্ষীণ স্বরে বলিল—"তুমি! সরযূ—এখানে এসেছ? কি ক'রে এখানে আছ?"

শশীর মুখে এই প্রথম জ্ঞানের কথা শুনিয়া অতি কষ্টে মনের আবেগ দমন করিয়া সরযূ উত্তর দিল—"হ্যাঁ—আমি এখানে বেশ আছি, তুমি বেশী কথা ক'য়ো না।" এই কথা বলিয়া সরযূ অতি সন্তর্পণে তাহার ললাটে ও মুখমণ্ডলে দূর্ব্বাদলের তুলিকা বুলাইতে লাগিল। এক অপ্রত্যাশিত তৃপ্তিতে শশী চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল।

শশীকে শীঘ্র শীঘ্র বাটীতে লইয়া যাইবার আশায় তারকচন্দ্র

বাটীর ছেলে মেয়েদের নূতন করিয়া টিকা দেওয়াইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধে আরও এক সপ্তাহ শশীকে কলিকাতায় রাখিতে হইল। সরযূ আসিবার তিন সপ্তাহ পরে শশীকে লইয়া যে দিন প্রত্যূষে সকলে জগন্নাথের ঘাটে নৌকায় আসিয়া উঠিল—সে দিন মনে হইল যেন তাহাদের কোন ভীষণ অভি-শাপের মোচন হইল—দেশে ত নয়, তাহারা নরক ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়াছে! নৌকা যখন দক্ষিণেশ্বরে—কালীবাটীর কাছে পঁহুছিল, তখন অরুণোদয় হইয়াছে; মৃদুমন্দ শীকরসিক্ত বায়ুর স্পর্শসুখে শশীর তন্দ্রা আসিয়াছে—শশীর মুখের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া সরযূ যখন কালী-বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল—তখন স্বতঃই তাহার দেহলতা অবনত হইয়া আসিল, সে নৌকার জানালায় মস্তক রক্ষা করিয়া জোড়করে অনেকক্ষণ সেই দেবালয়ের মন্দির শ্রেণীর দিকে প্রণত হইয়া রহিল—তাহার চক্ষের অবারিত জলধারা বিন্দু বিন্দু করিয়া ঝরিয়া পড়িয়া খরবাহিনী জাহ্নবীর স্রোতে মিশিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বাটীতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে শশীর প্রায় এক মাস লাগিল।

তারকচন্দ্রের পরামর্শে শশী আর এক মাস ছুটীর জন্য আপিসে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। শশীর সেই আদেশ গ্রাহ্য হইয়াছিল। সুরেশ এক শনিবারে সেই সংবাদ দিতে শশীর শয়নকক্ষে আসিয়া, কলিকাতার নানা কথা-প্রসঙ্গে কহিল,—"শশীদা', আর একটা খবর শুনেছ? প্রকটানন্দ ধরা পড়েছে—আগরায় হিন্দুস্থানী সেজে লুকিয়েছিল—সেইখান থেকে পুলিশে তাকে টেনে এনেছে।"

শশী সেই সংবাদ পাইয়া কোনরূপ উল্লাস প্রকাশ করিল না, কেবল জিজ্ঞাসা করিল,—"অজয়বাবুরা টাকা গয়না ফেরত পেয়েছেন কি?"

সুরেশ কহিল,—"সে সব এখনও কিছু পাওয়া যায় নি—সে না কি কিশোরগঞ্জের আড়তদার যাদব নন্দনের ছেলে—তার নাম ভোঁদা—ভারী ডানপিটে ছিল, বাপ তার মুখ দেখ্‌ত না। পুলীশ কোর্টে মোকর্দ্দমা উঠেছে—সবে দু'দিন শুনানি হয়েছে—

হরমোহন সেন এটর্নী তার হ'য়ে মোকর্দ্দমা চালাচ্ছিল। আবার সেই হরমোহনও, কে একজন গুপ্ত সাহেবের পরিবারকে নিয়ে কি একটা গোলমাল করে ব'সেছে। এখন সেই গুপ্ত সাহেব বলেছে যে, ভণ্ডগিরিজিটার সঙ্গে হরমোহনের ষড়্ ছিল—সেও গিরিজির জুয়োচুরীর টাকার বখ্‌রা নিয়েছে—গুপ্ত সাহেব না কি তা' প্রমাণ ক'রে দেবে বলেছে। তাই নিয়ে আদালতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। উকীলেরা বল্‌ছে—টাকা আদায় হবে কি না তার ঠিক্ নেই—কিন্তু দুজনকেই জেলে ঠেল্‌বে।"

শশী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"হরমোহন সেন? সে যে আমার ছোট শালাজের ভাই!"

সুরেশ কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—"তা হ'লে ব'লে ত ভাল করলুম না—বৌ ঠাক্‌রুণ হয়ত রাগ কর্‌বেন। কিছু মনে ক'রো না বৌদি'—সে যে তোমার বাপের বাড়ীর কুটুম্, তা জান্‌তুম না।"

সুরেশ যখন শশীকে দেখিতে আসে, তখন সরযূ ও মেনু সেই গৃহে শশীর কাছে বসিয়াছিল। সুরেশ আসিতেই সরযূ উঠিয়া গিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। হরমোহনের নাম শুনিতেই সরযূর মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে মেনুকে সম্বোধন করিয়া সুরেশকে শুনাইয়া কহিল,—"বল্ না মেনু, তোর কাকাবাবুকে বল্ না? যে যেমন কাজ কর্‌বে, সে তার ফল পাবে—তা সে কুটুমই হো'ক আর যেই হো'ক।" এই কথা বলিয়া

সরযূ অন্যত্র চলিয়া গেল। তাহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে হরমোহনকে ক্ষমা করিতে পারে নাই।

সুরেশ শশীকে বলিল,—"তা ত ঠিক। সেই ভণ্ডটা যে ধরা পড়েছে—তাতে আমি খুব খুসি হয়েছি—তোমাকে যেমনি ফাঁসাদে ফেলেছিল—তেমনি জব্দ হোক্।"

শশী সে কথায় কোনরূপ সায় দিল না। আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া সে জগৎকে নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছিল—তাহার হৃদয় হইতে তখন বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

পর-সপ্তাহে সুরেশ আসিয়া সংবাদ দিল,—"ভণ্ডটাকে দায়রায় ঠেলেছে—এটর্নী মশায়কে বোধ হয় জেল খাটতে হবে না—তবে হাইকোর্টে তার এটর্নীগিরি করা ঘুচিয়ে দেবে।"

শশী সে সংবাদ জানিবার জন্য কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করে নাই। সরযূও সেদিন যে সেই সংবাদ পাইয়া মনে সন্তোষলাভ করিল তাহা বোধ হইল না। উভয়েরই হৃদয়াকাশ সে সময়ে নবজীবনের বালার্ককিরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সুন্দর নভে কৃষ্ণ-মেঘের কণা মাত্রেরও তখন স্থান ছিল না।

ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রে সরযূ প্রদীপের কাছে বসিয়া শশীর আপিসের জামার বোতাম শেলাই করিয়া দিতেছে—এমন সময় শশী নিঃশব্দে আসিয়া তাহার নিকটে বসিল। সরযূ মুখ তুলিয়া দেখে শশী অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—শশীর সেই একাগ্র দৃষ্টিতে সরযূ চকিতের জন্য

যেন নববধূর মত জড়সড় হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দেখ্‌ছ?"

শশী ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—"তোমাকে দেখছি।"

সরযূ ভ্রূভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে দেখ্‌ছ? কেন, আমি কি নতুন না কি?"

শশী সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিল,—"হ্যাঁ সরযূ, তোমাকে নতুন-ই দেখছি।"

সরযূ সহাস্য বদনে রহস্য করিল,—"বাঃ! এ ত মন্দ নয়, দিন দিন পুরোনো হয়েও নতুন হচ্ছি!"

শশী আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"না সরযূ, তুমি আমার চোখে চিরদিনই নতুন—চিরদিনই সুন্দর—কিন্তু এখন যেমন নতুন দেখ্‌ছি, এমন বুঝি আর কখনো দেখিনি—তুমি যে এত সুন্দর, তা বুঝতেও পারিনি!"

সরযূ পুনরায় ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল,—"যাও যাও, আর নভেলি ঢং করে জ্বালিও না! এখন কাযের কথা যা' বলি তা শোন—নইলে আবার আমার ঘাড়ে ভূত চাপ্‌বে।" এই কথা বলিয়া সরযূ হাসিয়া ফেলিল।

শশী কহিল,—"বল না—কি বলবে? শুনছি।"

সরযূ গম্ভীরভাবে আদেশ দিল,—"এবার সুরেশ ঠাকুর-পোদের সঙ্গে আগেকার বাসায় গিয়ে থাক্‌বে—আর বড়-বাজারের সে সব যমপুরীর ত্রিসীমানা মাড়াবে না।"

শশী কহিল—"আচ্ছা গো তাই হবে—সে বাসায় কি আর সাধে গিয়েছিলুম ?"

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"তা জানি গো মশায়, জানি—আমার ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াবার জন্যে গিয়েছিলে। তা সে ভূত একেবারে ছেড়ে গেছে : এখন আমার ঘাড়ের ভূত ছাড়াতে গিয়ে রোজার ঘাড়ে যে মাম্‌দো এসে চেপেছিল, সে আর না আসে—তার ব্যবস্থা আমাকে কর্‌তে হবে—শুনছো ?"

শশী উত্তর দিল,—"শুন্‌ছি--বল না।"

সরযূ আদেশ দানের ভঙ্গিমা করিয়া কহিল,—"রবিবারে কি ছুটীতে কলকাতায় থাকতে হয়, এমন কোন কায আর কর্‌তে পাবে না।"

শশী কহিল,—"তা হলে শুধু আপিসের মাইনেটাতে কি করে চলবে ?"

সেই কথা শুনিয়া সরযূ, শশীর বিশীর্ণ, বিবর্ণ, ক্ষত-চিহ্নিত চিবুকে স্বীয় চম্পক-কলি-সম অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"চল্‌বে গো মশায় চল্‌বে—তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না।"

শশী বলিল,—"চল্‌বে ত বল্‌ছো, কিন্তু ঝি ছাড়িয়ে দিয়েছ—শেষে খেটে খেটে আবার মেজাজ খারাপ ক'রে ব'সে থাক ?"

সরযূ উত্তর দিল,—"না গো না—সে সব ভয় আর নেই—কাযকর্ম্মের ব্যবস্থা দিদির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে নে'ব।"

শশী জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি কে ? বৌদি' ?"

সরযূ উত্তর দিল—"তা না ত কি আমাদের সেখানকার দিদি ? তাঁর বুদ্ধি—তাঁর সুখ—নিয়ে তিনিই থাকুন—আমি অনেক দিন সে সুখের পায়ে গড়্ করে এসেছি—বল ত না হয় তোমার সুমুখে আর একটা গড়্ করি।" এই বলিয়া সরযূ তাহার পরিহিত ফরাসডাঙ্গার কালাপেড়ে ধোপদস্ত শাটীর অঞ্চলটা গলায় দিয়া শশীর পায়ের কাছে 'ঢিপ্' করিয়া একটা প্রণাম করিল।

সরযূর সেই সশব্দে প্রণামের অভিনয় দেখিয়া শশীর বিশুষ্ক ওষ্ঠাধরে বহুকাল পরে আবার সেই পুরাতন হাসির-রেখা ফুটিয়া উঠিল।